হিজ লাস্ট বাও

লাল বৃত্ত

শার্লক হোম্‌স্‌ গৃহকর্ত্রীকে বললেন, দেখুন মামলা যদি দিতেই হয় তাহলে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় আমায় জানতে হবে। ভালো করে ভেবে দেখুন। সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় যে ঘটনাটাকে মনে হচ্ছে হয়তো দেখা যাবে সেটাই সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ। আপনি বলছেন—ভদ্রলোক দিন দশেক আগে আপনার ভাড়াটিয়া হিসেবে আসেন, এবং আপনাকে পনেরো দিনের খরচ আগাম দেন, তাই তো?

গৃহকর্ত্রী মিসেস ওয়ারেন বললেন,—তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কতো দিতে হবে? আমি বলেছিলাম, সপ্তাহে পঞ্চাশ শিলিং। ওপর তলায় একটা ছোট্ট বসবার ঘর আর একটা শোবার ঘর, সমস্ত ব্যবস্থা সমেত।

ভদ্রলোকটি বললেন,—সপ্তাহে পাঁচ পাউন্ড করে দেবো যদি আমার ইচ্ছেমতো ব্যবস্থা হয়। গরীব আমি, আর আমার স্বামীর আয়ও এমন কিছু নয়। তাই এ টাকাটা আমাদের কাছে অনেকখানি। তক্ষুনি একটা দশ পাউন্ডের নোট বার করে আমার সামনে ধরলেন তিনি। বললেন, যদি আমার শর্তে রাজি হন তাহলে এ টাকা প্রতি পনেরো দিন অন্তর পেয়ে যাবেন, বেশ কিছুদিনের জন্যে। আর আপনি যদি রাজি না হন তাহলে চললাম।

গৃহকর্ত্রী মিসেস ওয়ারেন বললেন,—শর্তটা কী জানতে পারি?

ভদ্রলোক বললেন,—বাড়ির একটা চাবি তাঁর কাছে রাখতে হবে। আর, তাঁকে নিজের মতো থাকতে দিতে হবে, বিরক্ত করা চলবে না।

হোম্‌স্‌ সব শুনে মন্তব্য করলেন—তা সেটাই বা এমন আশ্চর্য কী?

মিসেস ওয়ারেন হোম্‌স্‌কে বললেন, যুক্তি দিয়ে দেখলে নয় বটে! কিন্তু এটার মধ্যে কিছুমাত্র যুক্তি নেই। দশ দিন হলো তিনি এসেছেন, কিন্তু না মি. ওয়ারেন, না মেয়েটি, না আমি—কেউ কখনো একবারের জন্যেও তাঁর দেখা পাই নি। পায়চারি করার আওয়াজ শুনতে পাই রাতে, সকালে বাইরে বের হন নি।

হোম্‌স্‌ প্রশ্ন করলেন,—ও তাহলে সেই প্রথম দিন রাত্রে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আর ফিরেছিলেন অনেক রাতে—ভদ্রমহিলা বললেন, আমরা তখন সবাই শুয়ে পড়েছি। আগে অবশ্য তিনি বলে গিয়েছিলেন, এমনটি প্রায়ই হবে, তাই আমায় বারণ করেছিলেন দরোজায় খিল দিতে। মাঝরাতের পরে আমি তাঁর সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পায়ের শব্দ পেয়েছিলাম।

কিন্তু তার খাবারের কী হত?—হোম্‌স্‌ জানতে চাইলেন। তার বিশেষ নির্দেশ ছিল ঘণ্টা বাজালে খাবার নিয়ে গিয়ে দরোজার বাইরে একটা চেয়ারে রেখে আসতে হবে। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে আবার ঘণ্টা বাজাতেন। তখন গিয়ে সে টেবিলের ওপর থেকে বাসনপত্র নিয়ে আসতাম। আর, কোনো কিছুর দরকার হলে তা এক টুকরো কাগজে ছাপার হরফে লিখে সেখানে রেখে দিতেন। শুধু যা চাই সেই কথাটা, আর কিছু নয়। এই একটা নিয়ে এসেছি আপনাকে দেখাবো বলে,—"SOAP" এই আর একটা—MATCH প্রথম দিন সকালে লেখা ছিল "DAILY GAZZETT" সেই থেকে আমি রোজ সকালে তার প্রাতরাশের সঙ্গে পত্রিকাটাও রেখে আসি।

ড. ওয়াটসন এতোক্ষণ দুই জনের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন।

এবার প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে চিরকূটগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হোম্‌স্‌ বললেন,—এটা অবশ্যই একটু অস্বাভাবিক বৈকি! নিজেকে আড়াল করে রাখা আমি বুঝি, কিন্তু ছাপার অক্ষরে লেখা কেন? সে তো জবড়জং ব্যাপার, সাধারণভাবে লিখলে কী হয়? তুমি কী মনে করো ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—আগন্তুক হয়তো নিজের হাতের লেখা গোপন করতে চান।

হোম্‌স্‌ গম্ভীর স্বরে বললেন, কিন্তু কেন? কী ক্ষতি হতে পারে যদি বাড়িওয়ালী তাঁর হাতের লেখার পরিচয় পান? তারপর ধরো, এরকম সংক্ষিপ্ত খবর কেন? ওয়াটসন, তুমি একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে অক্ষরগুলো লেখা সাধারণ গোলাপী মোটা শিসের পেন্সিল দিয়ে। আর দেখো দেখো, কাগজটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে লেখার পরে, যেজন্য "SOAP"—এর 'S' অক্ষরটা একটুখানি ছিঁড়ে গেছে। এর একটা অর্থ আছে, কী সেটা বলোতো ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—সেটা মনে হয় সাবধানতা অবলম্বন।

হোম্‌স্‌, সহাস্যে বললেন—ঠিক তাই। নিশ্চয়ই কোন চিহ্ন, আঙুলের ছাপ হয়তো, বা এমন কিছু, যা থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া সম্ভব। আচ্ছা, মিসেস ওয়ারেন, তুমি বলছো লোকটি লম্বায় মাঝামাঝি, কালচে, আর দাড়িওয়ালা। বয়স কতো হতে পারে?

অল্পই মনে হয়, তবে ত্রিশের ওপর হবে না—মিসেস ওয়ারেন বললেন আর তিনি ইংরাজি বেশ ভালোই বলেন বটে, তবে উচ্চারণ শুনে মনে হয় বিদেশী। পোষাক পরিচ্ছদ খুব সুন্দর, আর অত্যন্ত ভদ্র। কালচে রং-এর পোষাক পরতে ভালোবাসেন বোধ হয়।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞেস করলেন,—কি নাম বলেছেন?

না, কোনো নামই বলেন নি, মিসেস ওয়ারেন বললেন,—তার নামে কোনো চিঠিপত্রও আসে নি আর কেউ কখনো তার সঙ্গে দেখা করতেও আসেন নি! আর বাদামী রং-এর একটা বড় ব্যাগ ছাড়া আর কোনো জিনিসপত্র তার ঘরে নেই। আমাকে বা আমার মেয়েকে তার ঘরে কাজ কর্ম করতে হয় না—তিনি নিজেই তাঁর সমস্ত কাজ করেন।

ব্যাগ থেকে একটা খাম বার করে গৃহকর্ত্রী সেটা টেবিলের ওপর ঝাড়ল। বেরিয়ে পড়ল দুটো পোড়া দেশলাই কাঠি আর একটা সিগারেটের দগ্ধাবশেষ। বললেন, আজ সকালে এগুলো তাঁর ট্রের ওপর ছিল। নিয়ে এলাম, কারণ আমি শুনেছি ছোটখাটো জিনিস থেকেও আপনি অনেক গুরুতর সব বিষয় জানতে পারেন।

কাঁধ ঝাঁকালেন হোম্‌স—এ থেকে কিস্‌স্যু পাওয়া যাবে না। অবশ্য বলা যায় দেশলাই কাঠিগুলোর ব্যবহার হয়েছে সিগারেট ধরাবার জন্যে নতুবা এতো কম করে পুড়তো না। পাইপ বা চুরুট ধরাতে হলে দেশলাই কাঠির অর্ধেকটাই পুড়ে যায়। কিন্তু এই সিগারেটের পোড়া টুকরোটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ভদ্রলোকের তো দাড়ি গোঁফ আছে আপনি বলছিলেন, তাই না? বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার তো ধারণা, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো লোকের পক্ষেই এমনভাবে সিগারেট খাওয়া সম্ভব। ওয়াটসন, তোমার ঐ ছোট গোঁফ পর্যন্ত এভাবে সিগেরেট খেলে ঝলসে যাবে।

ওয়াটসন বললেন—তবে কি সিগেরেট হোল্ডারে লাগিয়ে খাওয়া হয়েছে?

হোম্‌স্‌ বললেন—আরে না না, দেখছো না, এটা কিরকম? আচ্ছা, মিসেস ওয়ারেন, দুই জন লোক নেই তো ওখানে?

আজ্ঞে না, মিসেস ওয়ারেন বললেন,—উনি এতোই কম খান যে কী করে বেঁচে আছেন তাই ভাবি।

হোম্‌স্‌ বললেন—দেখা যাচ্ছে আরো কিছু খবরের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। যাই হোক আপনার অভিযোগ করার মতো কিছুই হয় নি। ভাড়া পেয়েছেন, আর ভাড়াটে হিসেবেও উনি কোনো ঝামেলা করেন না। যদিও অবশ্য ব্যাপারটা খানিকটা অস্বাভাবিক বৈকি! পয়সা তো ভালোই পাচ্ছেন। এবং যদি তিনি আত্মগোপন করতে চান তাতে আপনার কী? যতোদিন না মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোনো অপরাধের ব্যাপার আছে ততোদিন ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই। মামলাটা আমি নিলাম, লক্ষ্য রাখবো। নতুন কিছু ঘটলে জানাবেন এবং নিশ্চিন্ত থাকুক, দরকার হলে আমার সাহায্য আপনি অবশ্যই পাবেন।

মিসেস ওয়ারেন চলে যেতেই হোম্‌স্‌ বললেন,—মামলাটায় সত্যিই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে ওয়াটসন। হয়তো সামান্যই, তবে প্রথমেই আমার মনে হচ্ছে ভাড়া যিনি নিয়েছেন তিনি নন, অন্য কোনো লোক এখানে বাস করছেন। একটু ভাবলেই তুমি বুঝতে পারবে, সিগারেটের দগ্ধাবশেষটার কথা বাদ দিলেও এটা কি অর্থপূর্ণ নয় যে ভাড়া নেবার ঠিক পরেই ভাড়াটে বেরিয়ে গেছে? এবং তিনি—কিংবা অন্য কেউ ফিরেছেন এমন সময়ে যখন কোনো সাক্ষীই ছিল না। এবং যিনি বেরিয়ে গেছেন তিনিই যে ফিরে এসেছেন এমন কোনো প্রমাণ আমাদের নেই। তারপর ধরো ভাড়া যিনি নিয়েছেন তিনি ইংরাজি বলেন ভালো, কিন্তু ঘরের এই লোকটি ছাপার হরফে লেখেন "MATCH" কিন্তু লেখা উচিত ছিল "MATCHES"। অবশ্য এমন হতে পারে যে কথাটা কোনো অভিধান থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে কেবলমাত্র একবচনটাই দেওয়া হয়েছে। বহুবচনটা নয়। ছাপার অক্ষরে লেখার উদ্দেশ্য হয়তো ইংরাজি জ্ঞানের অভাবটা গোপন করা।

যাই হোক পরদিন সকালে প্রচুর উত্তেজনার সঙ্গে মক্কেলটি ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বললো, মি. হোম্‌স্‌, পুলিশের মামলা এটা! আর আমি সহ্য করবো না, মালপত্র নিয়ে ওঁকে চলে যেতে হবে! সোজা গিয়েই ওঁকে বলতাম সেকথা, কিন্তু মনে হলো তার আগে আপনার মত নেওয়া উচিত, তাই এলাম। ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। আর তার ওপর যখন আমার বুড়ো কর্তাকে মারধোর—

অ্যাঁ, মি. ওয়ারেনকে মারধোর করেছে?—হোম্‌স্‌ বললেন।

মিসেস ওয়ারেন বললেন—আজ আজ সকালের ঘটনা স্যর। টটেনহ্যাম, কোর্ট রোডের মর্টন অ্যান্ড ওয়েলাইট কোম্পানির ঘড়ির তদারক করেন তিনি, সাতটার আগে বাড়ি থেকে বেরুতে হয়। সক্কাল বেলায় দুই জন লোক পেছন থেকে এসেই তাঁর মাথায় একটা কোট ফেলে দেয়, তারপর জোর করে একটা গাড়িতে তুলে নেয় তাঁকে। ঘণ্টাখানেক চলতে থাকে গাড়িটা, তারপর ওরা দরোজা খুলে বার করে দেয় তাঁকে। সামলে যখন উঠলেন, দেখলেন, তিনি হ্যাম্পস্টেড হীথ-এ। সেখান থেকে বাসে করে বাড়ি ফেরেন তিনি। সোফায় শুয়ে আছেন, আর আমি সোজা আপনার কাছে এসেছি খবরটা দেবো বলে।

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ব্যাপার তো! হোম্‌স্‌ বললেন,—তা তিনি কি তাদের লক্ষ্য করেছিলেন বা কথাবার্তা কিছু শুনেছিলেন?

মিসেস ওয়ারেন বললেন—না, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছিলেন তিনি। শুধু এইটুকু বলতে পারেন যে তাঁকে ম্যাজিক করে গাড়িতে তোলা হয়েছিল আর গাড়ি থেকে নামানো হয়েছিল। ওরা ছিল অন্ততঃ দুই জন, তিনজনও হতে পারে। দেখুন মি. হোম্‌স্‌ আজ পনেরো বছর হলো আমরা ওখানে বাস করছি, কখনো এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। ঢের হয়েছে, টাকাই সব নয়! আজই আমি ওঁকে বাড়ি ছাড়া করবো।

হোম্‌স্‌ শান্ত স্বরে বললেন—থামুন, মিসেস ওয়ারেন। হঠাৎ কোনো কিছু করে বসবেন না। এখন মনে হচ্ছে, যতোটা সহজ ভেবেছিলাম তেমন নয় ব্যাপারটা, অনেক গুরুতর তার চেয়ে। পরিষ্কার বুঝেছি আপনার ভাড়াটে কোনো বিপদের সম্মুখীন, এবং এটাও বোঝা যাচ্ছে যে সেই শত্রুরা বাড়ির বাইরে তাঁর জন্যে ওৎ পেতে ছিল। আর সকালের কুয়াশায় ভুল করে তাঁর বদলে আপনার স্বামীকে পাকড়াও করে। আর ভুলটা যখন ধরা পড়ে, ছেড়ে দেয় তখন। হোম্‌স্‌ বললেন—আমার খুব ইচ্ছা আপনার এই ভাড়াটেকে দেখি। কয়টার সময় লাঞ্চ খান তিনি?

আজ্ঞে বেলা একটা নাগাদ।

বেশ, তাহলে ড. ওয়াটসন আর আমি যথাসময়ে হাজির হবো। খাবারের ট্রেরেটা ভেতরে নেবার সময় দরোজার আড়াল থেকে সব দেখবো।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে হাজির হয়ে হোম্‌স্‌ বললেন—লুকোবার চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে। আয়নাটা এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে

অন্ধকারে বসেই সামনের দরোজাটা স্পষ্ট দেখতে পাই। বলতে না বলতেই মিসেস্ ওয়ারেন চলে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে একটা ঘণ্টার শব্দ হোম্‌স্‌রা শুনতে পেলেন, বোঝা গেল রহস্যময় ব্যক্তিটিই ঘণ্টা বাজিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রে নিয়ে এলেন মিসেস্ ওয়ারেন, তারপর বন্ধ দরোজার পাশের চেয়ারের ওপর সেটা রেখে চলে গেলেন। দরোজার কোণে গুঁড়ি মেরে হোম্‌স্‌রা আয়নার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলেন। গৃহকর্ত্রীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই দরোজায় চাবি ঘোরানোর আর হাতল ঘোরানোর শব্দ। তারপরেই সরু সরু দুটো হাত বেরিয়ে এসে ট্রেটা তুলে নিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার রেখে দিল সেটা। চকিতের মধ্যে একটা ময়লাটে সুন্দর মুখ এক পলক দেখা দিল ঘরের দরোজার সামান্য ফাঁক দিয়ে। তারপরেই বন্ধ হলো দরোজাটা, চাবিটা আবার ঘুরলো। তারপরেই সব চুপচাপ। হোম্‌স্, ওয়াটসনের শার্টের হাতায় হেঁচকা টান দিলেন, চোরের মতো দুই জনে নেমে আসলেন সিঁড়ি বেয়ে।

উৎসুক গৃহকর্ত্রীকে হোম্‌স্ বললেন,—বিকেলে আবার আসবো। এ নিয়ে বাড়ি ফিরে আলোচনা করাই ভালো।

বেকার স্ট্রিটে এসে, ইজিচেয়ারে এলিয়ে বসে হোম্‌স্ বললেন, দেখলে তো, আমার আন্দাজই ঠিক, বাসিন্দার বদল হয়েছে। যেটা আমি আন্দাজ করতে পারি নি তা হলো, এখানে একজন স্ত্রীলোকের দেখা পাবো এবং...

ওয়াটসন বললেন,—উনি কিন্তু আমাদের দেখতে পেয়েছেন।

হোম্‌স্ বললেন,—হুঁ, অন্তত ভয় পাওয়ার মতো যে কিছু দেখেছেন তাতে সন্দেহ নেই। মোটামুটি এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার আমার কাছে। কোনো ভয়ঙ্কর আসন্ন বিপদ থেকে এক দম্পতি আশ্রয়প্রার্থী। বিদপটা কতো ভয়ঙ্কর তা আন্দাজ করা যেতে পারে সাবধানতার বহর থেকে। কোনো জরুরি কাজ পুরুষটির আছে, এবং যতোদিন না তার সমাধান হচ্ছে তিনি স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিরাপদ কোনো জায়গায় রাখতে চান। আর মি. ওয়ারেনের ওপর আক্রমণ থেকে বুঝতে হবে, শত্রু এই বাসিন্দা পরিবর্তনের ব্যাপারটা জানে না। ভারি জটিল ব্যাপার, চিত্তাকর্ষকও বটে। এ মামলায় অনেক কিছু শেখবার আছে।

মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে যখন হোম্‌স্‌রা পৌঁছোলেন তখন লন্ডনের শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশা খুব জাঁকিয়ে বসেছে। অন্ধকার হয়ে আসা ভাড়াটে বাড়ির বসবার ঘর থেকে উঁকি মেরে তাকাতে একটা মিটমিটে আলো সেই অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠলো। আলো দিয়ে যেন সঙ্কেত দেখানো হচ্ছে। ফিস্ ফিস্ করে হোম্‌স্ বললেন,—জানলার কাঁচের কাছে উৎসুক মুখ বাড়িয়ে ঘরে কে যেন নড়াচাড়া করছে। হ্যাঁ, তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। ঐ, ঐ যে আবার। তার হাতে একটা মোমবাতি। এবার সে উঁকি দিচ্ছে এদিকে। অর্থাৎ যিনি সঙ্কেত দেখাচ্ছেন, তিনি নিশ্চিত হতে চান যে ভদ্রমহিলাটি লক্ষ্য করেছেন। আবার আলো ফেলা শুরু হলো। তুমিও আলোকপাত, 'A'। 'A'- থেকে বুঝতে হবে কোনো মহিলাকে সম্বোধন করা হচ্ছে—সাবধান, সাবধান, সাবধান। কেমন তাই না? দেখো, ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে, অত্যন্ত জরুরি এ খবর—এবং তা বোঝাবার জন্যে তিন-তিনবার সঙ্কেত করা হলো, কিন্তু সাবধান হতে হবে কী থেকে? দাঁড়াও, ঐ আবার জানলার কাছে আসছে। একজন ঝুঁকে-পড়া মানুষের ছায়া আর আলোর একটা শিখা জানলার কাছে দেখা গেল, অর্থাৎ আবার সঙ্কেত শুরু হচ্ছে। এবার হচ্ছে আগের থেকে অনেক দ্রুত—এতো দ্রুত, যে হিসেব রাখাই কঠিন হয়ে উঠেছে।

"PERICOLO"! সে কী, ওয়াটসন, "বিপদ", তাই না? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, বিপদের সঙ্কেতই তো! ঐ, ঐ, আবার—PERI—একি, একি—

হঠাৎ নিভে গেল আলো, জানলাটা আবার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। প্রকাণ্ড আলোকোজ্জ্বল বাড়িটার চারতলাটা যেন একটা অন্ধকার বেষ্টনীর মতো দেখাচ্ছে। সাবধানতা সূচক শেষ সঙ্কেতটা হঠাৎ থেমে গেল। কী করে হলো, কে থামালো? এই একই চিন্তা একসঙ্গে ওয়াটসনদের দুই জনের মাথায় এলো। জানলার কাছে ওৎ পেতে ছিলেন হোম্‌স্, একলাফে উঠে পড়লেন সেখান থেকে। বললেন ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিল। নিশ্চয় কোনো

শয়তানি এর মধ্যে আছে। সংকেতটা কী কারণে এভাবে থেমে যেতে পারে?

হে স্ট্রিট ধরে দ্রুত এগোতে এগোতে পেছন ফিরে ছেড়ে আসা বাড়িটার দিকে তাকালেন ওয়াটসন। ওপরের জানলায় অস্পষ্ট এক মানুষের ছায়া। কোনো স্ত্রীলোকের ছায়া সেটা—শক্ত হয়ে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারের দিকে আর দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে, কখন আবার সেই বিচ্ছিন্ন সঙ্কেত দেখা যাবে। হে স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের দরোজার কাছে লম্বা কোটে শরীর ঢেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে রেলিং-এ হেলান দিয়ে। হলের আলোটা হোম্‌স্‌দের মুখে পড়তে সে চমকে উঠলো। চেঁচিয়ে উঠলো, একি মি. হোম্‌স্‌!

আরে গ্রেগসন যে! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাটির সঙ্গে করমর্দন করতে করতে হোম্‌স্‌ বললেন—তা, এখানে কী ব্যাপার? গ্রেগসন বললেন—আপনারা যে কারণে, আমিও সেই একই কারণে। কিন্তু আপনি কী করে এই মামলায় জড়িয়ে পড়লেন?

হোম্‌স্‌ বললেন,—সূত্র আলাদা হলেও জট সেই একই, দেখা যাচ্ছে। আমি সংকেতগুলো গ্রহণ করছিলাম। সঙ্কেতটা ঐ জানলা দিয়ে আসছিল, হঠাৎ মাঝপথে ছিন্ন হয়ে গেল—তাই দেখতে যাচ্ছিলাম কী হলো? যাইহোক মামলাটা যখন তোমার নির্ভরযোগ্য হাতে পড়েছে তখন আর আমার দরকার কী?

ব্যগ্র হয়ে গ্রেগসন বললেন,—দাঁড়ান একটু। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এ পর্যন্ত এমন কোনো মামলা আমার হাতে আসে নি যাতে আপনার সাহায্য পেয়ে আমি মনে জোর পাই নি। এই ফ্ল্যাটগুলো থেকে এটাই একমাত্র বেরোবার পথ, অতএব আর ওর পালাবার উপায় নেই।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন,—কে সে?

মি. গ্রেগসন বললেন—তাহলে তো মি. হোম্‌স্‌ আপনি স্বীকার করতে বাধ্য আমি আপনার ওপর টেক্কা দিতে পেরেছি! এই বলে তিনি তাঁর লাঠিটা সজোরে মাটিতে ঠুকলেন। একটা চার চাকার গাড়ি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল, একটা জোয়ান চাবুক হাতে নেমে এলো সেখান থেকে। লোকটা অলসভাবে ঘুরছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে গ্রেগসন বললেন—শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আর ইনি বলেন, পিঙ্কারটনের আমেরিকান এজেন্সির মি. লিভারটন।

হোম্‌স্‌ বললেন,—ও, লং আইল্যান্ডের গুহা-রহস্যের বীর? খুশি হলাম আপনার পরিচিত হয়ে।

আমেরিকান তরুণ ভদ্রলোকটি প্রশংসা শুনে লজ্জা পেলেন। তারপর বললেন, মি. হোম্‌স্‌ আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলা এটা। যদি জর্জিয়ানোকে ধরতে পারি—

হোম্‌স্‌ চম্‌কে উঠলেন—কী বললেন, জর্জিয়ানো—মানে রেড সার্কেলের জর্জিয়ানো?

মি. পিঙ্কারটন বললেন,—গোটা পঞ্চাশেক খুনের দায়ে অভিযুক্ত জর্জিয়ানোর পেছনে, সেই নিউইয়র্ক থেকে লেগে আছি। আর একটা সপ্তাহ হলো লন্ডনে আমি তার কাছাকাছি, এই আশায়—যখন কোন্‌ সুযোগে তার কলার চেপে ধরবো। তাকে তাড়া করে এই ভাড়া বাড়িটার নিচের তলা পর্যন্ত আমি আর মি. গ্রেগসন এসেছি, এবং এ বাড়ি থেকে বেরোবার এটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সুতরাং পালাবার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। ও ভিতরে যাওয়ার পর যে তিনজন লোক বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছে, হলপ করে বলতে পারি তাদের কেউ জর্জিয়ানো নয়। সঙ্কত প্রসঙ্গে তিনি বললেন—বোধহয় কোনো স্যাঙাৎকে সঙ্কেত করছে—মানে হলো, সে হয়তো জানালা দিয়ে আমাদের দেখতে পেয়েছে বা অন্য কোনো উপায়ে বুঝতে পেরেছে যে বিপদ আসন্ন এবং বাঁচতে হলে এক্ষুনি কিছু করা দরকার। আপনি কী বলেন মি. হোম্‌স্‌?

হোম্‌স্‌ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন—চলুন এক্ষুনি গিয়ে নিজেদের চোখে ব্যাপারটা দেখে আসি!

তিনতলার বাঁ ফ্ল্যাটের দরোজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়েছিল, গ্রেগসন্‌ সেটা ঠেলে খুলে ফেললেন। ভিতরে কোনো আওয়াজের আভাস মাত্র নেই, আলোরও লেশমাত্র নেই কোথাও।

ওয়াটসন দেশলাই জ্বেলে গোয়েন্দাটির লণ্ঠনটা জ্বালালেন। শিখাটা কাঁপতে কাঁপতে যখন স্থির হলো, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন সবাই। কার্পেটহীন মেঝের উপর রক্তের একটা তাজা চিহ্ন! রক্তাক্ত পায়ের ছাপগুলো দরোজার সামনের দিকে ফেরানো। ভিতরের একটা ঘর থেকে এসেছে সেগুলো। ভেতরের ঘরের গ্রেগসন, আর সবাই পেছন থেকে তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারলেন।

ঘরটা খালি, সেই ঘরের মাঝখানে এক বিরাট আকৃতির এক ব্যক্তির দেহ দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। তার দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, আর ওভাবে পড়ে থাকার ফলে তার মাথা ঘিরে কাঠের সাদা মেঝেয় প্রচুর রক্ত। দু-হাঁটু বুকের কাছে টানা, দু-হাত যন্ত্রণাসূচক ভঙ্গীতে প্রসারিত। উপরের দিকে ফেরানো বাদামী রং-এর সুপুষ্ট গলায় একটা ছুরি আমূল বিদ্ধ, সাদা বাঁটটা ওপরে রয়েছে। দৈত্যকার হলো কী হয়, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই কুড় লে ষাঁড়ের মতো একেবারে লুটিয়ে পড়েছে। তার ডান হাতের পাশে শিঙের হাতল দেওয়া একটা দুই মুখো ছোরা, আর নিকটেই একটা ছাগলের চামড়ার দস্তানা পড়ে রয়েছে।

আমেরিকান গোয়েন্দা মি. লিভারটন হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বললেন—একি, এ যে ব্ল্যাক জর্জিয়ান স্বয়ং!

গ্রেগসন বললেন, মি. হোম্‌স্‌, এই জানলার মোমবাতিটা—একি, কী করেছেন আপনি মোমবাতি দিয়ে?

ইতিমধ্যে হোম্‌স্‌ এগিয়ে গিয়ে বাতিটা জ্বেলে নিয়ে তিনি সেটাকে জানলার কাঁচের সামনে দোলাতে লাগলেন এদিক ওদিক। তারপর একবার অন্ধকারে উঁকি মারলেন। তারপর মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে ফেলে দিলেন মেঝের ওপর। বললেন, মনে হয় এতে কাজ হবে। এই বলে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন গম্ভীরভাবে। আর দুই সরকারি গোয়েন্দা মৃতদেহ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, অবশেষে হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন,—আচ্ছা যে তিনজন লোককে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজনের বয়স বছর ত্রিশের এবং তার গালে কালো দাড়ি, রঙ কালচে, আর মাঝারি ধরনের গড়ন! সেইই বোধ হয় আসল কালপিট। তার বর্ণনা আমি হুবহু করতে পারি, আর তার পায়ের ছাপ তো চমৎকার দেখা যাচ্ছে। ওকে ধরবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

হোম্‌স্‌ বললেন—আমাদের এই মহিলাটির সাহায্য নিতে হবে। একথায় সবাই তাকালেন পেছন ফিরে। দেখা গেল দরোজায় ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন এক দীর্ঘদেহী সুন্দরী মহিলা, ব্লুমস্‌বেরির রহস্যময় বাসিন্দা যিনি। মহিলাটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। তার ফ্যাকাশে মুখে আশঙ্কার ছাপ। তারপর হঠাৎ থেমে তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেঝের ওপর কালচে দেহটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ভদ্রমহিলা লাফিয়ে উঠলেন খুশিতে, আর হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করলেন সমস্ত ঘরটা ঘুরে ঘুরে। আর তখন তার মুখ দিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসছিল। ইতালীয় ভাষায় উচ্ছ্বাস। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম এমিলিয়া লুক্কা, আমার স্বামীর নাম জেনারো লুক্কা। নিউইয়র্ক থেকে এসেছি আমরা। জেনারো কোথায়? এই তো মুহূর্তখানেক আগেও সে আমায় এই জানলা দিয়ে ডাকল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়তে দৌড়তে এলাম।

হোম্‌স্‌ বললেন—আমি ডেকেছি আপনাকে মোমবাতির সংকেতে। আপনার সঙ্কেতটা তো বিশেষ কঠিন নয়, এবং আপনার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। এবং আমি জানতাম যে VIENI এই অক্ষর-কটা সঙ্কেতে জানালেই আপনি এসে পড়বেন।

আতঙ্কগ্রস্ত চোখে ভদ্রমহিলা মানে এমিলিয়া লুক্কা হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বললেন,—জানি না, আপনি কেমন করে এসব জানলেন! গিউসেপ্পি জর্জিয়ানো, কী করে সে—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়লেন, তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—ও বুঝেছি, বুঝেছি, এবার বুঝতে পেরেছি—জেনারো, আমার জেনারো, অতুলনীয় জেনারোই এ কাজ করেছে, সমস্ত বিপদ আপদ থেকে আমায় আড়ালে রেখে বলিষ্ঠ হাতে দানবটাকে বধ করেছে!

মি. গ্রেগসন, মিসেস লুক্কাকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছিলেন, হোম্‌স্‌ বাধা দিয়ে বললেন,—এক মিনিট গ্রেগসন। আমার মনে হচ্ছে সমস্ত ঘটনাটা জানবার জন্যে আমরা যেমন উৎসুক, তেমনি উৎসুক ইনিও জানাবার জন্যে। হোম্‌স্‌ মিসেস লুক্কাকে বললেন—সমস্ত ঘটনা খুলে বললেই আপনার স্বামীর পরম উপকার করা হবে। আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর মঙ্গল চান, আর নিশ্চয়ই বলতে চান, যে উনি যা করেছেন তাতে হত্যার মনোবৃত্তি ছিল না—

ভদ্রমহিলা বললেন—ঠিক আছে বলছি,—জর্জিয়ানো যখন মারা গেছে তখন আর আমার কোনো ভয় নেই। আর পৃথিবীতে এমন কোনো বিচার বা আইন থাকতে পারে না যে তাকে হত্যার জন্যে আমার স্বামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারে। কিছুক্ষণ চুপ্‌ করে থেকে মহিলাটি বলতে শুরু করলেন,—নেপল্‌সের নিকটবর্তী পোসিলিপ্পোয় আমার জন্ম। আমার বাবা অগাস্টো বেরিলি ছিলেন ওখানকার প্রধান উকিল এবং একসময়ে তিনি ছিলেন ও অঞ্চলের ডেপুটি। জেনারো বাবার অধীনে কাজ করতো, ক্রমে আমি তার প্রেমে পড়ি। জেনারোর না ছিল অর্থ বা প্রতিপত্তি, কিছুই ছিল না, কেবল রূপ আর শক্তি আর কর্মকুশলতা ছাড়া। সেজন্যে বাবা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তখন আমরা বারিতে পালিয়ে বিয়ে করি আর আমার গয়নাগাঁটি বিক্রি করে আমেরিকায় যাওয়ার পথ খরচ সংগ্রহ করি। এটা হলো চারবছর আগের ঘটনা। সেই থেকে আমরা নিউইয়র্কে রয়ে যাই। সেখানে টিটো ক্যাস্টালট নামে এক শক্তিশালী ব্যক্তি জেনারো তার বন্ধু হিসেবে পায়। তাঁকে একবার আমার স্বামী গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচায়। সেই থেকেই আমাদের বন্ধু হয়। ভদ্রলোক ফলের ব্যবসায়ী, নিউইয়র্কের প্রধান আমদানিকারক সংস্থা ক্যাস্টলাট ও জাম্বার প্রধান শরিক ছিলেন তিনি। তিনশোর বেশি লোক সে ব্যবসায় কাজ করতো। সিনর জাম্বা অশক্ত ছিলেন, তাই ক্যাস্টালটের হাতে ছিল ব্যবসার সমস্ত ক্ষমতা। আমার স্বামীকে ক্যাস্টলাট চাকরি দিয়েছিলেন একটা শাখা-প্রধানের পদে। ক্যাস্টালট ছিলেন আজীবন কুমার। তিনি আমার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন আপন সন্তান তিনি। আর আমরাও স্বামী-স্ত্রীতে তাঁকে পিতার মতো ভালোবাসতাম। ব্রুক্লীনে আমরা একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম, বেশ সুখেই ছিলাম। এমন সময় আমাদের বাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। একদিন রাতে যখন জেনারো বাড়ি ফিরল, তার সঙ্গে এল তারই দেশের একজন লোক, তার নাম জর্জিয়ানো। তারপর থেকে বারে বারে যখন তখন সে আসতে লাগল। জেনারোও তাকে দেখে অখুশি হতো। বেচারা ফ্যাকাশে মুখে বসে থাকতো অন্যমনস্ক হয়ে। প্রথমটায় ভাবতাম আমার স্বামী শুধু ওঁকে অপছন্দই করে, পরে বুঝলাম শুধু অপছন্দ নয়, তাকে সাংঘাতিক ভয় পায় আমার স্বামী—ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সে।

একদিন আমার স্বামীকে ব্যাপারটা খুলে বলবার জন্যে জেদ ধরে বসলাম—তার ফলে আমার স্বামী যা বললেন তা শুনে আমার বুকের রক্ত পর্যন্ত হিম হয়ে গেল। উদ্দাম যৌবনে যখন আমার স্বামীর মনে হয়েছিল সমস্ত পৃথিবী যেন বিরুদ্ধাচরণ করছে আর জীবনের অবিচারে যখন সে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল, 'রেড-সার্কল' নামে এক নেয়াপোলিটন সঙ্ঘে সে যোগ দিয়েছিল। এই সঙ্ঘের সভ্য হতে গেলে তাদের যেসব গোপন তথ্য জানানো হয় অতি ভয়ঙ্কর সে সব, এবং একবার তার আওতায় পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই। আমেরিকায় পালিয়ে আসার পর জেনারোর মনে হয়েছিল হয়তো জন্মে মতো তার কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে। তাই যখন একদিন রাস্তায় আবার সেই ব্যক্তির দেখা পেল যে তাকে দীক্ষা দিয়েছিল, কী আতঙ্কই না আমাদের হয়েছিল। এ হলো সেই দৈত্যাকৃতি জর্জিয়ানো, দক্ষিণ ইতালিতে যার নামই হয়েছিল "মৃত্যু", কারণ হাতের কনুই পর্যন্ত তার ছিল রক্তকলঙ্কিত। ইতালির পুলিশকে এড়ানোর জন্যে

সে নিউইয়র্কে আসে। এবং সেখানেও তার বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর সঙ্ঘের এক শাখা প্রতিষ্ঠা করে। এই সব কথা জেনারো আমায় বলেছে, আর একটা সমন দেখায় যেটা সেদিনই তার কাছে আসে, তার ওপর একটা লালবৃত্ত আঁকা। তাতে লেখা—এক বিশেষ দিনে একটা সভা বসবে, সেখানে তার উপস্থিতির নির্দেশ দেওয়া আছে। এমনিতেই অতি বিশ্রী ব্যাপারটা, কিন্তু এর পরে যা হলো কিছুই নয় তার তুলনায়। কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম প্রায়ই জর্জিয়ানো আমাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গেই বেশি কথা বলতে চাইতো। এবং যখন আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বোলতো তখনো তার বন্য জন্তু সুলভ দুই চোখ থাকতো সর্বদাই আমার ওপর নিবদ্ধ। একদিন রাতে সে বলেই ফেললো যে সে আমাকে ভালোবাসে। জেনারো ফেরে নি বাড়িতে তখনো। জোর করে ঘরে ঢুকে আমাকে বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে পশুর মতো চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরে ফেলল আর অনুরোধ করলো তার সঙ্গে চলে যেতে। আমি তখন মুক্তির জন্য ছটফট করছি এমন সময় জেনারো এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে আক্রমণ করলো। জর্জিয়ানো তার বিশাল দেহ ঘুরিয়ে জেনারোকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। তারপর আর সে ফেরে নি। এক মারাত্মক শত্রু তৈরি হল সেদিন। কয়দিন পরে বসল সেই সভা। জেনারো যখন ফিরলো তার মুখ দেখে আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটে গেছে। সঙ্ঘের টাকাটা উঠতো ধনী ইতালীয়দের ব্ল্যাকমেল করে এবং না দিলে প্রহারের ভয় দেখিয়ে। মনে হয় আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু ক্যাস্টালটের কাছেও টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করেন নি এবং নোটিসগুলোর ওপর তিনি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় ঠিক হয় এমনই ভয়ঙ্কর শাস্তি তাঁকে দেওয়া হবে যা হবে উদাহরণ স্বরূপ, ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ অমন সাহস না করে। ঠিক হয় বাড়ি শুদ্ধ তাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। পরদিন দুপুরে লন্ডনে চলে আসার আগে ক্যাস্টালটের বিপদ সম্বন্ধে তাকে অবহিত করা হলো। কিন্তু আমাদের ধারণা মতো শত্রুরা একেবারে ছায়ার মতো আমাদের পেছনে লেগে রইলো। তারপরের সব ঘটনা তো আপনারা সবই জানেন। আগে চলে আসার ফলে যে কয়দিনের সুযোগ আমাদের মিলেছিল, আমার প্রিয়তম জেনারো, আমার জন্যে এমন একটা ব্যবস্থায় সেটা লাগালো যাতে কোনোরকম বিপদ আপদই আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। আমার নিজের জন্যে এমন ব্যবস্থা করলো যাতে বিনা বাধায় আমেরিকা আর ইতালির পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। আমি নিজেও জানতাম না সে কোথায় থাকে এবং কীভাবে থাকে। খবর পেতাম কাগজের বিজ্ঞাপন মারফৎ। একদিন জানলা দিয়ে তাকাতে দেখলাম দুই জন ইতালীয় আমার বাড়িটা লক্ষ্য করছে। বুঝতে বাকি রইলো না যেমন করে হোক জর্জিয়ানো আমার ডেরা আবিষ্কার করেছে। শেষপর্যন্ত জেনারো আমায় বিজ্ঞাপন মারফৎ জানায় কোনো একটা বাড়ির জানলা থেকে আমায় সঙ্কেত করবে। কিন্তু সঙ্কেতগুলো যখন আসতে থাকলো দেখলাম সেগুলো কেবলমাত্র সাবধান-বাণী ছাড়া আর কিছু নয়। এবং সেগুলোও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্চয় ও খুব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে জর্জিয়ানো খুব কাছাকাছিই এসে পড়েছে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জর্জিয়ানোর জন্যে সে তৈরি হয়েই ছিল। এখন ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, যা ঘটেছে এজন্যে কি আমাদের আইনের হাতে কোনো ভয় আছে—কোনো বিচারপতি, আইন কি আমার জেনারোকে এই অপরাধের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে?

মুখোমুখি বসা আমেরিকান ডিটেকটিভ বললেন, আপনাদের ব্রিটিশ আইন, কী বলবে জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় এ মহিলার স্বামী নিউইয়র্ক পুলিশের কাছে প্রচুর ধন্যবাদ পাবেন।

শয়তানের পা

কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। শালর্ক হোম্‌স বায়ু পরিবর্তনের জন্যে কর্ণওয়াল উপদ্বীপের একেবারে শেষপ্রান্তে পলধু উপসাগরের কাছে একটা ছোট্ট কুটিরে ডাক্তারের নির্দেশে বাস করছিলেন। সঙ্গে তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ও সহকারী ড. ওয়াটসনও রয়েছেন। কিছুদিনের জন্যে অন্ততঃ লন্ডনের মামলাগুলো থেকে মুক্তি পেয়েছেন ওঁরা। কিন্তু না। আচম্বিতে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে, ওঁরা সে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন।

কর্নওয়ালের এই অংশটাতে গ্রামগুলো চেনা যায়, এলোমেলোভাবে এখানে ওখানে তৈরি গির্জার চূড়োগুলো দিয়ে। সবচেয়ে কাছের গ্রামটার নাম ছিল ট্রেডানিক ওল্লাস। সেখানে প্রায় শত দুই লোক একটা বহু পুরোনো শ্যাওলা ধরা গির্জাকে ঘিরে কুটির তৈরি করে বাস করছিল। ওই প্যারিস-এর (ধর্মীয় এলাকা) যাজক মি. রাউন্ডহে ছিলেন প্রত্নতত্ত্বে বেশি আগ্রহী, আর সেইজন্যেই হোম্‌সের সঙ্গে তাঁর আলাপ জমে ছিল। ভদ্রলোক মাঝবয়সী, স্থূলকায় ও অমায়িক। স্থানীয় উপকথার ভাণ্ডার ছিল তাঁর। চায়ের নিমন্ত্রণে তার বাড়িতে গিয়ে আলাপ হয় মি. মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের সঙ্গে। ভদ্রলোক বেকার, তবে তার অবস্থা ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল। যাজকের ছড়ানো বড় বাড়িটারই দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে ট্রেগেন্নিস বাস করছিলেন, উদ্দেশ্য বোধকরি যাজকের সীমিত আয়ের অঙ্কটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া। যাজক অবিবাহিত, সুতরাং এই ব্যবস্থায় খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও বলতে হয় যে ভাড়াটের সঙ্গে তার কোনো বিষয়েই মিল ছিল না। ভাড়াটে ট্রেগেন্নিস ছিলেন রোগা, কালো, চোখে চশমা আর হাঁটতেন কুঁজো হয়ে যে মনে হতো হয়তো তিনি প্রতিবন্ধী। অল্পক্ষণের আলাপেই বোঝা গিয়েছিল, যাজকটি বেশি বক্‌বক্‌ করেন আর তার ভাড়াটে নিতান্তই স্বল্পভাষী, বিষণ্ণ, চিন্তামগ্ন, অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে যেন নিজের চিন্তাতেই বিভোর।

ষোলই মার্চের—একদিন। সেদিনটা সম্ভবত মঙ্গলবার ছিল। হঠাৎ ঐ দুই জন ভদ্রলোকই হোম্‌সদের ঘরে এলেন সাত সকালে। হোম্‌স আর ওয়াটসন তখন প্রাতরাশ সেরে প্রাত্যহিক ভ্রমণে বেরোবার আগে 'ধূমপান করছিলেন। যাজকটি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, মি. হোম্‌স্ কাল রাতে একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটে গেছে! আপনি এখানে আছেন ভগবানের অশেষ দয়া বলতে হবে।

যাজকটি বললেন,—প্রথমে আমার কয়েকটা কথাই বরং শুনুন, পরে দরকার হলে খুঁটিনাটি তথ্য ট্রেগেন্নিসের কাছেই জেনে নেবেন বা সরাসরি রহস্যের স্থলেই গিয়ে হাজির হবেন। শুনুন তাহলে বলি,—আমার এই বন্ধুটি গত সন্ধ্যাটা কাটিয়েছেন ওদের দুই ভাই ওয়েন আর জর্জ এবং বোন ব্রেন্ডার-এর সঙ্গে। ওঁদের বাড়ি ট্রেডানিক ওয়ার্থাতে। বাড়িটা এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে পাথরের একটা ক্রসের কাছে। ইনি দশটার কিছু পরে ফিরে আসেন। তার আগে ওঁরা সকলে বহাল তবিয়তে আনন্দ করে খাবার টেবিলে বসে তাস খেলছিলেন। আজ সকালে উনি খুব ভোরেই ওঠেন—প্রাতঃরাশের আগে ঐদিকেই বেড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে ডা. রিচার্ডস গাড়িতে করে চলেছেন দেখতে পান, ওঁর কাছেই জানতে পারেন "ট্রেডানিক ওয়ার্থা" থেকে জরুরি ডাক পেয়েই তিনি যাচ্ছেন। মর্টিমার ট্রেগেন্নিস ডাক্তারের সঙ্গেই তার গাড়িতে যান। ওখানে পৌঁছে দেখেন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। দুইভাই এক বোন তখনো টেবিল ঘিরে বসে, যেমনটা গতরাত্রিতে দেখে গিয়েছিলেন। তাসগুলো সামনে সাজানো, মোমবাতিগুলো বাতিদানে পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। বোন চেয়ারে পেছন হেলে বসে আছেন, তবে সম্পূর্ণ মৃত। আর ওপাশে দু-ভাই পুরোপুরি পাগল—হাসছেন, চেঁচাচ্ছেন আর গান করছেন। সকলের মুখেই ভয়ঙ্কর ছাপ। বাড়িতে রাঁধুনি মিসেস পোর্টার ছাড়া আর কারো দেখা পাওয়া যায় নি। জানা গেল উনি রাতে ভালোই ঘুমিয়েছেন, আর কোনো সাড়াশব্দও পান নি। কিছু খোয়াও যায় নি এবং কোনো কিছু এলোমেলোও হয় নি। কিসের ভয়ে একজন স্ত্রীলোক মারা গেলেন আর দুজন শক্তসমর্থ লোক পাগল হয়ে গেলেন তাহারো কোনো হদিস্‌ মেলে নি। যাজকটি অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারটার সমাধানে সাহায্য করলে কৃতজ্ঞ থাকবো মি.

হোম্‌স্।

শার্লক হোম্‌স্ বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন এড়িয়ে যাবেন ব্যাপারটা কিন্তু যাজকের তীব্র মুখচ্ছবি আর চিন্তাকুটিল ভ্রূ দুটি দেখেই বোঝা গেল সে আশা দুরাশা। অল্পকাল চুপচাপ বসে রইলেন হোম্‌স্, তারপর শেষে বললেন,—আচ্ছা, দেখবোখন, ব্যাপারটা। ওপর ওপর যতোটা বুঝেছি, ঘটনাটা খুব সাধারণ নয়। আপনি কি ওখানে গেছেন মি. রাউন্ডহে?

না, মি. হোম্‌স্, মি. ট্রেগেন্নিস ফিরে আমাকে জানাতেই আমি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

হোম্‌স্ বললেন,—আচ্ছা, যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা এখান থেকে কতো দূর?

যাজক বললেন—বেশি না, মাইল খানেক হবে হয়তো।

তাহলে চলুন হেঁটেই যাই, হোম্‌স্ বললেন,—তবে, মি. টেগ্রেন্নিস তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। ভদ্রলোক উদগ্রীব ভাবে কম্পিত কন্ঠে বললেন,—মি. হোম্‌স্ আপনি যা জানতে চান জিজ্ঞাসা করুন, অপ্রিয় হলেও আমি সত্যি কথা বলবো। হোম্‌স জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাকে খাওয়া দাওয়ার পরে চলে আসার সময় কে দরোজা খুলে দিয়েছিল?

মি. ট্রেগেন্নিস, বললেন,—মিসেস পোর্টার শুয়ে পড়েছিলেন, তা আমি নিজেই দরোজা খুলে বেরিয়ে যাই, আর ঘরে বেরিয়ে যাবার সময় দরোজাটা টেনে দিয়ে যাই। আর এও বলে রাখি রাতের খাবার খাওয়ার পর দাদা জর্জ হুয়িস্ট খেলার প্রস্তাব করায় রাত নটা নাগাদ আমরা খেলা শুরু করি, সোয়া দশটায় আমি খেলা ছেড়ে উঠে পড়ি। আমি যখন চলে আসি তখনো অন্যেরা টেবিলের ধারে বসেছিলেন খুশি মনেই। আজ সকালে যখন গেলাম জানলা দরোজা সেই অবস্থায়—আছে দেখলাম। অপরিচিত কোনো লোক যে বাড়িতে এসেছিলেন তারও কোনো চিহ্ন নেই। অথচ ওরা দেখলাম বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে ভয় পেয়ে আর ব্রেন্ডার বেচারী তো মরেই গেছে, আর মাথাটা চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুলছিল। আমার মনে হয় একাজ নিশ্চয়ই কোনো শয়তানের কাজ।

এবার হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, মি. ট্রেগেন্নিস, কোনো কারণে আপনি পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন মনে হয়, কারণ আপনি ওদের ছেড়ে আলাদা ঘর ভাড়া করেছিলেন।

সেটা সত্যি, মি. হোম্‌স্ যদিও সেটা একটা পুরোনো ঘটনা, কিন্তু তাতো অনেকদিন আগেই মিটে গেছে ট্রেগেন্নিস বললেন—আসলে রেডরুথে আমাদের একটা টিনের খনির পারিবারিক ব্যবসা ছিল। পরে আমরা সেটা বেচে দিই একটা কোম্পানিকে এবং সকলে অবসর নিই। যথেষ্ট টাকা পয়সা পেয়েছিলাম আমরা। তবে অস্বীকার করবো না, টাকা পয়সার ভাগাভাগি নিয়ে কিছু উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, মনোমালিন্যও ঘটেছিল সে কারণে, শেষে অবশ্য আমরা সবকিছু মন থেকে মুছে ফেলি আর আমাদের মধ্যে সৌর্হাদ্য ও সখ্যতা ফিরে আসে।

হোম্‌স্ তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, সেদিন সন্ধ্যাবেলার ঘটনাগুলো আর একবার ভেবে দেখুন তো, এমন কিছু মনে পড়ে কিনা যা থেকে এই শোচনীয় ঘটনার সমাধান করা যায়। ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন তো কোনো সূত্র পান কি না, যাতে আমার অনুসন্ধানের কিছু সুবিধা হয়। আচ্ছা, গতকাল রাতে আপনার ভাইবোনের মেজাজে ভালো ছিলো তো? আর কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসছে এরকম আশঙ্কা কি তাদের চোখে মুখে ছিল?

মর্টিমার ট্রেগেন্নিস এক মুহূর্ত স্থির থেকে সরব হয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, একটা জিনিস বেশ মনে পড়ছে। আমি টেবিলে বসেছিলাম জানালার দিকে পেছন করে আর দাদা জর্জ, তাস খেলায় আমার অংশীদার, জানলার দিকে মুখ করে বিসেছিলেন। একবার দাদাকে দেখলাম, আমার কাঁধের ওপর দিয়ে দূর দৃষ্টিতে কিছু একটা দেখছেন, তাই মুখ ফিরিয়ে আমিও তাকালাম সেদিকে। জানালাটা বন্ধ, কিন্তু খড়খড়ি ওঠানো ছিল। বাইরে মাঠের ঝোপঝাড়গুলো আবছা চোখে পড়ল, আর একবার যেন মনে হলো কিছু একটা সেগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কি দেখছেন, জিজ্ঞাসা করাতে দাদাও ওই কথাই বললেন, এছাড়া আর কিছু তো মনে পড়ছে না। এ ব্যাপারটাকে তখন কোনো গুরুত্বই দিই নি।

হোমস বললেন—এতো ভোরে আপনি খবরটা পেলেন কি করে? মি. ট্রেগেন্নিস বললেন—আমি বরাবরই খুব ভোরে উঠি। আর প্রাতঃরাশের আগে একবার একপাক ঘুরে আসাটাই চিরকালের অভ্যাস। আজও সকালে বেরিয়েছি, আর বেরোতে না বেরোতেই দেখি ডাক্তার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কাছেই খবর পেলাম আমাদের রাঁধুনি মিসেস পোর্টার একটা ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে। শুনে আমিও লাফিয়ে ডাক্তারের গাড়িতে উঠে পড়লাম। সেখানে পৌঁছে সেই ভয়ানক ঘরটাতে ঢুকে পড়লাম। মোমবাতিগুলোর ঘরে যাওয়ার অনেক আগেই নিভে গেছে। ওরা অন্ধকারে বসেছিল ভোর না হওয়া পর্যন্ত। ডাক্তারবাবু দেখে বললেন, ব্রেন্ডার অন্তত দুই ঘন্টা আগে মারা গেছে। বলপ্রয়োগের কোনও চিহ্ন ছিল না। ও শুধু চেয়ারের হাতলের ওপর এলিয়ে পড়েছিল, মুখে তার আতঙ্কের ছাপ। জর্জ আর ওয়েন গানের কলি গাইছিল চিৎকার করে আর মর্কটের মতো এলোমেলো বকছিল। দেখে এমন গা গুলিয়ে উঠছিল যে আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। ডাক্তারের চেহারাও ছিল কিম্ভূতকিমাকার,—উনিও এ দৃশ্য দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন। ডাক্তার হয়ে রুগী দেখতে এসে তিনিই রুগী হয়ে গেলেন।

হোম্স্ টুপি হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মনে হচ্ছে আর দেরি না করে ট্রেডানিক ওয়ার্থাতেই আমাদের এখনই যাওয়া উচিত। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এমন একটা মামলা খুব কমই হাতে এসেছে প্রথম থেকেই যা অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে দেখা গেল মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের দুই ভাইকে পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাড়িতে ঢুকে হোম্স্রা দেখলেন, বসবার ঘরের সেই জানলাটা বাগানের দিকেই মুখ করা। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের ধারণা এই বাগান থেকেই অশুভ জিনিসটা ভিতরে ঢুকে এ কাণ্ড করেছে, বিভীষিকা মুহূর্তের মধ্যে এদের মনের শক্তি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

হোম্স্ ধীরগতিতে, চিন্তিত মুখে, কখনো ফুলের টবগুলোর আশে পাশে আবার কখনো পথ ধরে হেঁটে চললেন। ওয়াটসনরা একসময় বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। হোমস এতো অন্যমনস্ক ছিলেন যে গাছে জল দেবার ঝারিটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেটা উল্টে দিলেন। ফলে ওয়াটসন ও হোম্সের পা ভিজে জবজবে হয়ে গেল, আর বাগানের পথটাও কাদা কাদা হয়ে গেল। বাড়ির ভেতরে বয়স্কা কর্নিশ মহিলা মিসেস পোর্টার হোম্স্সের সঙ্গে দেখা করলেন। এবং সরল ভাবেই হোম্সের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। রাতে তিনি কোনোরকম আওয়াজ শুনতে পান নি জানালেন। মালিকরা সবাই রাতে খুবই আনন্দেই ছিলেন। এতোটা স্বাচ্ছন্দ্য আর খোশমেজাজ বরং আগেই কখনো নজরে আসে নি, জানালেন। সকালবেলা ঘরে ঢুকে ওঁদের ওই শোচনীয় অবস্থা দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন প্রায়। পরে একটু সামলে নিয়ে জানলা খুলে দিয়েছিলেন, যাতে সকালের হাওয়া ঘরে ঢোকে। তারপর তিনি গলি ধরে ছুটে একটা রাখাল বালককে পাঠিয়ে দেন ডাক্তারের কাছে। বোনটিকে মানে ব্রেন্ডারকে দোতলায় ওর বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। ভাই দুটিকে পাগলা গারদের গাড়িতে তুলতে চারজন ষণ্ডামার্কা লোকও হিমসিম খেয়েছে। উনি আর একদিনও এ বাড়িতে থাকতে রাজি নন। ঐ দিন বিকালেই সেন্ট উভ্সে আত্মীয়স্বজনদের কাছে চলে যাবেন বলে জানালেন।

হোম্স্রা সিঁড়ি দিয়ে উঠে মহিলার মৃতদেহ দেখছিলেন। মিস্ ব্রেন্ডার ট্রেগেন্নিস প্রায় মাঝবয়সী হলেও দেখতে সুন্দরী ছিলেন। রং চাপা, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। এই প্রাণহীন অবস্থাতেও ভয়ের একটা যেন রেশ তখনও তার মুখে লেগে রয়েছে। হোম্স্ হাল্কা দ্রুত পায়ে নীচের ঘরটায় পায়চারী করতে লাগলেন—যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল। লোহার ঝাঁঝরিতে গতরাতের পোড়া কাঠগুলো রয়েছে। টেবিলের ওপর দেখা গেল চারটে পুড়ে যাওয়া মোমবাতির ফোঁটা ফোঁটা মোম গলে গলে আগুনে ও টেবিলের ওপরে উঁচু হয়ে জমা আছে। তাসগুলো টেবিলের ওপর ছড়ানো। হোম্স্ বিভিন্ন চেয়ারে একবার করে বসে আবার উঠে

পড়ছিলেন। আবারও বসছিলেন। আবার চেয়ারগুলোকে টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে গতকালের মতো করে সাজিয়ে দিলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন ওখান থেকে বাগানের কতোটা দেখা যায়। ঘরের মেঝে, ভিতরকার ছাদ, অগ্নিস্থান সবই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আগুন জ্বালা হলো কেন বলতে পারেন? বসন্তকালের সন্ধ্যায় এরকম একটা ছোট ঘরেও কি ওঁরা বরাবর আগুন জ্বালাতেন?

মর্টিমার ট্রেগেন্নিস বুঝিয়ে দিলেন—গতরাতে ঘরটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ছিল বলে তিনি আসবার পর আগুন জ্বালানো হয়। তাহলে এবার কী করবেন মি. হোম্‌স্? উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

হোম্‌স্ হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ওয়াটসনের বাহুতে ঠেস দিয়ে বললেন। এখন উ ধূম্রপান করা যাক। তারপর বললেন, এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাই। যা দেখার দেখে নিয়েছি। আর, মি. ট্রেগেন্নিস আপনার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করছি, কেমন। বিদায়!

পল্‌ধু কটেজে ফিরে এসে অনেকক্ষণ হোম্‌সের আর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তিনি একটা চেয়ারে গুটিসুঁটি মেরে চিন্তায় ডুবে রইলেন, শেষ পর্যন্ত মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে একলাফে উঠে দাঁড়ালেন।

হেসে বললেন, এভাবে হবে না ওয়াটসন, বরং সমুদ্রের ধারে পাহাড় গুলোয় চলো বেড়াতে যাই আর পাথরের তৈরি তীরের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখি। এই সমস্যার সূত্রগুলোর চেয়ে ওগুলোই সহজলভ্য হবে বোধ হয়। দরকারি তথ্য না পাওয়া গেলে মাথা ঘামানো অনেকটা শুধু শুধু ইঞ্জিন চালানোর মতো।

পাহাড়ে চক্কর দিতে দিতে হোম্‌স্ বলে চললেন, ওয়াটসন এখন ব্যাপারটাকে নানাদিক থেকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে! সামান্য যা কিছু জানতে পারা গেছে সেটা নখদর্পণে রাখা দরকার, যাতে নোতুন তথ্য পেলে, সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। প্রথমেই পরিষ্কার করে আমাদের মনে রাখতে হবে, মানুষের ব্যাপারে শয়তানের অনুপ্রবেশ আমরা মেনে নিতে রাজি নই, সুতরাং সেরকম কোনো ধারণা কিছুতেই যেন মনে স্থান না পায়। কেমন, ঠিক তো? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, তিনজন লোক অসম্ভব রকম নির্যাতিত হয়েছেন, জানা বা অজানা মানুষের দ্বারাই। এটাই নির্মম সত্য। আর এটা ঘটল কখন? মর্টিমারের কথা সত্যি বলে মেনে নিলে বোঝা যায়, ব্যাপারটা ঘটেছে তিনি ঘর থেকে চলে যাবার পরে—এটা আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল রাতে মর্টিমার বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তাসগুলো তখনো টেবিলে ছড়ানো। ওদের ঘুমোতে যাবার সময় পার হয়ে গেছিল, অথচ ওরা চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি বা চেয়ার পেছনে হঠিয়ে দেয় নি। আবার বলি, তাহলে ঘটনাটা ঘটেছিল মর্টিমার চলে যাবার অব্যবহিত পরে—এবং রাত এগারোটার পরে কিছুতেই নয়।

আমাদের এখন প্রাথমিক কাজ হলো যতোটা পারা যায় মর্টিমারের গতিবিধ অর্থাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে উনি কোথায় গেছিলেন, কী করেছিলেন, এসব পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখা। জলের ঝারি উল্টে নোংরামি করে কী কায়দায় ভিজে বালির ওপর তাঁর পায়ের ছাপ ভালোভাবে জোগাড় করেছি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো তুমি? কাল রাতেও বৃষ্টি হয়েছিল, তাই ভালো একটা নমুনা পাওয়াতে অন্যান্য ছাপের মধ্যে ওঁর ছাপটা চিনে নিয়ে অনুসরণ করতে বেগ পেতে হয়নি। দেখে মনে হলো তিনি তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে গিয়েছিলেন বাড়ির দিকে। তাহলে মর্টিমার দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পর বাইরের কেউ খেলোয়াড়দের ভীষণ বিপদে ফেলে। কিন্তু সেই লোকটি কে? বা কিভাবে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা ধরা যাচ্ছে না। মিসেস পোর্টারকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। বোঝাই যায় ওঁর দ্বারা কোনও ক্ষতি হয়নি। হোমস হঠাৎ নির্লিপ্ত হলেন এ প্রসঙ্গ থেকে। তারপর যাইহোক হোম্‌স্ পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে দু ঘন্টা ধরে কেল্টিক জাতি ও সভ্যতা, পাথরের তীরের ফলা, পুরোনো খোলামকুচি, প্রভৃতি নিয়ে হালকা চালে এমনসব আলোচনা করলেন যে মনেই হবে না কোনও অশুভ সমস্যা সমাধানের

অপেক্ষায় রয়েছেন। বিকেল বেলায় কুটিরে ফিরে একজন আগন্তুককে হোম্‌স্‌দের জন্যে বসে থাকতে দেখবার আগে পর্যন্ত এ মামলার কথা তাদের মনে পড়েনি। আগন্তুকের পরিচয়ের কোনো দরকার ছিল না। সেই বিশাল দেহ, এবড়ো খেবড়ো খাঁজপড়া মুখ, দৃপ্ত চোখ, বাজপাখির মতো নাক, কাঁচাপাকা চুল, যা আমাদের কুটিরের ছাদ ছুঁই ছুঁই, আর দাড়ি যার নিচের দিকটা সোনালি আর ওপরের দিকটা—ঠোঁটের কাছটা সাদা, কিছুটা আবার সব সময় চুরুট খাবার জন্যে নিকোটিনের দাগ ধরা। এ চেহারা লন্ডন ও আফ্রিকাতে সুপরিচিত। ইনি হলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বপূর্ণ ডা. লিও স্টার্নডেল, বিখ্যাত সিংহ শিকারী আর আবিষ্কারক। তিনি হোমসকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য উদ্‌ঘাটনে কোনো অগ্রগতি হয়েছে কি না, কাউন্টি পুলিশ কোনও কাজের নয়, বললেন তিনি—তবে আপনার ব্যাপক অভিজ্ঞতা হয়ত সহায়ক হবে সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় পৌঁছোতে। আমি আপনার গোপন কথার অংশীদার হতে চাইছি এই কারণে যে, এখানে অনেককাল থাকার সুবাদে এই ট্রেগেন্নিস পরিবারকে ভালোভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি। এদের এই দুর্ঘটনাও সংকটে স্বভাবতই বড় আঘাত হয়েই আমায় বেজেছে। তাহলে বলেই ফেলি, আমি আফ্রিকার পথে প্লিমাথ পর্যন্ত গেছিলাম। আজ সকালে খবর পেয়ে সোজা ফিরে এসেছি, অনুসন্ধানে সাহায্য করতে।

হোম্‌স্‌ বললেন,—তাহলে তো সে জাহাজে আপনার আর যাওয়া হলো না।

ডা. স্টার্নডেল বললেন,—পরেরটায় যাবো। ওরা আমার আত্মীয়ও ছিল, ওদের এ অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া কি শোভন?

হোম্‌স্‌ বললেন—প্লিমাথে, সকালবেলার খবরের কাগজে নিশ্চয়ই আপনি এই খবরটা পাননি?

আজ্ঞে না, আমি টেলিগ্রাম খবর পেয়েছিলাম। যাজক মি. রাউন্ড হে টেলিগ্রামটা করেছিলেন আমাকে।

ডা. স্টার্নডেল এবার জানতে চাইলেন,—মি. হোম্‌স্‌ যদি কিছু আপনি মনে না করেন তাহলে বলি, আপনার সন্দেহ কোনও বিশেষ দিকে মোড় নিয়েছে কিনা সেটা জানাতে আশা করি আপনার বাধা নেই।

হোম্‌স্‌ বললেন,—এই মামলায় বিষয়টা আমার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবোই আশা করছি। এর চেয়ে আর কিছুতো এখনই বলতে পারছি না।

এতোক্ষণ বৃথাই সময় নষ্ট করেছি। এখানে বসে থেকে লাব নেই বলে বিখ্যাত ব্যক্তিটি বেশ একটু উষ্মার সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হোম্‌স্‌ও তাকে অনুসরণ করলেন। সন্ধ্যের আগে হোম্‌সের দেখা পাওয়া গেল না। যখন মন্থর পায়ে হোম্‌স্‌ শুকনো মুখে ফিরে এলেন তখন ওয়াটসন বেশ বুঝতে পারলেন, অনুসন্ধানের কাজ বিশেষ এগোয় নি। একটা টেলিগ্রাম এসে পড়েছিল, সেটায় একবার হোম্‌স্‌ চোখ বুলিয়ে নিয়ে অগ্নিস্থানের ঝাঁঝরিতে ফেলে দিলেন। বললেন, প্লিমাথ হোটেল থেকে তারটা এসেছে ওয়াটসন, যাজকের কাছ থেকে নামটা জেনে নিয়ে ওদের টেলিগ্রাম করেছিলাম ডা. লিও স্টার্নডেলের কথা সত্যি কিনা পরখ করতে। মনে হচ্ছে উনি রাতটা হোটেলেই কাটিয়েছেন, কিছু মালপত্র জাহাজে চলে গেছে, আর উনি ফিরে এসেছেন তদন্তে উপস্থিত থাকতে। এ ব্যাপারটা শুনে তোমার কী মনে হচ্ছে বলো তো ওয়াটসন?

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—উনি খুব বেশি মাত্রায় আগ্রহী।

ঠিক বলেছো, হোম্‌স্‌ বললেন—বেশি রকমই আগ্রহী। এখানে একটা সম্ভাবনাময় সূত্র রয়েছে যেটা ধরে এগোলে জটটা ছেড়ে যেতে পারে বলে মনে হয়। ভাবনা নেই ওয়াটসন। এটা সত্যি যে দরকারি সব কিছু আমরা এখানো জানতে পারিনি, সেগুলো হাতে এসে গেলেই আমাদের মুস্কিল আসান হবে।

হোম্‌সের কথা ঠিকই ফলে গেল। ওয়াটসন সকালবেলায় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে এলো, দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ি পূর্ণবেগে ছুটে আসছে। হোম্‌স্‌দের দরোজাতেই এসে গাড়িটা থামল। যাজকমশাই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে বাগানের পথ দরে ছুটে থামল। যাজকমশাই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে বাগানের পথ ধরে ছুটে এলেন। হোম্‌সের কাপড় পরা আগেই হয়ে গেছিল।

যাজকটি উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলেন না। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—আমাদের শয়তানে পেয়েছে মি. হোম্‌স্‌। আমার এলাকার সবখানেই শয়তান ভর করেছে! শয়তান যা খুশি করে বেড়াচ্ছে! আমরা বেচারার তার খপ্পরে পড়ে গেছি! মি. মর্টিমার ট্রেগেন্নিস গত রাতে মারা গেছেন!

হোমস উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, আপনার ওই গাড়িটায় আমাদের দুজন ধরবে? ওয়াটসন, চলো। প্রাতঃরাশ থাক। এক্ষুনি চলো। মি. রাউন্ড হে, চলুন আমরা তৈরি, জলদি করো, সব এলোমেলো হয়ে যাবার আগেই পৌঁছোতে হবে। ডাক্তার পুলিশ আসবার আগেই হোমসরা গিয়ে হাজির হলেন। ঘরের ভেতরটা ভীষণ গুমোট। ভাগ্যিস চাকরটা ঢুকে জানলাটা খুলে দিয়েছিল, তা না হলে আরো অসহ্য মনে হত। একটা কারণ হয়তো এই যে মাঝের টেবিলটায় একটা বাতি কেঁপে কেঁপে জ্বলছিল, আর ধোঁয়াও বের হচ্ছিল সেটা থেকে। তার পাশেই চেয়ারে হেলান দিয়ে মৃত মর্টিমার বসেছিলেন। পাতলা দাড়ি সামনের দিকে উঁচু হয়ে আছে, চশমাটা কপালের ওপর তোলা, রোগা কালো মুখটা জানলার দিকে ফেরানো আর মুখে সেই ভয়ার্ত কোঁচকানো ভাব যা তাঁর বোনো মুখে দেখা গিয়েছিল। ভীষণ ভয়ে যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আঙুল ও পায়ের পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছিল। জামাকাপড় পরা ছিল, তবে তাড়াতাড়ি করে সেগুলো গায়ে চাপিয়ে ছিলেন বোঝা যাচ্ছিল। রাতে বিছানায় শুয়েছিলেন, সে চিহ্নও স্পষ্ট। করুণ ঘটনাটা ঘটেছে ভোরবেলাতেই। ঘটনাস্থলে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই আচমকা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল হোমসের মধ্যে, তাতেই বোঝা গেল কী প্রচণ্ড কর্মশক্তি লুকিয়ে থাকে ওঁর আপাত উদাসীন বহিঃপ্রকৃতির নিচে। দেখা গেল তিনি উত্তেজনায় টান টান, সর্তক, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, দৃঢ়বদ্ধ মুখ আর হাত পা উন্মুখ কর্মপ্রেরণায় শিহরিত। দ্রুত পায়ে বাইরে মাঠে চলে গেলেন, ঢুকলেন জানলা দিয়ে, ঘরটা চক্কর দিয়ে নিলেন, তারপর শোবার ঘরটায় ঢুকলেন—যেন শিকারি কুকুর শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে। শোবার ঘরটার এদিক ওদিক তড়িঘড়ি দেখে নিলেন। শেষ পর্যন্ত জানালাটা খুলে দিলেন। জানলায় উৎসাহজনক নোতুন কিছু দেখতে পেলেন মনে হল, কারণ ঝুঁকে পড়ে কী একটা লক্ষ্য করে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কী যেন বলে উঠলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে জানলা দিয়ে বাইরে গেলেন। কি কারণে জানি না মাঠের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন, লাফিয়ে উঠে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, শিকারি যেন শিকারের নাগাল পেয়ে গেছে সেইরকম উৎসাহব্যঞ্জক হাবভাব হোম্‌সের তখন। বাতিটা নিতান্ত সাধারণ গোছের হলেও সেটা খুব খুঁটিয়ে দেখলেন। তেলের আঁধারটার মাপজোক নিলেন। চিমনির উপরের ঢাকনাটা আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করলেন, উপরে জমে থাকা চাই কিছুটা বেঁছে নিয়ে খামে পুরে পকেট বইয়ের ভিতরে রাখলেন। ডাক্তার, পুলিশ এসে গেল ইশারায় যাজককে ডেকে নিয়ে মাঠে চললেন। ওয়াটসন হোম্‌স্‌কে অনুসরণ করে মাঠে এলেন।

এতোক্ষণে হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন। খুশিমনে বললেন,—তাঁর অনুসন্ধান একেবারে ব্যর্থ হয় নি। পুলিশের সঙ্গে আলোচনার জন্যে থাকতে পারছি না মি. রাউন্ড হে। আমার নাম করে ইন্সপেক্টরকে বলবেন শোবার ঘরের জানলা আর বসবার ঘরের বাতিটার ওপর বেশি নজর দিতে। প্রত্যেকটা থেকে কিছু কিছু নিশানা পাওয়া যাবে। আর দুটো মিলিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাবে। পুলিশের আর কিছু যদি জানার থাকে তাহলে তাদের কেউ যেন আমার বাংলোয় গিয়ে দেখা করে। তাহলে ওয়াটসন এবার চলো।

বাড়ি ফিরে পুরো তিনটে দিন ধরে হোম্‌স্ নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। মারা যাবার দিন মার্টিমার ট্রেগেন্নিসের ঘরে যেরকম বাতি ছিল ঠেক সেইরকম একটা বাতি কিনে এনে সেটায় ট্রেগিন্নিসের বাতিতে যে তেল ছিল সে তেল ভরলেন। এ তেল কতোক্ষণ জ্বলে সেটা পরখ করলেন। তারপর একটু বেয়াড়া রকমের একটা পরীক্ষা করলেন। এ পরীক্ষার মধ্যে ঝুঁকি ছিল জীবনে। ওয়াটসনও এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন—তা ভুলতে পারেন নি এখনো।

হোমস বললেন, আমার সিদ্ধান্ত এই যে, দুই দুইবার অদ্ভুত রকম বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই আগুন জ্বলেছে। প্রথমবার আগুনে জ্বলা হয়েছিল শীত নিবারণের জন্যে, আর দ্বিতীয়বার ঘরে বাতি জ্বলছিল। অর্থাৎ বাতি জালাবার সঙ্গেড় বিষক্রিয়া শুরু বা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির সম্পর্ক আছে। অন্তত ধরে নেয়া যেতে পারে—আগুন এমন কিছু পোড়ানো হয়েছিল, যাতে দু-দুবারই অদ্ভুত বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। কেমন, ঠিক তো? প্রথমবার অর্থাৎ ট্রেগেন্নিসের আপনজনদের বেলায়, জিনিসটা আগুনে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। জানলা বন্ধ থাকলেও ফায়ার প্লেসের চিমনি দিয়ে কিছু ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়াতে ক্ষতি দ্বিতীয় ঘটনার তুলনায় কম হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ প্রায় ছিলই না। তাই ফলটাও হয়েছিল মারাত্মক। প্রথম ঘটনায় শুধু মিস ব্রেন্ডার মারা গেছেন, বেশি স্পর্শকাতর বলেই হয়তো। আর অন্যেরা পাগল হয়ে গেছেন, সাময়িকভাবে না চিরতরে তা ঠিক জানি না। তবে সেটাই ভেষজটির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয়বার ওষুধটি পুরোমাত্রায় কাজ করেছিল। তাহলে, ওয়াটসন তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে, দু'টো ঘটনাতেই প্রমাণিত হলো, যেটা প্রয়োগ করা হয়েছিল সেটা কার্যকরী হয়ে ওঠে দহনক্রিয়ার মাধ্যমেই। এ ব্যাপারে আমি জানতে পারলাম মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের বাড়িতে ঢুকে চিমনির ওপরের ঢাকনিটার ওপর পরতে পরতে জমে থাকা কিছু কিছু ছাই আর কানার কাছাকাছি বাদামি রঙের কিছু গুঁড়ো দেখে, যেটা পুড়ে যায়নি। তুমি তখন নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, সে গুঁড়োর কিছুটা আমি খামে ভরে নিয়েছিলাম।

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন—অর্ধেকটা কেন?

হোমস বললেন—দেখো ওয়াটসন, সরকারি পুলিশের কাজে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয় বলে মনে করি। তাই সাক্ষ্য প্রমাণ যা পাই, সেটা রেখেছি ওদের জন্যেও। বিষের কিছুটা তাই ঢাকনির ওপরেই রাখা ছিল যাতে সাধ্যমতো সেটা ওরা কাজে লাগাতে পারে। এবার আমাদের বাতিটা জ্বালা আছে দেখে নাও। আমাদের পরীক্ষায় জানালাটা খোলা রাখতে হবে। তুমি হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে খোলা জানলাটার কাছে বসবে—আর যদি অকালে আমরা মারা না যাই তাহলে আমরা পরীক্ষাটার ফল বুঝতে পারব। আর আমার এই চেহারাটা তোমার বিপরীত দিকে মুখোমুখি থাকবে তাহলে বিষ থেকে দূরত্ব দুজনের সমান হবে। এই ব্যবস্থায় আমরা দুজনেই একে অন্যের ওপর লক্ষ রাখতে পারব, আর যদি ভাবগতিক খারাপ ঠেকে তো পরীক্ষায় ছেদও টানতে পারা যাবে। বুঝলে তো ব্যাপারটা? তাহলে এখন, পাউডার যতোটা আছে খাম থেকে বের করে ঢাকনিটার ওপর ঢেলে ফেলা যাক। তারপর এসো আমরা বসে পড়ে দেখি কী হয়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বসতেই একটা গাঢ় কস্তুরীর মতো গন্ধ নাকে এলো। গন্ধটায় কি রকম যেন বমি বমি আসে। গন্ধটার প্রথম ঝাপটাতেই মস্তিষ্ক আর কল্পনার ওপর কর্তৃত্ব চলে গেল। গন্ধটার প্রথম ঝাপটাতেই মস্তিষ্ক আর কল্পনার ওপর কর্তৃত্ব চলে গেল। একটা একটা ঘন কালো মেঘ চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো। ঐ মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কোনো অজানা বিভীষিকা, বিশাল বীভৎস অমঙ্গলময় কিছু লাফিয়ে পড়ে অবশ ইন্দ্রিয়গুলোকে আয়ত্ত করে ফেলছে। কালো মেঘরাশির মধ্যে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিরা ভেসে বেড়াচ্ছিল, প্রত্যেকটিই ভয়ের উদ্রেক করে এবং আরও ভীষণ কিছুর আভাস বয়ে আনছিল, যার ছায়ামাত্র দেখলেও আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়! একটা ভয় ওয়াটসনকে পেয়ে বসেছিল।

আতঙ্কে তিনি যেন জমে যাচ্ছিলেন—চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, মুখটা হাঁ হয়ে যাচ্ছিলো তার আর জিভ শুকিয়ে কাঠ। মাথার মধ্যে এমন একটা আলোড়ন হচ্ছিল যেন, শিরা-টিরা কিছু একটা ছিঁড়ে যাবেই। ওয়াটসন জোরে চিৎকার করতে চাইলেন কিন্তু বেরিয়ে এলো ভাঙা কর্কশ একটা আওয়াজ। ওয়াটসন মরিয়া হয়ে মুক্তিলাভের চেষ্টায় জোর করে নৈরাশ্যের মেঘটা ছিঁড়ে ফেলে হোম্‌সের দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন, হোম্‌সের মুখটা ফ্যাকাশে আড়ষ্ট, ভয়-বিকৃত—ঠিক যেমনটি দেখা গেছিল মৃত লোকগুলির মুখে। এই দেখে মুহূর্তে ওয়াটসন কাণ্ডজ্ঞান আর শক্তি ফিরে পেলেন। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে হোম্‌স্‌কে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দুজনে টলতে টলতে দরোজা দিয়ে বেরিয়েই ঘাসের উপর ধড়াস্‌ করে পড়ে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ ওরা পাশাপাশি শুয়ে রইলেন। ওদের মনের গভীর থেকে ভয়টা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে কুয়াশার মতো। আরও কিছু পরে ওরা একেবারে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

দেখতে দেখতে হোমস আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আধা রসিক আধা নিস্পৃহ ব্যক্তিত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। বললেন,—আমাদের আর নোতুন করে পাগল হবার কী দরকার বলো। যখনই আমরা এ পরীক্ষা ঠিক করেছিলাম, তখনই তো পাগলামির ভূত আমাদের চেপেছিল ধরে নেওয়া যায়। তবুও স্বীকার করছি, পরীক্ষার ফলটা এতো দ্রুত ও সাঙ্ঘাতিক হবে বুঝতে পারিনি। তারপর দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে জ্বলন্ত বাতিটা লম্বা হাতে ধরে কাটা গাছের ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলেন—ঘরটায় একটু হাওয়া খেলতে দেওয়া যাক। শোচনীয় ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটেছে, আশা করি সে সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—আমি নিঃসন্দেহ।

উদ্দেশ্যটা কিন্তু আগে মতো ধোঁয়াটে রয়ে গেল। এসো এই ছায়াঘেরা জায়গাটায় বসে বিষয়টা আলোচনা করা যাক। হোম্‌স্‌ বললেন—প্রথম ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে মর্টিমার ট্রেগেন্নিস লোকটাকেই দোষী ধরে নেওয়া যায়, যদিও আবার দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনায় তিনিই হলেন বলি। মনে রাখতে হবে, প্রথমত পারিবারিক একটা কলহের কথা শোনা গেছে, পরে নাকি সেটা মিটমাটও হয়ে যায়। ঝগড়াটা কতোটা তীব্র ছিল বা মিটমাটটা কতোটা আন্তরিক ছিল বলতে পারছি না। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের কথায় মনে পড়ে, তার ধূর্ত শিয়ারের মতো মুখখানা আর চশমার আড়ালে চমচকে কুঁতকুঁতে চোখদুটো দেখে তাকে খুব একটা ক্ষমাশীল চরিত্রের লোক বলে আমার মনে হয় নি। তারপর ধরো, বাগানে কেউ চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল এই ধারণাটাও তারই সৃষ্টি আর এটার জন্যে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও আমাদের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। এভাবে আমাদের বিপথে চালিত করবার পেছনে তার মতলব কাজ করছিল। আর ছেড়ে চলে যাবার আগে গুঁড়ো জিনিসটা যদি সেই-ই আগুনে ছড়িয়ে না দিয়ে থাকে তবে আর কার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব? সে চলে যাবার পরেই ব্যাপারটা ঘটে। অন্য কেউ এসে থাকলে পরিবারের লোকেরা টেবিল ছেড়ে অন্তত উঠে দাঁড়াত, এবং কর্নওয়ালের মতো নির্জন জায়গায় রাত দশটার পরে অতিথি অভ্যাগত আসে না। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, সাক্ষ্য প্রমাণ মর্টিমার ট্রেগেন্নিসকেই অপরাধী বলে চিহ্নিত করছে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে তার নিজের মৃত্যুটা কি আত্মহত্যা?

হোমস বললেন,—সেটা একেবারে অসম্ভব বলেও মনে হয় না ওয়াটসন। নিজের পরিবারের লোকজনকে এই বিপদে ফেলার জন্যে অপরাধ বোধ জেগে উঠলে অনুশোচনার তাড়নায় আত্মহত্যা করাও সম্ভব। কিন্তু এরকম সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কতোকগুলো অকাট্য যুক্তি রয়েছে সৌভাগ্যের কথা, ইংল্যান্ডে এমন একজন আছেন যিনি এ ব্যাপারের সব কিছুই জানেন। তাঁর নিজের মুখ থেকে কথাগুলো যাতে আজ বিকেলে শুনতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করেছি।

ওহো, উনি দেখছি একটু আগেই এসে গেছেন। দয়া করে এদিকটায় আসবেন ডা. লিও স্টার্নডেল। একটা রাসায়নিক পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম বলে ঘরের ভিতরটায় আপনার মতো বিশিষ্ট অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানাবার মতো অবস্থায় নেই।

আগেই বাগানের গেটটা খোলার শব্দ পেয়েছিলাম, এখন দেখলাম পথ ধরে এগিয়ে আসছেন জাঁদরেল চেহারার বিখ্যাত আফ্রিকার সেই অভিযাত্রী। ওয়াটসনরা যেখানে বসেছিলেন সেই গাছগাছালি ঘেরা জায়গাটার দিকে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি অগ্রসর হলেন।

আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন মি. হোম্‌স্? ডা. স্টার্নডেল বললেন—ঘন্টাখানেক আগে আপনার চিঠিটা পেয়েই আসছি, যদিও জানি না, আপনার এই পরোয়ানা মেনে নিলাম কেন?

হোমস বললেন—আপনি চলে যাবার আগেই আশা করছি সে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবুও আপনি যে দয়া করে এসেছেন সেজন্যে আমি কৃতার্থ। আসলে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেগুলো বেশ ঘনিষ্ঠভাবে আপনার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে জড়িত, তাই আমরা আলোচনার জায়গাটা এমন বেছেছি যাতে বাইরের কোনো লোক আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনতে না পায়।

ড. স্টার্নডেল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি এমন কি কথা বললেন যা ব্যক্তিগত ভাবে এবং নিবিড়ভাবে আমাকে বিচলিত করতে পারে।

মর্টিমার ট্রেগেন্নিসকে হত্যার ব্যাপারটা—হোম্‌স্ বললেন।

ড. স্টার্নডেলের ভয়াল মুখ রাগে কালো হয়ে উঠলো। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা আর কপালের শিরাগুলোর উত্তেজনায় ফুলে উঠে যেন জট পাকিয়ে গেল। ঘুসি বাগিয়ে তিনি হোম্‌সের দিকে তেড়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলেন, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে নিরুত্তাপ ঋজু শান্ত ভাব অবলম্বন করলেন, কিন্তু এটা যেন আগেকার মেজাজী বিস্ফোরণের চেয়েও সাজ্ঘাতিক। বললেন, আমি বর্বরদের মধ্যে, আইনের আওতার বাইরে এতো দীর্ঘদিন কাটিয়েছি যে আমার একটা ধারণা হয়ে গেছে, আমি যা করি তাই-ই আইন। কথাটা মনে রাখলে ভালো করবেন মি. হোমস কারণ আপনার অনিষ্ট করার ইচ্ছে আমার নেই।

হোম্‌স্ বললেন,—আপনারও অনিষ্ট করার মতলব আমার নেই ডা. স্টার্নডেল, আর তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো এই যে, অনেক কিছু জেনও আমি আপনাকেই ডেকে পাঠিয়েছি—পুলিশকে নয়!

স্টার্নডেল আঁতকে উঠলেন। তাঁর দুঃসাহসিক জীবনে বোধ হয় এই প্রথম একটু ভয় পেলেন। হোম্‌সের ব্যবহারে এমন শান্ত শক্তি প্রকাশ ছিল যা অমান্য করা শক্ত। আগন্তুক কিছুক্ষণ যেন তোতলা হয়ে গেলেন। উত্তেজনায় বিশাল হাত দুটো খুলছিলেন আর বন্ধ করছিলেন। শেষপর্যন্ত বললেন, কী বলতে চাইছেন আপনি? এটা যদি ভাঁওতা হয় মি. হোমস তাহলে জেনে রাখবেন আপনার লোক নির্বাচন খুব খারাপ হয়েছে। ঠারে ঠোরে না বলে সোজাসুজি বলুন তো ঠিক কী বলতে চাইছেন?

হোমস বললেন, মি. ট্রেগেন্নিসকে হত্যা করার ব্যাপারে কীভাবে আপনি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন?

ডা. স্টার্নডেল রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে বললেন—বাঃ বাঃ, বলিহারি আপনাকে! এরকম বিরাট ধাপ্পাবাজি দিয়েই এতোদিন সাফল্য অর্জন করেছেন বুঝি?

হোম্‌স্ কঠোরভাবে বললেন, ধাপ্পা তো আমি দিইনি, দিচ্ছেন আপনি! প্রমাণ হিসেবে কতোকগুলো ঘটনার কথা আপনাকে বলছি যার ওপর নির্ভর করেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আপনি প্লিমাথ থেকে ফিরে এলেন, বেশিরভাগ মালপত্তর আফ্রিকার জাহাজে তুলে দিয়ে। সে সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, তবে তা থেকেই আমি ধরে নিয়েছিলাম এই নাটক ফের জমাতে হলে আপনার কথা ভালোভাবেই মনে রাখতে হবে। আর আপনি এখানে এসে জানতে চেয়েছিলেন কাকে আমি সন্দেহ করি। আমি সে প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করি। আপনি তারপর চলে

যান যাজকের বাড়িতে, সেখানে বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষপর্যন্ত নিজের ঘর ফিরে যান।

ডা. স্টার্নডেল বললেন—কী করে জানলেন আপনি? আমি আপনাকে অনুসরণ করেছিলাম, বললেন, হোমস—আর সে রাতটা আপনার অস্থিরতার মধ্যে কেটেছিল, মনে মনে একটা কার্যক্রম ঠিক করে ফেলে পরের দি বেশ ভোরেই সেটা কার্যকর করতে বেরিয়ে পড়েন। দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দরোজা খুলে বের হন আর আপনার গেটের কাছে জমা করে রাখা লাল রঙের কিছু খোয়া পকেটে ভরে নেন।

স্টার্নডেল এ কথায় চমকে উঠে অবাক হয়ে হোম্‌সের দিকে চেয়ে রইলেন। হোমস পুনরায় বলতে শুরু করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিয়ে নিচে বসবার ঘরে নেমে এলেন। আপনি ভিতরে ঢুকলেন। জানলা দিয়ে তারপর চললো আপনাদের সাক্ষাৎকার, অল্পক্ষণের জন্যে। সে সময়টা আপনি ঘরের একদিন থেকে অপর দিক পর্যন্ত পায়চারি করছিলেন। তারপর আপনি বেরিয়ে যান জানলাটা বন্ধ করে, আর বাইরের মাঠে দাঁড়িয়ে একটা চুরুট টানতে টানতে লক্ষ্য করতে থাকেন ভিতরে কী ঘটছে। শেসে ট্রেগেন্নিস মারা গেলে যেমন এসেছিলেন তেমনি চুপিসারে চলে যান। তাহলে বলুন, ডা. স্টার্নডেল, আপনি এ কাজ কেন এবং কী উদ্দেশ্যে করেছেন? যদি ঠিক না বলেন বা আমার কথা উড়িয়ে দিতে চান তাহলে জেনে রাখুন, জিনিসটা চিরতরে আমার হাতের বাইরে চলে যাবে।

অভিযোগ শুনে ডা. স্টার্নডেলের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ তিনি চিন্তা করে নিলেন। তারপর হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বুকপকেট থেকে একটা ফোটো বের করে ছুড়ে দিলেন হোমসের দিকে। এই এর জন্যে আমি একাজ করেছি।

ছবিটায় দেখা গেল সুন্দরী মিস্ ব্রেন্ডার ছবি!

ডা. স্টার্নডেল বললেন—হ্যাঁ, এটি মিস্ ব্রেন্ডার ট্রেগেন্নিসের ছবি। অনেক বছর ধরেই আমি ওকে ভালোবেসেছি। ওর জন্যেই আমি কর্নওয়ালে এসে নির্জন বাস করেছি, কারণটা অজ্ঞাত ছিল বলে অনেকেই এতে বিস্মিত হয়েছে। আমার স্ত্রী বর্তমান থাকায় আমি ওকে বিয়ে করতে পারি নি। অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও ইংল্যান্ডের হতচ্ছাড়া আইনের জন্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায়নি। অনেক, অনেকদিন ব্রেন্ডার আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল এবং আমিও করেছিলাম—কিন্তু হায়, সে প্রতীক্ষার এই কিনা ফল! তাঁর বিশাল শরীরটা রুদ্ধ কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তিনি সাদা-বাদামি দাড়ির নিচে নিজের গলাটা চেপে ধরলেন। তারপর অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে বলে চললেন,—যাজক জানতেন আমদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কের কথা, সেইজন্যেই যাজক মি. রাউন্ড হে আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। যখন জানতে পারলাম আমার প্রেমাস্পদের এই নিষ্ঠুর নিয়তির কথা তখন মালপত্র, আফ্রিকা সব তুচ্ছ হয়ে গেল আমার কাছে। মি. হোমস এ হলো আমার গোপন কথা।

হোম্‌স্ বললেন,—বলে যান ডা. স্টার্নডেল—আরও ঘটনা বাকি আছে—

ডা. স্টার্নডেল পুনরায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কেট থেকে কাগজের একটা প্যাকেট বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। প্যাকেটটার ওপর লেখা ছিল ল্যাটিন ভাষায় "র‍্যাডিক্স পেডিস ডায়াবোলি" আর নিচে লাল লেবেলে লেখা ছিল—জিনিসটা বিষ। উনি ওটা ওয়াটসনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, মশায় তো যতোদূর জানি একজন ডাক্তার, তা আপনি কি এ জিনিসটার নাম শুনেছেন?

ওয়াটসনের মুখ থেকে যখন 'না' শুনলেন তখন ডা. স্টার্নডেল বললেন, এই 'না' শোনাটা আপনার পেশাগত জ্ঞানের ওপর কোনও কটাক্ষ নয়। এই শেকড়টার নাম 'শয়তানের পা'। বুডা-র পরীক্ষাগার ছাড়া ইওরোপে আর কোথাও এর নমুনা নেই। তাছাড়া ভেষজ বিজ্ঞানে বা বিষতত্ত্বের আলোচনায় এটা এখনও স্থান করে নিতে পারে নি। শেকড়টা দেখতে কিছুটা মানুষের পা আবার কিছুটা ছাগলের পায়ের মতো। তাই কোনও উদ্ভিদবিজ্ঞানী ধর্মপ্রচারক এই

নামকরণ করেছেন। পশ্চিম আফ্রিকার কোনও কোনও জায়গার ওঝারা, অপরাধীদের এই বিষ দিয়ে দোষী কিনা পরীক্ষা করে থাকেন আর বিষটা সম্বন্ধে বেশ গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেন। এই নমুনাটা ওবাঙ্গীদের এলাকায় এক অতি অদ্ভুত ঘটনাচক্রে আমার হাতে আসে। বলতে বলতে তিনি মোড়কটা খুলে বসলেন। দেখা গেল লালচে বাদামি রঙের নস্যির মতো বেশ খানিকটা গুঁড়ো।

হোমস এবার কঠোরভাবেই প্রশ্ন করলেন—তারপর?

হ্যাঁ, মি. হোমস, আমি বলছি ঠিক যা যা ঘটেছিল। আপনি এতোটাই যখন জানেন, যে আমার নিজের স্বার্থের পুরোটা আপনার জানা দরকার। ট্রেগেন্নিস পরিবারের সঙ্গে আমার যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তা আগেই বলেছি। বোনের খাতিরেই ভাইয়েদের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব ছিল। পয়সাকড়ির ব্যাপারে পরিবারে একটা বিবাদ দেখা যায় যার ফলে এই মর্টিমার লোকটার সঙ্গে অন্যান্যদের মন কষাকষি হয়। পরে একটা মিটমাট হয়ে গেছিল বোধ করি। তাই অন্যান্যদের মতো এরও সঙ্গে মেলা মেশা করতাম। লোকটা ধূর্ত ছিল, সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন আর কুচুটেও ছিল। সপ্তাহ দুই আগে ও আমার বাড়িতে আসে। সে সময় আফ্রিকার অনেক মজার জিনিস ওকে দেখাই। তারমধ্যে এই গুঁড়োটাও দেখাই আর গুণাগুণের কথা বলি। বলি, কেমন করে এটা প্রয়োগ করলে মস্তিষ্কের ভয়জাগানো কেন্দ্রটা উদ্দীপিত হয়ে। আর যে হতভাগ্যকে আফ্রিকার ওঝারা এটা দিয়ে পরীক্ষা করেন সে পাগল হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে। আমি একথাও জানিয়েছিলাম ইওরোপীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে এর বিষক্রিয়া ধরা যায় না। কি করে ও এটা হস্তগত করে তা বলতে পারবো না, আমার মনে হয় যখন আমি আলমারি খুলছিলাম বা নীচু হয়ে বাক্সগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখনি ও কিছু পরিমাণ গুঁড়ো বিষ হাতিয়ে নেয়। আমার বেশ মনে পড়ছে, কী পরিমাণ দিতে বা কতোক্ষণে এটা কাজ করে খুঁটিয়ে আমার কাছে জেনে নিয়েছিল, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি ঐসব প্রশ্নের পেছনে কোনোও ব্যক্তিগত দুরভিসন্ধি রয়েছে।

প্লিমাথে যাজকের টেলিগ্রাম পাওয়ার আগে পর্যন্ত আর এসব কথা মনে হয় নি। বদমাসটা ভেবেছিল খবর পাওয়ার আগেই আমার সমুদ্র যাত্রা শুরু হয়ে যাবে। আর বছরের পর বছর আমি আফ্রিকায় বেপাত্তা হয়ে থাকবো। যাজকের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলাম। ঘটনার খুঁটিনাটি শুনেই ঠিক বুঝতে পারলাম যে, এ বিষটাই ব্যবহার করা হয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম এই ভেবে, যদি ঘটনার অন্য কোনো ব্যাখ্যা আপনার মাথায় এসে থাকে। কিন্তু সেরকম কোনো হদিস পেলাম না। আমার স্থির বিশ্বাস হলো মর্টিমার ট্রেগেন্নিসই হত্যাকারী। টাকার জন্যে—পরিবারের অন্য লোকেরা পাগল প্রমাণিত হলে এজমালি সম্পত্তির মালিক সে হবে এই ভেবেও হয়তো শয়তানটা শেকড় চূর্ণ প্রয়োগ করেছিল। ফলে ভাই দুজন পাগল হয়ে গেল আর বোন তো মারাই পড়ল। আমি হারালাম, আমার একমাত্র ভালোবাসার ধনকে। এই হল ওর অপরাধ। কিন্তু কী শাস্তি হবে এই অপরাধের, আমি কী আইনের আশ্রয় নেব? কিন্তু প্রমাণ করব কী করে? আমি না হয় জানি তথ্যগুলি সত্য কিন্তু আমাদের দেশের জুরিকে কি এই অদ্ভুত ঘটনা বিশ্বাস করানো যাবে? হয়তো যাবে, কিংবা যাবে না, কিন্তু বিফল হলে তো চলবে না? আমার প্রাণ চাইছে প্রতিশোধ, বদলা। তাই আমি নিজের হাতেই আইন তুলে নিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের হাতেই ওকে শাস্তি দেবো। এই হল আমার কাহিনী মি. হোমস। কোনও স্ত্রীলোককে ভালোবেসে থাকলে এ অবস্থায় আপনিও এরকমটা করতেন। যাহোক আমি নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি যা করতে চান করতে পারেন। আমি আগেই বলেছি, এমন কেউ বোধহয় নেই যার প্রাণের ভয় আমার চেয়ে কম।

হোমস চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী করবেন ঠিক করেছিলেন?

আমার ইচ্ছা ছিল মধ্য-আফ্রিকায় গিয়ে ডুব মারা। সেখানকার কাজ এখনো অর্ধেক বাকি।

হোমস বললেন—ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। আপনাকে মুক্তি দিলাম। যান আফ্রিকায় গিয়ে বাকি কাজটা শেষ করুন।

উইস্টেরিয়া লেজ

মাপা পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল। পরমুহূর্তেই লম্বা, গাট্টাগোট্টা, গম্ভীর প্রকৃতির এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন শার্লক হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের ঘরটিতে। ড. ওয়াটসন আর মি. হোম্‌স্‌ এতোক্ষণ এই ভদ্রলোকটির বিষয়েই আলোচনা করছিলেন। ভদ্রলোক এসে বসতে না বসতেই সরাসরি তিনি কাজের কথা তুললেন। বললেন মি. হোম্‌স্‌ এক অত্যন্ত আশ্চর্য ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। জীবনে কখনো আমি এরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়িনি। অত্যন্ত অপমানকর—সম্পূর্ণ অর্থহীন এই পরিস্থিতির সমাধান চাই। দারুণ ক্রোধে তিনি ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন, মি. হোম্‌স্‌ তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ভদ্রলোক বললেন, ব্যাপারটা এমন নয় যে পুলিশের সাহায্য নেওয়া যায়, অথচ শুনলে আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, যে ব্যাপারটাকে ঠিক ওখানেই ছেড়ে দেওয়া চলে না।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন কেন আপনি সঙ্গে সঙ্গে আসেন নি? এখন পৌনে দুটো, অথচ টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলেন আপনি ঠিক বেলা একটায়। কিন্তু আপনার সাজসজ্জার দিকে একবার মাত্র তাকালেই আর সন্দেহ থাকে না যে ঘটনাটা ঘটেছে যখন আপনি ঘুম থেকে উঠেছেন তখনই।

মক্কেল ভদ্রলোক এ কথায় একবার এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন মি. হোম্‌স্‌, ওদিকে দৃষ্টি দেবার কথা একবারো মনে হয় নি। আপনার কাছে আসবার আগে একটু খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। বাড়ির দালালদের কাছে গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম মি. গার্সিয়ার ভাড়া ঠিকমত দেওয়া আছে গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম মি. গার্সিয়ার ভাড়া ঠিকমত দেওয়া আছে। এবং উইস্টেরিয়া লজ-এ সব কিছু ঠিক ভাবেই চলছে। যাই হোক আপনি ব্যাপারটা দয়া করে শুনুন, তারপর নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এভাবে বেরিয়ে পড়াটা হয়তো একেবারে ক্ষমার অযোগ্য নয়।

হঠাৎ বাইরে একটা তাড়াহুড়োর শব্দ শোনা গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস হাডসন দুই জন পুলিশ কর্মচারীকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলেন। একজন হোম্‌স্‌দের অতিপরিচিত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্‌স্পেক্টর গ্রেগসন, অত্যন্ত উৎসাহী, সাহাসী ও সীমিতভাবে করিৎকর্মাই বলা যেতে পারে। সঙ্গী ইন্সপেক্টর মি. বেইনস্‌-এর সঙ্গে হোম্‌স্‌-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আমরা একসঙ্গে শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছি মি. হোম্‌স্‌ এবং খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌছেছি। তারপর বুলডগের দৃষ্টিতে হোম্‌সের মক্কেলটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো লী-র পপহ্যাম হাউসের মি. জন স্কট একলেস্‌!

মক্কেল ভদ্রলোকটি বললেন, হ্যাঁ।

গ্রেগসন বললেন—সারাটা সকাল আমরা আপনার পিছু পিছু ঘুরছি।

হোম্‌স্‌ বললেন, টেলিগ্রামটা থেকেই নিশ্চয়ই আপনারা ওঁর পাত্তা পেয়েছেন?

গ্রেগসন বললেন, হ্যাঁ মি. হোম্‌স্‌ আপনি ঠিকই ধরেছেন, চেয়ারিং ক্রস পোস্ট অফিসে আমরা সূত্র পাই, তাই ধরেই এখানে এসে পৌছেছি।

মক্কেল ভদ্রলোকটি বললেন—কিন্তু আপনারা কেন আমার পিছু নিয়েছেন তা জানতে পারি কী?

মি. গ্রেগসন বললেন, গতরাতে এশার-এর কাছাকাছি উইস্টেরিয়া লজ-এর মি. অ্যালসিয়াস গার্সিয়ার মৃত্যু কী কী ঘটনা পরম্পরায় ঘটেছে সে বিষয়ে আপনার বিবৃতি আশা করছি।

বিস্ফারিত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক—বিস্ময় বিমূঢ় মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল। বললেন, কী বললেন, মারা গেছেন—মারা গেছেন তিনি?

ইন্সপেক্টর মি. বেইনস্ বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকে খুন করা হয়েছে। মৃতের পকেটে আপনার লেখা একটা চিঠি পাওয়া গেছে—যা থেকে আমরা জানতে পারি যে গত রাতটা আপনি ওঁর ওখানেই কাটাবেন স্থির করেছিলেন।

মি. জন স্কট এক্লেস বললেন—হ্যাঁ, তা করেছিলাম বটে। তাই নাকি? এই বলে গ্রেগসন তাঁর পুলিশি নোটবুকটা বার করলেন।

শার্লক হোম্স্ বললেন, দাঁড়াও, গ্রেগসন, তুমি তো একটা সোজাসুজি বিবৃতি চাও, তাই না?

হ্যাঁ, এবং আমার কর্তব্য হলো মি. স্কট এক্লেসকে সাবধান করে দেওয়া যে, তাঁর এই বিবৃতি তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করা না যেতে পারে।

হোম্স্ বললেন, মি. একলেস্ তেমনই একটা বিবৃতি দিতে যাচ্ছিলেন যখন তোমরা এলে। একটু ব্র্যান্ডি আর সোডা খেলে বোধহয় ওঁর ভালোই হবে এখন। আচ্ছা, মি. একলেস্ আপনি নিশ্চিন্তে বলুন, যেমনটি এঁরা না থাকলে যেভাবে বলতেন। নিন্ একটু ব্র্যান্ডি খান দেখবেন ভালো লাগব।

মক্কেল ভদ্রলোক মানে মি. একলেস্ ব্র্যান্ডি খেয়ে নিয়ে চাঙ্গা হয়ে বলতে শুরু করলেন—প্রথমেই বললেন, আমি চিরকুমার এবং মিশুকে বলে আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অনেক। একটু থেমে গিয়ে বললেন, আমার অনেক বন্ধুর মধ্যে মি. মেলভিল নামে এক অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোকও আছেন। সে মদের ব্যবসা করে। থাকেন কেনসিংটনের অ্যাডমিরাল ম্যানশনে। তারই বাড়িতে কয়েক সপ্তাহ আগে গার্সিয়া নামে এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়। ক্রমশঃ এই তরুণটির সঙ্গে আমার রীতিমত একটা বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিল। প্রথম থেকেই যেন ওঁর আমাকে ভালো লেগে যায়। এবং আলাপের দুই দিনের মধ্যেই তিনি লী-তে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এইভাবে ঘনিষ্ঠ হতে হতে শেষ পর্যন্ত তিনি আমায় নিমন্ত্রণ করেন তাঁর বাড়ি উইস্টেরিয়া লজ-এ। এটি হলো এশার আর অক্সকাটের মাঝামাঝি। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্যেই কাল সন্ধ্যেয় আমি সেখানে গেছিলাম।

প্রথমদিনেই তিনি তাঁর হাঁড়ির খবর বলেছিলেন। তাঁরই দেশের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে বাস করতেন তিনি। সমস্ত কাজই সে করত। লোকটি ইংরাজি বলতে পারত, আর ছিল একজন ভালো রাঁধুনি, লোকটি দো-আঁশলা, দেশ ভ্রমণের সময় তিন তাকে পেয়েছিলেন। চমৎকার ডিনারের ব্যবস্থা করতে পারত সে। মনে পড়ে উনি বলেছিলেন, ওঁর গৃহস্থালি অতি অদ্ভুত, যদিও অবশ্য আসলে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যতোটা বলেছিলেন তার থেকে অনেক বেশি অদ্ভুত তা।

এশার থেকে মাইল দুই দক্ষিণে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে গেলাম তার বাড়ি। বাড়িটা যেমন পুরোনো তেমনি জীর্ণ। দাগ ধরা দরোজার কাছে ঘাস-গজানো রাস্তায় এসে যখন গাড়িটা দাঁড়াল মনে হলো, যাকে এতো অল্প চিনি তার কাছে এভাবে না এলেই বোধহয় ভালো ছিল।

যাত্রা হোক। তিনি নিজেই দরোজা খুলে আমাকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। এক গোমড়ামুখো কালচে রঙের ভৃত্যের জিম্মায় আমাকে দিয়ে দিলেন, আর সে আমার ব্যাগটা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়ে আমাকে শয়নকক্ষে নিয়ে গেল। সর্বত্র যেন একটা বিষাদের ভাব। ডিনারের সময় বেশ কথাবার্তা হলো বটে, কিন্তু গৃহস্বামী মনোরম আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করলেও মনে হলো যেন তাঁর সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কথাবার্তাও তাঁর কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হলো। তিনি ক্রমাগত টেবিলে আঙুল ঠুকছেন আর নখ খুঁটছেন একটা নার্ভাস আর অস্থিরতার ভাব ফুটে উঠেছিল তার সারা শরীরে। ডিনারের রান্না বা পরিবেশন কোনোটাই ভালো হলো না, এবং গোমড়া মুখো ভৃত্যটির উপস্থিতি যেন আরও অস্বাচ্ছন্দের সৃষ্টি করল। বলতে কী, সেদিন সন্ধ্যায় অনেকবার আমার ইচ্ছে হয়েছিল কোনো একটা ছুতো করে লিতে

ফিরে যাই।

একটা কথা আমার মনে পড়ছে যা আপনাদের তদন্তে সাহায্য করতে পারে, যদিও সেটা তখন আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। ডিনার যখন শেষ হয়ে এসেছে, ভৃত্যটি এসে একটা চিরকুট গৃহস্বামীর হাতে দিল। লক্ষ্য করলাম, সেটা পড়ে ভদ্রলোক আরো অস্থির হয়ে উঠলেন, কথাবার্তা চালানোর আর কোনো চেষ্টাই করলেন না। নিজের চিন্তায় ডুবে কেবল সিগারেটের পর সিগেরেট টেনে চললেন, কিন্তু তবুও তিনি চিঠিটার কোনো উল্লেখই করলেন না। রাত এগারোটা নাগাদ আমি যখন শুয়ে পড়েছিলাম, কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার দরোজা দিয়ে উঁকি মারলেন, জিজ্ঞাসা করলেন আমি ঘণ্টা বাজিয়েছিলাম কিনা। আমি বললাম, কই নাতো! তখন তিনি বললেন, রাত প্রায় একটা, আর মাফ্ চাইলেন, এতো রাতে আমাকে বিরক্ত করার জন্যে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্যের আলো জানলা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছে। হাতঘড়িতে দেখলাম, বেলা প্রায় ন-টা লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে ভৃত্যের জন্যে ঘণ্টা বাজালাম। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। তাছাড়া আমি তাকে কাল রাতে বিশেষ কের বলে দিয়েছিলাম, যেন আটটার সময় আমাকে ডেকে দেওয়া হয়। তাই অমন একটা ভুলের জন্যে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। আবার ঘণ্টা বাজালাম তবুও কোনো সাড়া পেলাম না। মনে হলো, নিশ্চয়ই ঘণ্টাটা খারাপ। তখন আমি জামাকাপড়গুলো কোনো রকমে তুলে নিয়ে অত্যন্ত বদ মেজাজে নিচে নেমে এলাম একটু গরম জলের জন্যে। কোথাও কাউকে দেখতে না পোয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। হল-এ গিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম, তাতেও কোনো উত্তর নেই। তখন আমি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। গতরাতে গৃহস্বামী তাঁর শয়নকক্ষটা আমাকে দেখিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে দরোজারয় শব্দ করলাম। ঘরে কেউ নেই, এবং বিছানায় শয়নেরও কোনো চিহ্ন নেই। মনে হলো সকলের সঙ্গে তিনিও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। বিদেশী গৃহস্বামী বিদেশী ভৃত্য, বিদেশী রাঁধুনি সব উধাও! উইস্টেরিয়া লজ-এ আমার কাহিনীর এইখানেই শেষ।

হাতে হাত ঘস্‌তে ঘস্‌তে মুচকি হেসে হোম্‌স্ বললেন—যা দেখছি, তাতে আপনার এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অসাধারণ বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তারপর? তারপর কী করলেন আপনি?

ভদ্রলোক পুনরায় বলতে শুরু করলেন—আমি তো সাংঘাতিক রেগে গেলাম। প্রথমটায় মনে হয়েছিল একটা একটা ইতর রসিকতা। জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে আমি দড়াম্ করে দরোজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম অ্যালান ব্রাদার্সের ওখানে গ্রামের বাড়ির দালাল হিসেবে যাঁরা প্রধান, এবং শুনলাম যে বাড়িটা তাঁদের কাছ থেকেই ভাড়া নেওয়া হয়েছে। তখন আমার মনে হলো, তাহলে এতোটা কাণ্ড কেবলমাত্র আমায় বোকা বানাবার জন্যেই নয়, নিশ্চয়ই ভাড়াটা ফাঁকি দেওয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু সে ধারণাটাও টিকল না। কারণ কথাটা তুললে ওঁরা আমাকে জানালেন যে ভাড়াটা অগ্রিমই দেওয়া আছে। তখন শহরে গিয়ে স্পেনীয় দূতাবাসে গিয়ে খোঁজ করলাম। কিন্তু সেখানে দেখলাম কেউই তাঁকে চেনে না। সেখান থেকে গেলাম মেলভিলের ওখানে, যাঁর বাড়িতে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কিন্তু দেখা গেল তিনি তাঁকে আমার চেয়েও কম চেনেন। আর শেষ পর্যন্ত মি. হোম্‌স্ টেলিগ্রামের উত্তর পেয়ে আমি আপনার কাছে আসি। কারণ শুনেছিলাম মানুষ অসুবিধায় পড়লে আপনি তাদের সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু ইন্সপেক্টর, আপনি বলছেন সে আমার এই বিবৃতি নথিভুক্ত হতে পারে এবং এও শুনলাম যে এক অত্যন্ত বিয়োগান্তক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। নিশ্চিত জানবেন যে আমি যা বললাম এ সবই নিছক সত্য, এবং এই ভদ্রলোকের পরিণতি সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এবং এ বিষয়ে আমি আদালতে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

অত্যন্ত বিনীতভাবে গ্রেগসন বললেন, আমার আর কোনো সন্দেহই নেই। আমি স্বীকার করছি যে আমরা যেটুকু জেনেছি তার সঙ্গে আপনার এই বিবৃতির প্রচুর মিল আছে। যেমন ধরুন, ডিনারের সময়ে যে চিঠিটা এসেছিল, সেটার কী হয়েছিল লক্ষ্য করেছেন কী? হ্যাঁ

গার্সিয়া সেটা পাকিয়ে আগুনে ফেলে দিয়েছিলেন—মি. এক্‌লেস বললেন।

আপনি কি বলেন, মি. বেইনস্?

গ্রাম্য গোয়েন্দা ভদ্রলোকটি লালমুখো মোটাসোটা, শক্ত সমর্থ এবং নির্বোধই মনে হতে পারত যদি গালের ভাঁজ আর ভ্রুর আড়ালে লুকিয়ে থাকা অত্যন্ত উজ্জ্বল দু'টি চোখ না থাকত। হঠাৎ হেসে তিনি একটা ভাঁজ করা রঙ চটা কাগজ পকেট থেকে বার করলেন। বললেন, মি. হোম্‌স্, এটা ছোঁড়বার সময় একটু বেশি জোরে ছোঁড়া হয়েছিল। আগুনের পেছন থেকে আমি এটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

সপ্রশংস ভঙ্গিতে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন, এমন একটা টুকরো কাগজও যখন কুড়িয়েছেন তখন বুঝতে হবে বাড়িটা ভালো করেই আপনি খুঁজেছেন।

মি. বেইনস্ বললেন,—হ্যাঁ তা ঠিক, আমার অভ্যাসই তাই। গ্রেগসন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন, বললেন—সাধারণ ক্রীম লেড কাগজে লেখা—কাগজে জলের ছাপ নেই। ছোট কাঁচি দিয়ে দু-বার কেটে নেওয়া, তিনবার ভাঁজ করা, ও লাল গালা দিয়ে উপবৃত্তাকার কোনো ধ্যাবড়া বস্তুর সাহায্যে তাড়াহুড়া করে সীলমোহর করা। ঠিকানাটায় উইস্টেরিয়া লজ-এর মি. গ্যার্সিয়ার নাম—চিঠিতে লেখা আছে—'আমাদের নিজেদের রঙ, সবুজ আর সাদা, সবুজে খোলা, সাদায় বন্ধ। প্রধান সিঁড়ি, প্রধান বারান্দা, ডানদিকে সপ্তম, সবুজ ঢাকনা। খুব তাড়াতাড়ি—'ডি'। সরু নিব দিয়ে কোনো স্ত্রীলোকের হাতে লেখা, কিন্তু ঠিকানাটা লেখা অন্য কলমে, বা অন্য কারও হাতে লেখা। ওর থেকে বেশি মোটা আর স্পষ্ট—এই যে দেখুন।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে হোম্‌স্ বললেন, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, সন্দেহ নেই। এটা পরীক্ষা করার সময় যেভাবে খুঁটিনাটিগুলো লক্ষ্য করেছেন সেজন্য আপনার তারিফ না করে পারছি না মি. বেইন্‌স্। অবশ্য আরও কয়েকটি খুঁটিনাট বিষয় হয়তো ঐসঙ্গে যোগ করা যেতে পারে, যেমন—উপবৃত্তাকার সীলমোহরটি নিশ্চয়ই কোনোও সাধারণ জামার হাতার বোতাম। আর কাঁচিটা হলো নখ কাটার বাঁকানো কাঁচি চিঠিটার দুই ধারে একটুখানি করে কাটা হয়েছে বটে, কিন্তু তাহলেও দুটোতেই ঈষৎ বাঁকা ভাবটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মি. বেইনস্ হেসে উঠলেন। ঠোঁট চেপে বললেন, ভেবেছিলাম যা কিছু দেখবার সব একেবারে নিংড়ে নিয়েছি, কিন্তু এখন আপনার কথায় মনে হচ্ছে, কিছু বাকি ছিল। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা নারী ঘটিত।

গ্রেগসন বললেন, গার্সিয়ার মৃতদেহ তাঁর বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে অক্সশট কমন-এ পাওয়া গেছে। বালির বস্তা বা ঐ ধরনের কোনো গুরুভার বস্তুর আঘাতে মাথাটা একেবারে গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রথমে তাঁকে পেছন থেকে আঘাত করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার অনেক পরেও আততায়ী তাঁকে আঘাত করে চলেছিল। আঘাত করেছিল প্রচণ্ড ক্রোধের বশে। কোনো পায়ের ছাপ বা অন্য কোনো চিহ্ন আততায়ী রেখে যায় নি।

মি. স্কট এক্‌লেস বললেন আমার ব্যাপারে ঘটনাটা যেমন দুঃখের তেমনি ভয়ঙ্করও বটে। গৃহকর্তার এইভাবে নৈশ অভিযানে বেরোনো এবং তার ফলে এমন মর্মান্তিক ভাবে মারা পড়ার ব্যাপারে আর কীই বা করার আছে। আচ্ছা, এ ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত হচ্ছি কীভাবে?

ইন্সপেক্টর বেইনস বললেন, আপনার চিঠি মৃতের পকেটে পাওয়া গেছে আর সেটাতে লেখা আছে সেই রাতটা আপনি ওঁর ওখানেই কাটাবেন চিঠিটার নাম থেকেই আমরা মৃতের নাম ঠিকানা পাই। আর আজ ভেলা নয়টার পর তাঁর বাড়িতে আপনাকে বা অন্য কাউকে দেখতে না পেয়ে তখন লন্ডনে মি. গ্রেগসনকে টেলিগ্রাম করি আপনাকে পাকড়াও করার জন্যে আর সেই অবসরে উইস্টেরিয়া লজখানা তল্লাস করি।

উঠে দাঁড়ালেন গ্রেগসন। বললেন—ব্যাপারটা, অফিসের নিয়ম অনুযায়ী এগোনোই ভালো। মি. এক্‌লেস চলুন আমাদের সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে চলুন, আপনার বক্তব্য লিখে জানাবেন।

মি. হোম্স্, আপনাকে ছাড়ছি না, মি. এক্লেস বললেন—সত্য উদ্ঘাটনের জন্যে দরকার হলে কোনোরকম কষ্ট বা খরচ করতে ইতস্তত: করবেন না।

হোম্স্ গ্রাম্য গোয়েন্দাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করলে আপত্তি নেই তো?

মি. বেইনস্ বললেন, আজ্ঞে না, বরং বিশেষ সম্মানিত বোধ করব।

হোম্স্ বললেন, লক্ষ্য করেছি, আপনি প্রচুর তৎপরতার সঙ্গে কাজে লেগেছেন। এমন কোনো সূত্র কি পেয়েছেন যাতে করে মৃত্যুর সঠিক সময়টা নির্ণয় করা যেতে পারে?

মি. বেইনস্ বললেন, রাত একটা থেকে আমরা সেখানে ছিলাম। আর তার মধ্যেই বৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ধরা যেতে পারে বৃষ্টি শুরু হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে।

মি. এক্লেস বললেন, অসম্ভব, তাঁর গলার আওয়াজ তো ভুল হবার নয়! আমি শপথ করে বলতে পারি যে ঠিক ঐ সময়েই তিনি আমার শয়ন কক্ষে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

হাসতে হাসতে হোম্স বললেন, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য খবর এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে যে অসম্ভব তা মোটেই নয়।

গ্রেগসন জিজ্ঞাসা করলেন, মি. হোম্স্ আপনি কোনো সূত্র পেয়েছেন না কি?

হোম্স্ মন্তব্য করলেন, আপাত দৃষ্টিতে তো মামলাটাকে খুব জটিল বলে মনে হচ্ছে না, যদিও খানিকটা নোতুনত্ব কিছু কৌতূহলের খোরাক এতে আছে বটে। আরো কিছু খবর না পেলে কোনো সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে না। ভালো কথা মি. বেইন্স, বাড়িটাতে খানা তল্লাসি করে এই চিঠিটা ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু পেয়েছেন?

মি. বেইন্স একাগ্র দৃষ্টিতে হোম্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, দুই একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে, থানার কাজটা সেরে আসি, তখন আপনাকে সব বলছি, আর আপনার মতামতও শোনা যাবে তখন।

ঘণ্টাটা বাজিয়ে হোম্স্ বললেন, এঁরা চলে যাবেন, এঁদের নিয়ে যাও, আর ভৃত্যটিকে দিয়ে টেলিগ্রাম্ করতে পাঠাও। উত্তরের জন্যে পাঁচ শিলিং দিয়ে দেবে।

অতিথিরা চলে গেলে সবাই চুপচাপ। হোম্স্ একের পর এক পাইপ টানতে লাগলেন, তাঁর ভ্রু দু'টি উৎসুক চোখের কাছে নেমে এসেছে, মাথা অভ্যাস মত সামনে ঝোঁকানো। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন বুঝছ বল, ওয়াটসন?

স্কট্ এক্লেসের এই রহস্যের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না—ওয়াটসন মন্তব্য করলেন। আর এ খুনটার ব্যাপারে মনে হচ্ছে, তাঁর সঙ্গদের নিরুদ্দেশ হওয়াটা চিন্তা করলে বুঝতে হবে যে তারাও কোনো না কোনো ভাবে এই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত এবং ধরা পড়ার ভয়েই পালিয়েছে।

হোম্স্ বললেন, সেটা হয়তো সম্ভব। কিন্তু তাহলে ধরে নিতে হবে যে তাঁর দুই ভৃত্য ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ঠিক সেই রাত্রেই তাঁকে হত্যা করল যেদিন বাড়িতে অতিথি রয়েছে। অথচ সেই সপ্তাহের অন্য যে কোনোদিন দিনই তারা ইচ্ছা করলেই তাঁকে হত্যা করতে পারত।

ওয়াটসন বললেন, তাহলে তারা পালাল কেন?

ঠিক, হোমস বললেন, কেন? এই একটা সমস্যা। আর বড় সমস্যা হল, আমাদের মক্কেল মি. স্কট একলেসের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কিন্তু ওয়াটসন, এই দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা কি মানুষের পক্ষে অসম্ভব? এবং সেই সঙ্গে সেই রহস্যময় চিরকুটটার যদি কোনো সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই সেটাকে অন্য প্রকল্প হিসেবে ধরে এগোনো যেতে পারে। এবং যদি পরবর্তী ঘটনাগুলোও এর সঙ্গে মিলে যায় তাহলে হয়তো দেখা যাবে এই প্রকল্পই শেষ পর্যন্ত প্রমাণে পর্যবসিত হয়েছে। প্রথমেই ধরো, স্পেনীয় তরুণটির সঙ্গে মি. স্কট একলেসের ঘনিষ্ঠতা। এ যেমন আশ্চর্য তেমনি আকস্মিক। এ-বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন তরুণটিই। প্রথম দর্শনের পরের দিনই তিনি লন্ডনের অপর প্রান্তে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেন এবং সেই

থেকেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকেন যতোদিন না এশার-এ আসছেন। আচ্ছা, এক্‌লেস-এর সঙ্গে তাঁর কী দরকার থাকতে পারে? । কী দেখে গার্সিয়া অতো লোকের মধ্যে তাঁকেই বেছে নিলেন? ভদ্রলোকের মধ্যে তো আকর্ষণ শক্তি কিছুই দেখলাম না। তবে কি কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী তিনি? আমি বলব হ্যাঁ, অভিজাত ব্রিটন বলতে যা বোঝায় তিনি হলেন ঠিক তাই। সাক্ষী হিসেবে বিশ্বাস উৎপাদনে বিশেষ উপযোগী। দেখলে তো, যতো অসাধারণই হোক, এই ইনস্পেক্টরের কেউই তাঁর বিবৃতিতে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করল না। দ্বিতীয়ত যদি ধরে নেয়া যায় উইস্টেরিয়া লজের বাসিন্দারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আর যদি ধরে নেওয়া যায়, আক্রমণটা, সেটা যাইহোক, হবার কথা, ধর—রাত একটার আগে। ঘড়িতে কায়দা করে স্কট এক্‌লেস্‌কে জানান রাত একটা, আসলে তখন রাত বারোটার বেশি নয়। অর্থাৎ যদি গার্সিয়া কোনো কাজ সেরে, যে সময়টার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ফিরে আসেন তাহলে খাসা জবাব দিহি তৈরি হয়ে রইল। এই সন্দেহাতীত ইংরেজ ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় যে কোনো আদালতে গিয়ে শপথ করে সাক্ষ্য দিতেন যে গার্সিয়া সেই সময় পর্যন্ত বাড়িতেই ছিলেন। যে কোনো মহাবিপদই এভাবে এড়ানো সম্ভব হতে পারত।

ওয়াটসন বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হতো। সমস্ত তথ্য আমি এখনো পাই নি, তবে, মনে হয় না, সেজন্যে খুব একটা অসুবিধা হবে। কিন্তু তাহলেও ঘটনাগুলো সংগ্রহ করার আগে তা নিয়ে আলোচনা করা ভুল, কারণ দেখবে, সে ক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞাতসারেই তুমি তোমার আন্দাজের সঙ্গে মেলাবার জন্যে ঘটনাগুলো ঘোরাতে থাকছ। আর চিরকুটটা লক্ষ করেছ তো, 'আমাদের রং সবুজ আর সাদা।' মনে হয় রেস সংক্রান্ত কিছু। আবার 'সবুজ খোলা, সাদায় বন্ধ'। বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা সঙ্কেত।। প্রধান সিঁড়ি, প্রথম বারান্দা, ডানদিকের সপ্তমটা, সবুজ ঢাকা—এ হল একটা কাজের ভার দেওয়া। হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে স্ত্রীর ওপর কোনো স্বামীর ঈর্ষাই এসবের পেছনে আছে। কাজটায় নিশ্চয়ই বিপদের সম্ভাবনা ছিল, নতুবা তাড়াতাড়ি করতে বলত না। আর 'ডি' হল কোনো নির্দেশিকা।

লোকটি যখন স্পেনদেশীয়, তখন মনে হচ্ছে 'ডি' হয়তো 'ডোলোসের' কথাটার আদ্যক্ষর—স্পেনীয় স্ত্রীলোকদের সাধারণ নাম একটা—ওয়াটসন একদমে বলে গেলেন।

বাঃ, ওয়াটসন, বেশ, হোম্‌স্ বললেন,—কিন্তু এ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো স্পেনীয় ব্যক্তি কোনো স্পেনীয়কে লিখলে স্পেনীয় ভাষাতেই লিখে থাকে। এর লেখক অবশ্যই ইংল্যান্ডের লোক। যাই হোক, যতক্ষণ না এই চমৎকার ইনস্পেক্টরটি ফিরে আসছেন ততোক্ষণ ধৈর্য না ধরে উপায় নেই।

মি. বেইনস ফিরে আসার আগেই হোম্‌সের টেলিগ্রামের উত্তর এসে গেল। হোম্‌স্ সেটা পড়ে পকেটে রেখে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চকিতের জন্যে আমার উৎসুক মুখ তাঁর চোখে পড়ল, হাসতে হাসতে তিনি সেটা ওয়াটসনের দিকে ছুড়ে দিলেন।

টেলিগ্রামটায় লেখা ছিল—কয়েকটা নাম আর ঠিকানা। ডিঙ্গল-এর লর্ড হ্যারিংবি, অক্সশট টাওয়ারের স্যার জর্জ ফোলিয়ট, জে. পি. পার্ডি প্লেস-এর মি. হাইনস্ হাইনস্, ফর্টন ওল্ড হল-এর মি. জেম্‌স বেকার উইলিয়ামস্, হাই গেবলের মি. বেনিস্ বেশ গোছাল মানুষ, নিশ্চয় সুপরিকল্পিত কোনো পরিকল্পনা মতো এগোচ্ছেন।

ওয়াটসন বললেন, ঠিক বুঝলাম না।

হোমস বললেন, আচ্ছা, গার্সিয়া ডিমারে বসে যে চিরকুটটা পান সেটা যে কোনো জায়গায় কোনো কাজের নির্দেশ, এ সিদ্ধান্তে আমরা পৌছেছি কেমন? আচ্ছা, এর নির্দেশ যদি ঠিক হয়, এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী যদি তাকে প্রধান সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দার সাত নম্বর দরোজায় যেতে হয় তাহলে বাড়িটা যে মস্ত বড় এটা মানতে হবে। এবং এটাও পরিষ্কার যে, বাড়িটা অক্সশট থেকে দু-এক মাইলের বেশি দূরে নয়, কারণ আমার হিসেব মতো, গার্সিয়া এই হিসেব করেই সেদিকে চলেছিলেন যে অ্যালবাই-এর সুযোগ নেবার জন্যে রাত একটার আগেই ফিরতে পারবেন। এখন অক্সশটের কাছাকাছি অমন বড় বাড়ি নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে না। তাই

আমি স্থানীয় এজেন্টদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালাম, সেইরকম সব বাড়ির একটা তালিকা পাঠাতে।

সারের ছিমছাম গ্রাম অক্সশটে প্রায় ছয়টা নাগাদ হোমসরা পৌছোলেন। সঙ্গে ছিলেন, মি. বেইনস্। এবং যথাসময়ে মি. বেইনসের সঙ্গে উইস্টেরিয়া লজে হোম্‌স্‌রা এসে পৌছোলেন। সেখানে একজন কনস্টেবলকে পাহারায় রেখে দিয়েছিলেন বেইনস। জানলার কাচে শব্দ করতেই কনস্টেবেল ওয়ালর্টাস হাঁস হাঁস করতে করতে দরোজাটা খুলে দিল। তার মুখে ভয়ের ছায়া।

মি. বেইনস্ জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হল?

আজ্ঞে শয়তান, ওয়াল্টার্স বলল—মূর্তিমান শয়তান হুজুর! জানলার ঠিক ঐখানেই ছিল। ঘরে আলো কমে আসছিল। চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিলাম। কেন জানি না হঠাৎ মুখ তুলে তাকাতেই একটা মুখ নিচের খড়খড়ি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। উ, কী ভয়ঙ্কর সে মুখ!

মি. বেইন্‌স বললেন, ছিঃ ছিঃ ওয়াল্টার্স এই কি পুলিশ কনস্টেবলের মতো কথা?

আজ্ঞে স্যার তা তো জানি, কিন্তু বলব কী স্যার, ভীষণ ঘাবড়ে গেছিলাম। অস্বীকার করে লাভ নেই। না কালো, না সাদা, না আমার জানা কোনো রং-এর—ভূতুড়ে মেটে রঙের ওপর দুধ ছেটানো। আর কী প্রকাণ্ড, আর জন্তুর মতো সাদা-সাদা দু-সারি দাঁত, গোল গোল বড় বড় চোখ। বলব কী স্যার, যতোক্ষণ ছিল একটা আঙ্গুল পর্যন্ত নাড়াতে পারিনি। শেষপর্যন্ত যখন চলে গেল, দৌড়ে গেলাম ঝোপটা পার হয়ে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আর তার দেখা পাই নি।

দেখো ওয়াল্টার্স, তোমায় যদি ভালো লোক বলে না জানতাম তাহলে এ জন্যে তোমার নামে কালির আঁচড় পড়ত। আর, সত্যিই যদি ও মূর্তিমান শয়তান হয়ে থাকে তো ওকে পাকড়াও করতে না পারার জন্যে কোনো কর্তব্যরত কনস্টেবলের *কখনোই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়া সাজে না—মি. বেইনস্ রূঢ় স্বরে বললেন।

হোম্‌স্ মুচকি হেসে বললেন, এর সমাধান তো খুবই সহজ। ছোট পকেট লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে ঘাসটা একটু পরীক্ষা করে হোম্‌স্ বললেন, হুঁ, বারো নম্বর জুতো। তার শরীরটা যদি ঐ অনুপাতে হয় তাহলে সে নিশ্চয় দৈত্যাকার হবে বৈকি!

গম্ভীর মুখে চিন্তাগ্রস্তভাবে ইনস্পেক্টর বললেন—মি. হোম্‌স্ চলুন আপনাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাই।

মোমবাতি হাতে ঘর থেকে ঘুরতে ঘুরতে বেইনস্ বললেন, এগুলোয় কিছু নেই। শুধু কয়েকটা ছোট খাটো জিনিস—পাইপ কয়েকটা, খানকতক নভেল,—তার দু'টি স্পেনীয় ভাষায়, একটা রিভালভার আর একটা গীটার,—এই হলো ওদের নিজস্ব সম্পত্তি।

মোমবাতি হাতে ঘর থেকে ঘুরতে ঘুরতে মি. বেইন্‌স বললেন, মি. হোমস চলুন এবার রান্নাঘরে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

একটা অদ্ভুত জিনিসের ওপর তিনি মোমবাতির আলো ফেললেন। সেটা এমন কোঁকড়ানো আর শুকিয়ে যাওয়া যে, কী যে ছিল তা বলা কঠিন। শুধু বলা যায়, কালো, আর চামড়া সর্বস্ব—কোনো বামনাকৃতি মানুষের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। প্রথম পরীক্ষায় মনে হল কোনো নিগ্রোশিশুর মমি, তারপর মনে হল হয়তো খুব প্রাচীন এক জাতের বানর। দুমড়ে পাকিয়ে এই অবস্থায় এসেছে। শেষ পর্যন্ত আমার মনে সন্দেহ রয়ে গেল আদৌ একটা কোনো জন্তু বা মানুষ কি না এই নিয়ে। এক জোড়া সাদা ঝিনুক এর মাঝখানে লাগানো।

হোমস উল্লাসে চিৎকার করে উঠে বললেন,—চিত্তাকর্ষক, চিত্তাকর্ষক! ভূতুড়ে নিদর্শনটার দিকে উঁকি দিয়ে হোম্‌স্ বললেন, আচ্ছা, আর কিছু?

নীরবে মি. বেইন্‌স, বেসিনটার কাছে গিয়ে মোমবাতিটা ধরলেন। একটা প্রকাণ্ড সাদা রঙের পাখির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে টুকরো টুকরো করে ছড়ানো—পালকগুলো লেগে আছে তখনো। বিচ্ছিন্ন মুণ্ডুটায় লাগানো কঞ্চিটার দিকে হোম্‌স্ ইঙ্গিত করলেন। বললেন, সাদা

মোরগ। ভারি চিত্তাকর্ষক, সত্যিই ভারি অদ্ভুত।

সবচেয়ে অদ্ভুত বস্তুটি বেইন্‌স রেখে দিয়েছিলেন সবশেষে দেখাবেন বলে। বেসিনটার তলা থেকে একটা দস্তার পাত্র বেরিয়ে এলো। খানিকটা রক্ত ছিল পাত্রটায়। টেবিলের ওপর একটা বারকোষের মতো পাত্রে কয়েকটা ভাঙা ভাঙা হাড়ের টুকরো ছিল, সেই পাত্রটা তুলে নিয়ে বললেন, একটা প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে এবং একটা প্রাণীকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এ সবই আমরা আগুন থেকে উদ্ধার করেছি। আজ সকালে একজন ডাক্তারকে ডেকে এনে দেখিয়েছিলাম। তিনি বললেন, এগুলো মানুষের নয়।

হোম্‌স্‌ হাসলেন, হাতে হাত ঘসতে ঘসতে বললেন, এমন একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মামলার জন্যে আপনাকে বাহবা দিচ্ছি ইন্সপেক্টর। কিছু না মনে করলে বলি, যেটুকু সীমিত সুযোগ তার থেকে আপনার ক্ষমতা বেশি।

বেইন্‌সের চোখদুটো ঝলমল করে উঠল। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন, মি. হোম্‌স্‌। মফঃস্বলে পড়ে থেকে আমরা মার খাচ্ছি। এরকম একটা মামলায় খানিকটা যে সুযোগ পাওয়া গেছে আশা করছি সে সুযোগ আমি গ্রহণ করতে পারব এগুলো কিসের হাড় বলে আপনার মনে হয়?

হোম্‌স্‌ বললেন, 'কোনো ভেড়া বা ছাগলের বাচ্চার।'

বেইনস্‌ বললেন, আর সাদা মোরগটা সম্বন্ধে আপানার ধারণা কী?

হোমস মন্তব্য করলেন, আশ্চর্য মি. বেইনস্‌ অতি আশ্চর্য! এমন অদ্ভুত ব্যাপার অতি অল্পই দেখা যায়।

আজ্ঞে যা বলেছেন—বেইনস্‌ গদগদ স্বরে বললেন—আমার মতো করে আমি কাজ করছি, একাই করব। এর কৃতিত্ব আমি একাই নিতে চাই মি. হোম্‌স্‌। আপনার তো অনেক নাম হয়ে গেছে। আমার এখনো বাকি। খুব খুশি হব, যদি শেষ পর্যন্ত দাবি করতে পারি যে আপনার বিনা সাহায্যেই আমি এ সমস্যার সমাধান করতে পারি।

হোম্‌স্‌ খুশির হাসি হেসে বললেন, বেশ তো ইন্সপেক্টার, তাই হোক। আপনি আপনার পথে চলুন, আর আমি আমার পথে চলি। তবে, আমি কতোটা জানতে পেরেছি তা আপনি যখনই জিজ্ঞাসা করবেন জানতে পারবেন।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। হোম্‌স্‌ রহস্যভেদের জন্যে নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। কখনো নিজের মধ্যে নিজে ডুবে রইলেন। এই ঘোরা ফেরার মধ্যে তাঁর কখনো সখনো ইন্সপেক্টর বেইনসের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। তবে মামলাটা সম্বন্ধে কোনো কথা হয় নি। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের দশদিনের মাথায় খবরের কাগজ খুলে বড় বড় হেডলাইনে একটা খবর পড়ে শার্লক হোমস চমকে উঠলেন—

অক্সশট রহস্যের একটি সমাধান
আসামী সন্দেহে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

যেন ছোবল খেয়েছেন হোমস। ওয়াটসনকে বলে উঠলেন, কী সব্বনাশ, বল কী, বেইনস্‌ পাকড়েছে তাকে?

ওয়াটসন বললেন, তাই তো মনে হচ্ছে। এই বলে ওয়াটসন নিম্নলিখিত কাগজের খবরটা সম্বন্ধে মি. বেইন্‌স-এর সঙ্গে দেখা করলে, বেইনস্‌ বললেন, আমার পদ্ধতি আলাদা, —আপনার পদ্ধতি আপনার, আমারটা আমার।

হোম্‌স্‌ তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, সাবধান আপনার বিপদ আসন্ন।

বেইনস্‌ বললেন, তবে, আমি যেসব খবর পাবো সেগুলো আপনি সর্বদাই জানতে পারবেন। লোকটা একেবারে বর্বর, তার যেমন আসুরিক শক্তি তেমনি শয়তানি বুদ্ধি। ধরা দেবার আগে আমাদের কনস্টেবল ডাউনিং-এর বুড়ো আঙুলটা কামড়ে প্রায় আলাদা করে ফেলেছে। আর, এক বর্ণও ইংরেজি বলতে পারে না, ফলে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ ছাড়া আর কিছুই

তার থেকে পাওয়া যায় নি।

হোম্‌স্ বললেন—কিন্তু সেই-ই যে তার ভূতপূর্ব মনিবকে হত্যা করেছে এমন প্রমাণ আপনি পেয়েছেন?

বেইনস্ বললেন—তা তো আমি বলি নি মি. হোম্‌স্। আমাদের পদ্ধতি আলাদা, আপনি আপনার মতো এগোন আমি আমার মতো এগোব—সেই কথাই তো হয়েছে।

শার্লক হোম্‌স্ আর ওয়াটসন চলে এলেন। ঘরে ফিরে এসে বললেন, বসো ওয়াটসন, ঐ চেয়ারটায় এ পর্যন্ত কতোটা কী জানতে পেরেছি তোমায় বলি—কারণ তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। ঘটনাটা যেভাবে এগিয়েছে তা গোড়া থেকে শোনো। মূল বিষয়গুলো সহজ সরল হলেও ধর-পাকড়ের ব্যাপারে আশ্চর্য রকমের অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। গার্সিয়ার মৃত্যুর দিন সন্ধ্যেবেলা যে চিরকুটটা তার কাছে এসেছিল শুরু করা যাক সেই ঘটনা থেকে। বেইনস্ যে মনে করেছে গার্সিয়ার ভৃত্য এ-ব্যাপারে সঙ্গে জড়িত সেটা উপেক্ষা করেই আমরা এগোবো। ওর প্রমাণ হল,একলেসকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন গার্সিয়াই এবং এই নিমন্ত্রণের একমাত্র উদ্দেশ্য যা হতে পারে তা হল, একটা অ্যালিবাই তৈরি করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গার্সিয়াই আপাতদৃষ্টিতে কোনো কু-মতলব—বলছি এই জন্যে যে, তা না হলে কেউ অমন অ্যালিবাই তৈরির জন্যে ব্যস্ত হতেন না। সেক্ষেত্রে কার পক্ষে তাঁকে হত্যা করা সম্ভব? সেই ব্যক্তির পক্ষেই নিশ্চয়ই যার বিরুদ্ধে তিনি অ্যালিবাই তৈরির চেষ্টায় ছিলেন। এখন আমরা গার্সিয়ার বাড়ির লোকজনদের অন্তর্ধানের একটা কারণ দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই তারাও তাঁর সঙ্গে একযোগে আমাদের অজানা সেই একই অপরাধে অপরাধী। ঘটনাটা যদি গার্সিয়ার ফিরে আসবার পরে ঘটে থাকে তাহলে যে কোনো সন্দেহই ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের সাক্ষ্যিতে বানচাল হয়ে যাবে। আর তাহলে আর কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু প্রচুর বিপদের ঝুঁকি এর মধ্যে এবং যদি একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে গার্সিয়া না ফেরেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁকে বলি হতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর দুই সঙ্গীর পক্ষে কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট গোপন আস্তানায় গিয়ে তদন্তের হাত এড়ানো এবং পরবর্তীকালে আবার নোতুন করে চেষ্টা করা সম্ভব হবে। ঘটনাগুলোর দিব্যি খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

জটিল বিষয়গুলো এবার ওয়াটসনের মনে হলো এই সহজ ব্যাপারটা কেন এতোক্ষণ বুঝতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ভৃত্যটির ফিরে আসবার কারণ কী হতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন, মনে হয় তাড়াহুড়োতে কোনো মূল্যবান জিনিস ফেলে গেছিল। যাইহোক, এবার আসা যাক্ ডিনারের সময় গার্সিয়াকে লেখা চিঠির কথা। এ থেকে অপরদিকের এক সহকারীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমে এসে যখন গাছপালার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতাম তার মধ্যে এখানকার বড় বড় বাড়িগুলোর খোঁজ নিয়েছিলাম এবং সেইসঙ্গে সেইসব বাড়ির বাসিন্দাদের সম্বন্ধেও খবর নিয়েছিলাম আমি। কেবল একটা বাড়িই বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেটা হল হাই গেব্‌ল-এর সুবিখ্যাত রাজা চার্লসের আমলের প্রকাণ্ড বাড়িটা। বাড়িটা হল অক্সশটের ওপারে মাইলখানেক আর ঘটনাস্থল থেকে আধমাইলের কম দূরে। কিন্তু হাই গেবলসের মি. হেন্ডারসন সব দিক দিয়ে আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে। তার পক্ষে সব রকম অ্যাডভেঞ্চার সম্ভব। তাই আমি বাড়ির লোকজনদের ওপর লক্ষ্য রেখেছিলাম। অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওঁরা এবং স্বয়ং কর্তাটি আবার তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট। একটা কাজ-চালানো গোছের ছুতোয় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু তাঁর গবীর চিন্তাকূল চোখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে আমার উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পেরেছেন। পঞ্চাশ বছরের শক্ত সমর্থ মানুষ তিনি। কাগজের মতো সাদা মুখের আড়ালে রক্তোচ্ছলতা স্পষ্ট। শরীর একেবারে চাবুকের মতো। লিউকাস, হলেন তাঁর সেক্রেটারি ও বন্ধুও বটে। নিঃসন্দেহে তিনি বিদেশী। গায়ের রঙ ঘোর বাদামি। লোকটি ধূর্ত এবং কথায় বার্তায় মোলায়েম হলেও তাতে বিষ আছে। দেখো ওয়াটসন, ইতোমধ্যেই আমরা দু-শ্রেণীর বিদেশীর সংস্পর্শে এসেছি—একটা হল উইস্টেরিয়া লজ-এ আর একটা হাই গেবলস্-এ। দেখছ তো ফাঁকগুলো

কেমন ভরাট হয়ে আসছে। এই দুই ব্যক্তি পরস্পরের বিশ্বাসভাজন, এঁরাই হলেন এই গৃহস্থালীর কেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু এঁরা ছাড়াও আরও একজন আছেন যাঁর গুরুত্ব আমাদের কাছে আপাতত অনেক বেশি। হেন্ডারসনের দুই মেয়ে—বয়স এগারো আর তেরো। তাদের অভিভাবিকার নাম মিস বার্নেট। ভদ্রমহিলা ইংরেজ, বয়স চল্লিশের মতো। আর আছে ওদের এক বিশ্বাসভাজন ভৃত্য। এসব খবর আমি পাই খানিকটা গ্রামের গুজব থেকে আর খানিক পর্যবেক্ষণ এবং হাই গেবলের কর্মচ্যুত মালী জন ওয়ার্নারের কাছ থেকে।

বদমেজাজি মি. হেন্ডারসন এক বছর বাদে বাড়ি ফিরে তাকে ছাড়িয়ে দেয়। অদ্ভুত লোক ওরা ওয়াটসন। বাড়িটার দুটো ডানা—একটা ডানায় থাকে ভৃত্যেরা আর অন্যটায় পরিবারের সকলে। দুটোর মধ্যে যোগসূত্র নেই, কেবলমাত্র হেন্ডারসনের নিজস্ব ভৃত্য ছাড়া। একটা দরোজা হলো, এই দুটো ডানার সংযোগস্থল। জিনিসপত্র সব সেই পর্যন্ত আসে, তার এদিকে নয়। অভিভাবিকা আর দুই মেয়ে বড়জোর বাগান পর্যন্ত। তার বেশি বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। ভৃত্যমহলে গুজব, কোনো একটা বিষয়ে তাদের মনিবের ভয়ঙ্কর ভয়। কখনো একা বেরোন না। সেক্রেটারি সঙ্গে থাকে ছায়ার মতো। দুবার হেন্ডারসন লোকজনকে চাবুক মেরেছেন এবং শেষপর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে বহু টাকা খেসারত দিয়ে তবে আইনের কবল থেকে বেঁচেছেন। এবার ওয়াটসন এসো, এই নোতুন খবরের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করি। ধরে নিতে পারি যে চিরকুটটা এই অদ্ভুত বাড়িটা থেকে এসেছিল, এবং তাতে করে গার্সিয়াকে কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। চিরকুটটা লিখেছিল কে? শহরের কোনো মানুষ এব স্ত্রীলোকও বটে। অতএব অভিভাবিকা শ্রীমতী গার্নেট ছাড়া আর কে? সমস্ত যুক্তিই যেন ঐ একই দিকে নির্দেশ দিচ্ছে। যাই হোক একটা ঠিক্ ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখা যেতে পারে কোথায় পৌছানো যায়। এবং শ্রীমতী বার্নেটের যা বয়স এবং যেরকম চরিত্র তাতে একথা নিশ্চিত যে, প্রথমটায় যা ভেবেছিলাম এর মধ্যে প্রেমের ব্যাপার আছেঝ সে ধারণা একেবারেই বর্জনীয়। চিঠিটা তাঁর লেখা হয়ে থাকলে ধরা যেতে পারে যে তিনি গার্সিংয়ার বন্ধু ও সহকর্মী। সেক্ষেত্রে গার্সিয়ার মৃত্যুসংবাদ শোনবার পর তিনি কি করবেন? যদি কোনো অপকর্মের ফলে তার মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে তিনি মুখ খুলবেন না। সেক্ষেত্রেও যারা তাঁকে হত্যা করেছে তাদের ওপর তাঁর তিক্ততা ও বিদ্বেষভাব থেকে যাবে এবং ধরা যেতে পারে তিনি প্রতিশোধের ব্যাপারে সাধ্যমত সাহায্য করবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে কোনো সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কি? আমার প্রথম চিন্তা হলো এই কিন্তু এখন আবার আর একটা অত্যন্ত অশুভ সংবাদ—সেই খুনের রাতের পর থেকে আর শ্রীমতী বার্নেটকে দেখা যায় নি। একেবারে যেন উধাও হয়ে গেছেন। তিনি কি জীবিত? নাকি, যে বন্ধুকে তিনি ডেকেছিলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজেরও মৃত্যু হয়েছে? না কি, সেই থেকে তিনি বন্দী? এরকম পরিস্থিতি বেশিদিন থাকতে দেওয়া যা য়না। আইনের সাহায্য পাওয়া যাবে না কারণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ব্যাপারটা আজগুবি বলে মনে হবে। তার চেয়ে আমি যখন জানি তার ঘর কোন্‌টা অতএব চল, তুমি আর আমি আজ রাতে গিয়ে দেখি যদি রহস্যের ভিতরে পৌছতে পারি অবশ্য বেশ তৈরি হয়েই আমাদের যেতে হবে।

ওয়াটসন এই লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হলেন।

বেলা পাঁচটা। মার্চ মাসের ছায়া নামতে শুরু করেছে। এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে ওয়াটসনদের ঘরে প্রবেশ করল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—ওরা চলে গেছে মি. হোম্‌স্ শেষ ট্রেন চলে গেছে। তবে ভদ্রমহিলাটি পালিয়ে এসেছেন, নিচে আছেন। একটা গাড়ি করে আমি তাঁকে নিয়ে এসেছি।

সোৎসাহে হোমস বললেন, চমৎকার, চমৎকার ওর্য়াল্ডার বলে তিনি এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন, ওয়াটসন, ফাঁকগুলো ক্রমশ ভরাট হয়ে আসছে।

গাড়ির কাছে গিয়ে দেখা গেল এক মহিলা অত্যধিক পরিশ্রমে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

শুকনো মুখে চোখে কোনো বিয়োগান্ত নাটকের চিহ্ন। মাথাটা অবশ হয়ে বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছিল, মাথা তুলে নিষ্প্রভ চোখে আমার দিকে তাকাতে দেখলাম, চোখের মণিদুটো বাদামি, দু-চোখের মাঝখানে যেন দুটি বিন্দু বোঝা গেল তাঁকে আফিম খাওয়ানো হয়েছিল।

হোম্‌সের দূত কর্মচ্যুত মালিটি বলল—মি. হোমস, যেমন বলেছিলেন, সেইভাবেই গেটটার ওপর নজর রেখেছিলাম। গাড়িটা বেরিয়ে গেলে সেটার পেছন পেছন গিয়ে আমি স্টেশনে পৌছুই। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ঘুমের ঘোরে চলেছেন। কিন্তু যখন তারা তাঁকে ট্রেনে তুলতে যাবে ততোক্ষণে তাঁর মধ্যে চেতনা ফিরে এসেছে, বাধা দিতে লাগলেন। জোর করে ওরা তাঁকে কামরায় তুলল। আবার তিনি পেছিয়ে এলেন। তখন আমি এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে নামিয়ে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে এলাম এখানে। যে মুখটা তখন আমি সেই কামরায় দেখেছিলাম। সে আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না। সে যদি আমার শত্রু হয় তাহলে নির্ঘাত আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

দু-কাপ খুব কড়া কফি খাওয়াবার পর ভদ্রমহিলার আফিমের নেশা কেটে গেল। মি. বেইনস্‌কে ডেকে এনে মি. হোমস সব ঘটনরা জানালেন।

মি. বেইনস্ বললেন, আমি ইচ্ছে করেই হেন্ডারসনকে গ্রেপ্তার করলাম যাতে আসল অপরাধী বুঝতে পারে তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরে গেছে। ঠিক এই ঘটনাটাই আমি চাইছিলাম আমিও গোড়া থেকে এই সূত্র ধরে এগোচ্ছিলাম। আপনি যখন গেবলস্-এর ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলেন আমি তখন ওখানকার একটা গাছের ওপরে,—সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম আপনাকে। প্রশ্নটা তখন শুধু এই দাঁড়িয়েছিল প্রমাণটা কে আগে সংগ্রহ করতে পারবে। তারপর একটু থেমে বেইনস বললেন, আমি জানতাম সেই সুযোগেও ও পালাবার চেষ্টা করবে এবং মিসেস গার্নেটকে উদ্ধার করার সুযোগ দেব।

ইন্সপেক্টরের কাঁধে হাত রাখলেন হোম্‌স্। বললেন, আপনার কাজে আপনি প্রচুর উন্নতি করতে পারবেন মি. বেইনস। আপনার মধ্যে আছে ইনটুইশন অর্থাৎ স্বজ্ঞা।

খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে বেইনস বললেন, সারা সপ্তাহটাই একজন পুলিশ সাধারণ নাগরিকের বেশে স্টেশনে পাহারা দিচ্ছিল, তার কাজ ছিল হাই গেবল-এর লোকদের চাখে চোখে রাখা। কিন্তু যখন মিসেস গার্নেট পালিয়ে এলেন নিশ্চয় সে খুব হতভম্ব হয়ে গেছিল। যাই হোক আপনার লোক যখণ তাঁকে উদ্ধার করল তখন আর কী, সব ভালো যার শেষ ভালো। তাঁ সাক্ষ্য না পেলে ওদের হাজতে পুরতে পারছি না, এটা তো ঠিক, সুতরাং যতো তাড়াতাড়ি সে সাক্ষ্য পেত ততোই ভালো।

ইন্সপেক্টর বললেন, হেন্ডারসন হল ডন মুরিল, একসময় যাকে বলা হত সান পেড্রোর বাঘ।

হোমসের এক ঝলকে তার সমস্ত কীর্তি মনে পড়ে গেল। সভ্য বলে দাবি করে এমন যে কোনো দেশের অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে রক্তপিপাসু হিসেবে সে কুখ্যাত। সে ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ, একান্ত নির্ভীক এবং প্রচুর উৎসাহী এমন অনেক কিছু তার মধ্যে ছিল যার বলে সে দীর্ঘ দশ বারো বছর সমস্ত প্রজাদের ওপর তার কুৎসিত অপরাধের বোঝা চাপিয়ে রেখেছিল। মধ্য-আমেরিকার সর্বত্রই তার নামে রীতিমত আতঙ্কের সঞ্চার হত।

বেইনস্ বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, সান পেড্রোর বাঘ। খোঁজ করলে জানতে পারবেন সান পেড্রোর জাতীয় পতাকার রঙ হল সবুজ আর সাদা,—চিঠিতে যেমনটি উল্লেখ ছিল। পরিচয় দিচ্ছিলেন, হেন্ডারসন বলে বটে, কিন্তু প্যারিস, রোম, ম্যাড্রেড থেকে বার্সিলোনা—১৮৮৬ খ্রি. যেখানে যেখানে তার জাহাজ গেছিল সব জায়গায় খোঁজ করে আমি তাঁর পরিচয় সংগ্রহ করেছি। তখন থেকেই তারা প্রতিশোধের জন্যে তার ইতিমধ্যে শ্রীমতী বার্নেট উঠে বসেছিলেন, খুব মন দিয়ে এই কথাবার্তা শুনছিলেন তিনি। বললেন, ওকে তারা খুঁজে বার করেছে বছরখানেক হল। এবং ইতিমধ্যেই একবার ওকে হতার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আবার

মহাপ্রাণ গার্সিয়াকে প্রাণ দিতে হল, অথচ বদমাসটা রয়ে গেল অক্ষত। তার শীর্ণ দুটি হাত ছটফট করতে, ঘৃণার আতিশয্যে তাঁর ক্লিষ্ট মুখলগুলে কুঞ্চন দেখা দিল।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু মিসেস বার্নেট, কেমন করে আপনি এমন একটা খুন খারাপির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন, ইংরেজ মহিলা হয়ে?

মহিলাটি বললেন,—এ ছাড়া প্রতিশোধের আর কোনো উপায় ছিল না। বহু বছর আগে সান পেড্রোতে যে রক্তের নদী বয়ে গেছিল বা জাহাজ ভর্তি যতো ধনরত্ন এই লোকটা চুরি করেছিল, তা নিয়ে ইংল্যান্ডের আইনের কিসের মাথাব্যথা? এসব তো আপনাদের কাছে, গুহান্তরের অপরাধ ছাড়া কিছু নয়! কিন্তু জানি আমরা, এ সত্য আমরা জেনেছি অনেক দুঃখ পেয়ে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে।

হোম্‌স্ বললেন, আপনি যা বলছেন নিঃসন্দেহে তা সত্য। তার অত্যাচারের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আপনি কীভাবে তার কু-নজরে পড়লেন?

সব বলছি, মহিলাটা বললেন—যাকেই ওর ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে বলে মনে হয়েছে, তাকেই সে যে কোনো অছিলায় হত্যা করেছে। আমার স্বামী—হ্যাঁ তাঁর আসল নাম সিনোরা ভিক্টর ডুরোন্ডো—ছিলেন সান পেড্রোর লন্ডনস্থ মন্ত্রী। সেখানেই আমাদের দেখা ও বিবাহ হয়। দুঃখের বিষয় মুরিলো তার মহৎ গুণের কথা শোনে, আর কোনো অছিলায় তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করায়। ভাগ্যলিপির পূর্বাভাস পেয়েই তিনি সেদিন আমায় সঙ্গে নেননি। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। কেবল একটা মাসোহারা আর ভগ্ন হৃদয় মাত্র সম্বল এখন। পতন হল অত্যাচারীর। যে ভাবে বললেন, ঠিক সেইভাবেই সে পালাল। কিন্তু যাদের সর্বনাশ সে করেছে, যাদের প্রিয়জন তার হাতে অত্যাচারিত ও নিহত হয়েছে, এখানেই তারা তাকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। একত্র হয়ে তারা এক সম্প্রদায় গঠন করে। এই সম্প্রদায়ের কাজ শেস হবে না যতদিন না প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে।

এই ছদ্মপরিচয়ের হেন্ডারসনকে সেই বিতাড়িত অত্যাচারী বলে সনাক্ত করার পর আমার কাজ হয়েছিল তার সংসারে অভিভাবিকা হয়ে প্রবেশ করা। তার ধারণাই ছিল না যে, এই যে স্ত্রীলোকটিকে সে রোজ দু-বেলা খাওয়ার সময় দেখতে পাচ্ছে, তারই স্বামীকে সে মাত্র এক ঘন্টার নোটিশে মহাকালে মিশিয়ে দিয়েছিল। ওর সঙ্গে হেসে কথা বলেছি। ওর সন্তানদের প্রতি আমার কর্তব্য করেছি, আর সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি। প্যারিসে একবার ওকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয় নি। অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে অনেক আঁকা-বাঁকা পথে অত্যন্ত তড়িঘড়ি সে আমাদের নিয়ে ইউরোপের ওপর দিয়ে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে এসে সর্বপ্রথম এই বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তার বিচারের ভার যারা নিয়েছে, এখানেও তারা ছিল প্রতীক্ষায়। গার্সিয়া ছিল সান পেড্রোর প্রাক্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান-দুই, অত্যন্ত বিশ্বস্ত দরিদ্রম ব্যক্তির সঙ্গে সে ছিল শয়তানটার প্রতীক্ষায়। দিনের বেলায় কিছু করা যাবে না, কারণে মুরিলো যথাসম্ভব সাবধানে থাকত এবং তার উপগ্রহ লিউকাসকে (যখন ক্ষমতায় তার নাম তখন ছিল লোপেজ) সঙ্গে না করে সে বেরোত না। কিন্তু রাতে সে একা থাকত। প্রতিশোধের সুযোগ তখনই। এ ব্যাপারটা পূর্বনির্দিষ্ট সন্ধ্যায় আমিআমার বন্ধুটিকে জানিয়ে দিই—আর লোকটা সর্বদাই সাবধানে থাকত আর ঘন গন ঘর পাল্টাত। আমার কাজ ছিল লক্ষ্য রাখা যেন দরোজাটা খোলা থাকে, আর রাস্তার দিকের একটা জানলায় সবুজ আর সাদা আলোর সঙ্কেত করে জানিয়ে দেয়া—পথ পরিষ্কার না থাকলে, সেদিনের মতো কাজটা স্থগিত থাকবে।

কিন্তু সব ব্যবস্থাই ব্যর্থ হল। কি করে যেন ওর সেক্রেটারি লোপেজর আমার ওপর সন্দেহ হয়। চিঠিটা লেখা শেষ করতেই সে আমার ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে। সে আর তার মনিব তখন আমায় টানতে টানতে আমায় ঘরে নিয়ে আসে। আর প্রতারক হিসেবে আমার বিচার করে। তক্ষুনি ওরা আমার ওপর ছুরি বসিয়ে দিত যদি ধরা পড়ার ভয় না থাকত। অনেক তর্ক-

বিতর্কের পর তারা সিদ্ধান্তে এল যে সে কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। কিন্তু ঠিক করল এবার গার্সিয়াকে একেবারে পথ থেকে সরিয়ে ফেলবে। ওরা আমার মুখে ঠুলি পুরে দিল যাতে কথা বলতে না পারি, তারপর মুরিলো আমার হাত ভয়ঙ্করভাবে মোচড়াতে লাগল, যতক্ষণ না আমি গার্সিয়ার ঠিকানাটা দিলাম। তখন যদি জানতাম এর ফলে গার্সিয়ার কী পরিণতি হবে, শপথ করে বলছি, আমার হাতটা মোচড়াতে মোচড়াতে একেবারে খসিয়ে নিলেও ঠিকানাটা আমি দিতাম না। আমার লেখা চিরকুটটায় লোপেজ ঠিকানাটা লিখল, তার শার্টের হাতার বোতাম দিয়ে শীলমোহর করল, তারপর জোস নামে ভৃত্যের হাতে পাঠিয়ে দিল। কীভাবে ওরা তাঁকে হত্যা করল জানি না, তবে আমি জানি হত্যা করেছে মুরিলো, কারণ লোপেজ তখন আমার পাহারায় ছিল। মনে হয় যে ঝোপটার পাশ দিয়ে রাস্তা সেটার পেছনে সে অপেক্ষা করছিল, তারপর যেতে দেখে আঘাত করেছে। প্রথমটায় ওরা ঠিক করেছিল তাকে ভিতরে আসতে দেবে, তারপর ডাকাত বলে হত্যা করবে। কিন্তু তারপর তাদের মনে হল সে ক্ষেত্রে তদন্ত হলে, হয়তো তাদের আসল পরিচয় সকলের সামনে ফাঁস হয়ে যাবে। অথচ গার্সিয়ার মৃত্যু করে রাখা হল, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভয় দেখানো হল, অত্যন্ত নির্মম অত্যাচার করা হল আমার মনোবল নষ্ট করার উদ্দেশ্যে—এই ক্ষতিচিহ্ন দেখুন আমার কাঁধে, আর কত আঘাতের চিহ্ন দুই হাতে। আর যে মুহূর্তে জানলা দিয়ে চেঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, আমার মুখে ঠুলি গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। এই নিষ্ঠুরতা চলল পাঁচ দিন ধরে। খাবার যা পেতাম তাতে কোনোরকমে জীবন ধারণ সম্ভব। আজ একটু ভালো লাঞ্চ দিয়েছিল, কিন্তু খাওয়া মাত্র বুঝতে পারলাম যে আমায় ওষুধ খাইয়েছে। কতকটা স্বপ্নের ঘোরেই যেন মনে হল আমাকে খানিকটা হাতে ধরে খানিকটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হচ্ছে। ট্রেনে যখন তুলছে তখনো আমার সেই একই অবস্থা। তারপর যখন চাকাগুলো চলতে শুরু করেছে কেবলমাত্র তখনই আমার খেয়াল হল যে আমার স্বাধীনতা এখন আমারই হাতে। তাই লাফিয়ে পড়লাম আমি। ওরা চেষ্টা করল আমাকে আবার টেনে তুলে নিতে এবং এই ভালো লোকটি যদি না আমাকে নিয়ে এসে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে এখানে নিয়ে না আসত তাহলে নির্ঘাত ওরা জরবদস্ত আমাকে নিয়ে যেত।

একমনে সকলেই এই ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনছিলেন। হোম্‌স্ নীরবতা ভেঙে বললেন, কিন্তু আমাদের অসুবিধা এখনো কাটে নি। পুলিশের কাজ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু এবার আইনের কাজ শুরু। পেড্রোর বাঘ তার প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছিলেন। তবে তক্ষুনি নয়, এই ঘটনার কিছুকাল পরে। মাস-ছয়েক পওের মন্টালভার মার্কইস তাঁর সেক্রেটারি দুজনেই স্যাড্রিডের হোটেল এস্ কিউরিয়্যাল-এ নিহত হন, অপরাধটা আরোপিত হয় সন্ত্রাসবাদদের ওপর। হত্যাকারীরা ধরা পড়ে নি। ইন্সপেক্টর বেইনস্ এসে বেকার স্ট্রিটে হোম্‌স্‌দের সঙ্গে দেখা করে, সেই সেক্রেটারির কালো চেহারার আর তার মনিবের প্রভুত্ব ব্যঞ্জক আকৃতির সম্মোহক দৃষ্টির ও রোমশ ভ্রুর এক ছাপানো বৃত্তান্ত দেখান। সুতরাং বিচার যে হয়েছে তাতে আর সন্দেহ রইল না, যদিও বিলম্বে হল।

ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যান

টেলিগ্রামের খামটা ছিঁড়ে লেখাটা পড়েই হোম্‌স্ হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর হাসি থামিয়ে ওয়াটনসকে বললেন, কী আশ্চর্য! আমার দাদা মাইক্রফট আসছেন!

ওয়াটসন বললেন,—কেন, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? হোমস বললেন,—বল কী, মাইক্রফটের আছে একটা নির্দিষ্ট রেল লাইন, সেই লাইন ধরে নির্দিষ্ট পথে তিনি চলেন। পল-মল-এ তাঁর বাড়ি থেকে ডায়োজিনিস ক্লাব, আর সেখান থেকে হোয়াইট হল—এই হল তাঁর দৌড়। মাত্র একবার তিনি আমার এখানে এসেছিলেন। কোন বিপর্যয়ের ফলে আবার লাইনচ্যুত হয়ে এখানে আসছেন কে জানে?

ভাইয়ের টেলিগ্রামটা হোমস ওয়াটসনের হাতে দিলেন। তাতে লেখা আছে ক্যাডোগান ওয়েস্ট-এর ব্যাপারে দেখা করতে যাচ্ছি এক্ষুনি, ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

হোম্‌স্ বললেন,—মাইক্রফট ব্রিটিশ গভর্মেন্টে কাজ করেন। বছরে পান চারশো পঞ্চাশ পাউন্ড। এবং এখনো তিনি সহকারীই রয়ে গেছেন। কোনো রকম উচ্চাশাই তার মনে নেই—না সম্মানের, না উপাধির, অথচ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিহার্য তিনি।

ওয়াটসন বললেন, 'কিন্তু তা কী করে হয়?'

হোমস বললেন অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান তাঁর। এ তাঁর নিজেরই কৃতিত্ব। তাঁর কাজ যেমন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, তেমনি তাঁর বহুবিধ ঘটনা ধরে রাখবার অমন ক্ষমতা আর কারো আছে কিনা সন্দেহ। যে বিশেষ ক্ষশতা আমি অপরাধ তত্ত্বে প্রয়োগ করেছি, তিনি তা প্রয়োগ করেছেন এই বিশেষ কাজে। যে কোনো বিভাগের যে কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—অর্থাৎ তিনি যেন কোনো ক্লিয়ারিং হাউস—তিনি সায় দিলে তবে তা গৃহীত হবে। অন্য সবাই যে যার কাজে বিশেষজ্ঞ, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য হল যে কোনো বিষয়ে। ধরো কোনো মন্ত্রীর কোনো খবর দরকার হল নৌবাহিনী বা ভারত বা কানাডা বা দ্বি-ধাতুমান নিয়ে। পৃথক পৃথক বিভাগ থেকে তিনি এসব খবর পেতে পারতেন বটে, কিন্তু এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই আলোকপাত করা একমাত্র মাইক্রফটের পক্ষেই সম্ভব। কোনো কাগজ পত্র না দেখেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারেন কীভাবে এসব পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ। প্রথম প্রথম সময় সংক্ষেপের জন্যে তাঁকে ব্যবহার করা হত। কিন্তু ইদানীং উনি নিজেকে একেবারে অপরিহার্য করে তুলেছেন। তাঁর বিরাট মগজে সমস্ত কিছুই যেন খোপ খোপ করে সাজানো—প্রয়োজনমতো মুহূর্তের মধ্যে বার করতে পারেন।

ওয়াটসন মুচকি হেসে বললেন—হয়েছে, হয়েছে। তারপর সোফার ওপর ছড়ানো কাগজগুলো হাতড়াতে লাগলেন। হ্যাঁ, এই তো! রবিবার সকালে যে তরুণটিকে ভূগর্ভস্থ রেল লাইন থেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সেইই তো ক্যাডোগান ওয়েস্ট! আর তদন্ত একটা হয়েছিল, তাতে অনেক নোতুন নোতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করলে মনে হবে এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা খানিকটা আছে।

হোমস আরাম-চেয়ারে ভালো করে বসে বললেন, আচ্ছা ওয়াটসন, সমস্ত ঘটনাটা শুনি এবার।

ওয়াটসন বললেন, লোকটির বয়স সাতাশ, অবিবাহিত, নাম ক্যাডোগান ওয়েস্ট। উলউইচ আর্সেন্যালের এক কেরানি ছিল সে। মানে গভর্নমেন্টের চাকুরে। সোমবার রাতে সে হঠাৎ উলউইচ থেকে চলে যায়, তাকে সবশেষে দেখে তার বাগদত্তা মিস্ ভায়োলেট ওয়েস্ট বেরি। সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ওয়েস্ট, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তাকে ছেড়ে কুয়াশার মধ্যে চলে যায়। কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয় নি। তার এরকম ব্যবহারের কোনো কারণই মেয়েটি আন্দাজ করএত পারে নি। এরপর তার সম্বন্ধে যা জানা যায় সে হল, লন্ডনের ভূগর্ভস্থ রেলের আল্ডগেট স্টেশনের ঠিক বাইরে রেললাইন তত্ত্বাবধায়ক মেসনের কাছ থেকে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময়ে—পশ্চিমমুখো যেতে বাঁ রেলপথের থেকে তফাতে স্টেশনের কাছাকাছি—ভূগর্ভ থেকে যে জায়গায় গাড়ি বেরিয়ে আসে তার কাছে। মাথাটায় প্রচুর জখম ছিল—অমন আঘাত গাড়ি থেকে পড়ে গেলে সম্ভব। এসব খবর আমার খবরের কাগজে পড়া।

হোম্‌স্ বললেন,—ও, মামলাটা তাহলে বেশ পরিষ্কার বলেই মনে হচ্ছে। লোকটি ট্রেন থেকে পড়ে গেছে বা তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে—জীবিত বা মৃত অবস্থায়। এ পর্যন্ত কোনো গোলমাল নেই। তারপর?

ওয়াটসন বললেন, 'পুবমুখো ট্রেনগুলো যে লাইন দিয়ে যায় তার ধারে পাওয়া যায় মৃতদেহটা। তরুণটি যখন মারা যায় তখন অনেক রাত। এ লাইনের কোনো ট্রেনেই সে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন্ স্টেশনে সে ট্রেনে উঠেছিল তা আন্দাজ করা অসম্ভব।

হোম্‌স্ বললেন, 'কেন, টিকিট দেখলেই তো বোঝা যাবে। এবং যখন ওয়াটসনের মুখে

শুনলেন, যে, কোনো টিকিটই তার পকেটে ছিল না, তখন বললেন, অস্বাভাবিক ব্যাপার তো! ওয়াটসন, আমার অভিজ্ঞতায় বলে, টিকিট না দেখিয়ে এসব স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকা যায় না। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে একটা টিকিট তার ঠিকই ছিল, তবে সেটা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, পাছে জানা যায় কোনো স্টেশন থেকে সে আসছে? সেটা অবশ্য সম্ভব। না কি, টিকিটটা সে গাড়িতে ফেলে দিয়েছে? তাও অসম্ভব নয়। কিন্তু যাই হোক ব্যাপারটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ডাকাতির কোনো নির্দশন নিশ্চয়ই ছিল না?

ওয়াটসন বললেন, 'আপাতদৃষ্টিতে তো ছিল না বলেই মনে হয়। তার সঙ্গে যা যা ছিল তার একটা তালিকা এখানে আছে। তার মানি ব্যাগ, তাতে ছিল দু-পাউন্ড পনের শিলিং। আর একটা চেক বইও ছিল—ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিজ ব্যাঙ্কের উলউইচ শাখার। এইটি দিয়েই তাকে সনাক্ত করা হয়েছিল। দুটি টিকিটও ছিল উলউইচ থিয়েটারের ড্রেস সার্কেল-এর। আর ছিল কারিগরি কাগজপত্রের একটা প্যাকেট।

তৃপ্তিব্যাঞ্জক একটা শব্দ করে হোম্‌স্ বললেন—এতক্ষণে বোঝা গেল ওয়াটসন, ব্রিটিশ গভর্মেন্ট—উলউইচ-আর্সেন্যাল—কারিগিরি কাগজপত্র—মাইক্রফট।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিচারিকা দীর্ঘদেহ জমকালো পোশাকে সজ্জিত মাইক্রফট হোম্‌স্‌কে নিয়ে এল। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। তাঁর পেছন পেছন এলেন গম্ভীর প্রকৃতির স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেড। কোনো কথা না বলে লেসট্রেড হোম্‌সের সঙ্গে করমর্দন করলেন। আর মাইক্রফট অনেক ধস্তাধস্তির পর ওভারকোটটা খুলে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, জানো শার্লক, একটা বিশ্রী ব্যাপারে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। শ্যামদেশের এখন যা পরিস্থিতি তাতে অফিস থেকে বেরোনো আমার পক্ষে বেজায় অস্বস্তিকর। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই অত্যন্ত সঙ্কটজনক—প্রধানমন্ত্রীকে কখনো এত বিচলিত হতে দেখি নি। আর নৌ সচিবসভার যেন ঢিল-খাওয়া মৌচাকের মতো অবস্থা। মামলাটা তুমি পড়েছ?

শার্লক হোম্‌স্ বললেন—এইমাত্র ওয়াটসন আমাকে পড়ে শোনোল। কারিগরি কাগজগুলো কী?

মাইক্রফট বললেন, 'সেইটাই তো সমস্যা। ভাগ্যি সেটা এখনো প্রকাশ পায় নি তাই, না হলে ভীষণ ক্ষেপে যেত খবরের কাগজগুলো। বেচারার পকেটে যে কাগজগুলো ছিল সেগুলো হল ব্রুস পার্টিংটন ডুবোজাহাজের নক্সা। এমন ভঙ্গি করে মাইক্রফট কথাটা বললেন যে, ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না। শার্লক আর ওয়াটসন চুপ করে রইলেন আরো শুনবেন বলে।

মাইক্রফট আবার বলতে শুরু করলেন—গভর্মেন্টের যাবতীয় গোপন তথ্যের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে সঙ্গোপনে রাখা হত। জেনে রাখো, এই ব্রুস পার্টিংটনের পরিধির মধ্যে জলযুদ্ধ একেবারে অসম্ভব। এই উদ্ভাবনার একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্যে দুই বছর আগে এস্টিমেট থেকে প্রচুর টাকা গোপনে পাচার হয়েছিল—এর গোপনীয়তা বজায় রাখবার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা হয়েছে। অত্যন্ত জটিল এই নক্সা। যে গোটা তিরিশেক আলাদা আলাদা পেটেন্ট এর জন্যে নেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটাই নক্সাটাকে কার্যকরী করে তোলবার পক্ষে অপরিহার্য। এগুলো রাখা হত বারুদঘর সংলগ্ন কোনো গুপ্ত দপ্তরের এমন এক সিন্দুকের মধ্যে যার মধ্যে জটিলতার শেষ নেই। সেখানকার দরোজা জানলা সব এমনভাবে তৈরি যাতে চুরি বা ডাকাতি একেবারেই অসম্ভব। কোনো পরিস্থিতিতেই এই নক্সা ওখান থেকে সরানোর কথা নয়। নৌবাহিনীর প্রধানের পর্যন্ত প্রয়োজন হলে ওখানে গিয়ে দেখে আসতে হবে। অথচ দেখো, সেগুলো পাওয়া গেল দপ্তরের এক মৃত নিম্নতন কর্মচারীর পকেট থেকে। অফিসের পক্ষে এ এক সাংঘাতিক ঘটনা। আর বিপদ হচ্ছে যে, চুরি গেছিল দশটা কাগজ অথচ ওর কাছে পাওয়া গেছে সাতটা। যে তিনটি পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। এ এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রশ্ন। এর সমাধান তোয় করতেই হবে। কেন ক্যাডোগান ওয়েসটট কাগজগুলো নিয়েছিল, 'তার মৃতদেহ ওখানে কী করে গেল—হারানো

কাগজগুলো কোথায় গেল—এসব সমস্যার তোমাকে সমাধান করতে হবে। তাহলে দেশের উপকার করা হবে তোমার।

শার্লক বললেন—মামলাটা সত্যিই কৌতূহলদ্দীপক। মামলাটা আমি নিলাম। এবার ভাই, আরো কিছু তথ্য আমায় দাও দেখি।

মাইক্রফট বললেন, 'এই কাগজটায় আমি সেইসব ঘটনা লিখে রেখেছি যেগুলো আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আর কয়েকটা ঠিকানাও এখানে লিখেছি যেখানে তুমি সাহায্য পেতে পারো। কাগজগুলোর প্রকৃত অভিভাবক হচ্ছেন সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞ স্যার জেমস ওয়াল্টার। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। এমনই এক মানুষ তিনি, যাঁর দেশপ্রেম সম্পূর্ণ সন্দেহের অতীত। যে দুজনের জিম্বায় সেই সিন্দুকের চাবি থাকে তাদের একজন হলেন তিনি। সোমবার যতক্ষণ অফিস খোলা ছিল ততক্ষণ যে কাগজগুলো যথাস্থানে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বেলা তিনটে নাগাদ স্যার জেমস্ চাবি নিয়ে বেরিয়ে যান লন্ডনে যাবেন বলে। বার্কলে স্কোয়ারের অ্যাড্‌মিরাল সিনক্রেয়ারের বাড়িতে তিনি সমস্ত সন্ধ্যেটা কাটান। এবং সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটে।

শার্লক জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনাটা যাচাই করা হয়েছে তো? মাইক্রফট বললেন—হ্যাঁ, তাঁর ভাই কর্ণেল ভ্যালেন্টাইন ওয়াল্টার তাঁর উলউইচ ত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং অ্যাডমিরাল সিনক্রেয়ার সাক্ষিতে তাঁর লন্ডনে পৌঁছানোর কথা বলেছেন। অতএব মনে হচ্ছে স্যর জন্য প্রত্যক্ষভাবে এ সমস্যার সঙ্গে জড়িত নন।

আর বাকি চাবিটা যার কাছে ছিল সে কে?—শার্লক জিজ্ঞেস করলেন।

মাইক্রফট বললেন, 'সিনিয়র কেরানি আর নক্সাকার সিডনি জনসন। বয়স চল্লিশ একটু বিষণ্ণ লোকটি। কিন্তু সরকারি মহলে প্রচুর সুনামের অধিকারী। সহকর্মীদের মধ্যে তিনি খুবই অপ্রিয়। প্রচুর পরিশ্রমী। তাঁর বিবৃতি হল (এর সমর্থন করেছেন শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী), সোমবার অফিস থেকে ফিরে তিনি আর বাড়ি থেকে বেরোন নি। এবং তার চাবিও সব সময়েই ছিল ঘড়ির চেন যেখানে রাখা হত সেখানে।'

শার্লক এবার মাইক্রফটের কাছে ক্যাডোগান ওয়েস্ট সম্বন্ধে জানতে চাইলে, মাইক্রফট বললেন, 'দশবছর হল সে ওখানে কাজ করছিল এবং কাজ ভালো করত সে। স্বভাবটা তার ভালোই ছিল তবে একটু রগচটা বলে বদনামও ছিল। সাদাসিধে, সৎ, ক্যাডোগানের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। সে ছিল অফিসে সিডনি জনসনের ঠিক নিচে। তার যা কাজ তাতে রোজই তাকে এই নক্সাগুলো নাড়াচাড়া করতে হত। সে ছাড়া আর কেউ ওখানে হাত দিত না।'

সেদিন রাতে কে নক্সাগুলো চাবিবন্ধ করেছিল? হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন। মাইক্রফট বললেন—সিনিয়র ক্লার্ক সিডনি জনসন।

শার্লক গম্ভীরভাবে বললেন—তাহলে দেখা যাচ্ছে নক্সাগুলো কে নিয়েছে সে বিষয় আর কোনো সন্দেহই নেই। সেগুলো এই জুনিয়ার কেরানির কাছে পাওয়া গেছে এই তো?

হ্যাঁ, মাইক্রফট বললেন—কিন্তু শার্লক, কেন সে ওগুলো নেবে? তবে তুমি বলতে পারো ওগুলোর বিনিময়ে খুব সহজেই কয়েক হাজার পাউন্ড পাওয়া যেতে পারত।

শার্লক বললেন—বিক্রি করা ছাড়া ওগুলো লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার আর কোনো কারণ থাকতে পারে বলে তুমি মনে করো কি? যদি তা না করো তাহলে আপাতত কাজ চালানোর জন্যে সেটা ধরেই এগোনো যাক। ওয়েস্ট এর পক্ষে কাগজগুলো নেওয়া সম্ভব কেবলমাত্র কোনো নকল চাবির সাহায্যে। অনেকগুলো নকল চাবিই তার কাছে ছিল। গোপন তথ্য বিক্রি করবার জন্যে সে লন্ডনে যায়। এবং নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য ছিল পরদিন সকালে খোঁজ পড়ার আগে যথাস্থানে রেখে দেওয়া। আর সেই উদ্দেশ্যে লন্ডনে যায় এবং মারা পড়ে। আর ধরে নেওয়া যেতে পারে মৃত্যুটা তার হয়েছিল—সে উলউইচে যখন ফিরে আসছিল, তখন তাকে হত্যা করে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়।

মাইক্রফট বললেন—কিন্তু লন্ডন ব্রিজে যেতে হয় আলডগেট স্টেশন থেকে, আর যেখানে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে সে জায়গা। অনেক কারণ থাকতে পারে যে জন্যে সে লন্ডন ব্রিজের উপর দিয়ে গেছিল। যেমন ধরো, সেই কামরায় এমন এক ব্যক্তি ছিল যার সঙ্গে সে কথাবার্তায় একেবারে মশগুল হয়ে গিয়েছিল।

এবং সেই কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যার ফলে তাকে প্রাণ দিতে হয়। হয়তো সে কামরা থেকে চলে আসতে চাইছিল এবং তাতে পড়ে গিয়ে মারা যায় এবং তার সঙ্গী দরোজাটা বন্ধ করে দেয় তখন। ঘন কুয়াশা থাকায় ব্যাপারটা কারো চোখে পড়ে নি।

শার্লক বললেন, 'এটা সম্ভবও হতে পারে।'

মাইক্রফট পুনরায় বলতে লাগলেন—এ-পর্যন্ত যা যা তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে এর চেয়ে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত আর কী হতে পারে? কিন্তু তাহলেও ভেবে দেখো শার্লক, কত কিছুষই এখনো অজানা রয়ে গেছে। তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যেতে পা ক্যাডোগান ওয়েস্ট কাগজগুলো নিয়ে যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই তাহলে বিদেশীয় ব্যক্তি বিশেষটির সঙ্গে দেকা করবার জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট কলেচিল, সুতরাং সেদিন বিকেলের জন্যে অন্য কোনো কাজ সে রাখত না। অথচ সেদিনই সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাবে বলে দুটো টিকিট কেটেছে, বাগ্‌দত্তাকে সঙ্গে করে বেরিয়েছে, অর্ধেক পথ পর্যন্ত এগিয়েছে, আর তার পরেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লেসট্রেড বললেন, 'লোকের চোখে ধূলো দেবার জন্যেই নিশ্চয়ই।'

মাইক্রফট বললেন, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আচ্ছা প্রথম হল এই। দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে—ধরো সে লন্ডনে পৌছে বিদেশী ব্যক্তিটির সঙ্গে দেখা করল। সকালে অফিস খোলার আগেই তাকে কাগজগুলো যথাস্থানে রেখে দিতে হবে, নতুবা জানাজানি হয়ে যাবে। দশটা কাগজ নিয়ে সে বেরিয়েছিল, অথচ তার পকেটে পাওয়া যায় মাত্র সাতটা। তাহলে বাকি তিনটের কী হল? নিশ্চয়ই সেগুলো স্বেচ্ছায় ফেলে আসে নি? তারপর ধরো, এই বিশ্বাসঘাতকতা করে যে টাকাটা সে পেল সেটাই বা কোথায়? প্রচুর টাকা তো তার পকেটে থাকার কথা।

লেসট্রেড বললেন—ব্যাপারটা আমি বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি এবং এতে আমার সন্দেহমাত্র নেই। কাগজগুলো সে নিয়েছিল বিক্রি করার জন্যে। নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়। কিন্তু দরদামে পোষায় না। তকন সে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই বিশেষ ব্যক্তিটিও ট্রেনে উঠে পড়ে। ট্রেনে উঠে লোকটি খুন করে তাকে। তারপর দরকারি কাগজগুলো হাত করে মৃতদেহটা ফেলে দেয় কামরা থেকে। আর পাছে টিকিটটা থেকে জানা যায় লোকটির বাড়ির নিকটবর্তী স্টেশন কোন্‌টি তাই নিহতের পকেট থেকে টিকিটটাও নিয়েছিল।

শার্লক হোম্‌স্‌ বললেন, 'বাঃ লেসট্রেড, বেশ, তোমার যুক্তি এ পর্যন্ত ধোপে টিকঁছে বটে। এবং সেইটিই যদি সত্য হয় তাহলে এ মামলার এখানেই সমাপ্তি। একদিকে দেখা যাচ্ছে প্রতারকের দণ্ড হয়েছে, আর অন্য দিকে, ব্রুস পার্টিংটন ডুবোজাহাজের নক্সা ইতিমধ্যেই দেশছাড়া হয়েছে। এখন তাহলে আমাদের কর্তব্য কী?'

কাজ—কাজ—কাজে নামতে হবে শার্লক—লাফিয়ে উঠে বললেন, 'মাইক্রফট হোম্‌স্‌—আমার মন কিছুতেই এ যুক্তি মানতে পারছে না। তোমার ক্ষমতা কাজে লাগাও—যাও ঘটনাস্থলে যাও। যাদের সন্দেহ হয় দেখা করো তাদের সঙ্গে। কোথাও কোনো ফাঁক রেখো না। দেশকে সেবার এত ভালো সুযোগ আর তুমি পাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শার্লক তোম্‌স্‌ বললেন, 'এসো, ওয়াটসন। আর লেসট্রেড, দুই একটা ঘণ্টা কি তোমায় আমাদের সঙ্গে পেতে পারি? আমাদের অনুসন্ধান শুরু হবে আল্ডাগেট স্টেশন থেকে। বিদায় মাইক্রফট, সন্ধ্যের আগেই তোমায় একটা রিপোর্ট দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লেসট্রেড, হোম্‌স্‌ আর ওয়াটসন আল্ডগেট স্টেশনের কাছে পৌছে গেলেন, ভূগর্ভ রেল যেখানে ওপরে উঠে এসেছে সেখানে রেলের প্রতিনিধি ভদ্রলোকটি

লালমুখো বিনয়ের সঙ্গে তিনি দেখালেন, রেললাইন থেকে ফুট তিনেক তফাতে—এই জায়গায় পড়েছিল মৃতদেহটা। ওপর থেকে পড়া সম্ভব নয়, কারণ দেখছেনই তো, দেয়ালগুলো কেমন ফাঁকা। সুতরাং কেবলমাত্র কোনো ট্রেন থেকেই ওখানে পড়া সম্ভব এবং এমন কোনো ট্রেন থেকে যেটা সোমবার মাঝরাত নাগাদ ওখান দিয়ে গেছে।

শার্লক জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, গাড়ির কামরাগুলো পরীক্ষা করে কোনো ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন পাওয়া যায় নি। কোনো টিকিটও পাওয়া যায় নি। আর ট্রেনের কোনো দরোজাও খোলা ছিল না।

লেসট্রেড বললেন, 'একটা নতুন তথ্য আজ সকালে পেয়েছি। একটা সাধারণ গাড়ির এক যাত্রী বলেছেন, সোমবার রাত ১১.৪০ মি. নাগাদ গাড়িটা ঐ স্টেশনে পৌঁছতে যাবে, এমন সময় একটা ভারি বস্তুর পতনের শব্দ পান। কিন্তু কুয়াশা ঘন তাকায় কিছুই দেখতে পান নি। সেই সময় তিনি কোনো রিপোর্ট করেন নি। ওকি" কি. হোম্‌সের কী হল?

হোম্‌স্ তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন, যেখানে রেললাইন বাঁক নিয়ে ওপরে উঠে গেছে—তাঁর মুখে ব্যগ্রতার চিহ্ন স্পষ্ট। আল্ডগেট হল এক জংশন স্টেশন, অনেক রেললাইন সেখানে। তাঁর কাঁপা দু-ঠোঁট আর তীক্ষ্ণ সতর্ক মুখ, নাসারন্ধ্রের কম্পন আর রোমবহুল দুই ভ্রুর একাগ্রতা লক্ষ করা গেল। বিড়বিড় করে বলছিলেন, পয়েন্টগুলো—এই পয়েন্টগুলো। আচ্ছা, এ ধরনের রেললাইনে তো খুব বেশি পয়েন্ট থাকে না, 'তাই না?' আর একটা বাঁক। কয়েকটা পয়েন্ট, আর একটা বাঁক। হা ঈশ্বর, সত্যিই যদি তা হত!

লেসট্রেড বললেন, 'এসব কী বলছেন মি. হোমস! আপনি কি কোনো সূত্র পেয়েছেন?'

শার্লক হোমস বললেন, 'উঁহু, একটা ধারণা মাত্র। একটা নির্দেশ, তাছাড়া কিছু নয়। তবে, মামলাটা আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে বৈকি। আশ্চর্য অতি আশ্চর্য! কিন্তু তা-ই বা কেন? লাইনে রক্তের কোনো চিহ্ন দেখছি না তো! খানিকটা রক্ত অন্তত থাকার কথা! যে যাত্রী বলেছিলেন ভারী বস্তু পতনের আওয়াজ পেয়েছেন, তার কামরাটা কি পরীক্ষা করা যেতে পারে?'

লেসট্রেড বললেন, 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে প্রত্যেকটি কামরা খুব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছে। আমার চোখের সামনেই হয়েছে।'

হোম্‌স্ বললেন, 'এখানকার কাজ শেষ, এবার চলো ওয়াটসন আর লেসট্রেড, আর তোমায় আটকে রাখছি না। আমাদের তদন্তের পটভূমি এবার হবে উলউইচ। লন্ডন ব্রিজে পৌঁছে শার্লক মাইক্রফটের জন্যে একটা টেলিগ্রাম লিখে ওয়াটসনের হাতে একবার দিলেন পাঠাবার আগে। তাতে লেখা ছিল, 'কিঞ্চিৎ আলোর সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু হয়তো তা নিভে যেতে পারে। ইংল্যান্ডে যতো বিদেশী গুপ্তচর আছে তাদের সকলকার নাম আর পুরো ঠিকানা নিয়ে কেউ যেন বেকার স্ট্রিটে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করে। ওয়াটসনকে বললেন, এটা কাজে লাগবে ওয়াটসন, উলউইচের ট্রেনে বসে শার্লক হোম্‌স্ মন্তব্যে করলেন, এমন একটা অসাধারণ মামলার জন্যে নিশ্চয়ই আমরা মাইক্রফটের কাছে ঋণী। শোনো, আমার একটা ধারণা হয়েছে। যেটা হয়তো আমায় অনেকটা এগিয়ে দেবে। দেখো, লোকটির মৃত্যু হয়েছে অন্য কোনো জায়গায়, এবং তার মৃদদেহটা রাখা হয়েছিল কোনো রেল কামরার ছাদের ওপরে। কিন্তু ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখলে বেশ বোঝা যায় এটা কি নিতান্তই কাকতলীয় যে, মৃতদেহটি পাওয়া গেল ঠিক সেখানে গাড়িটা যেখানে মোড় ফিরল? গাড়ির ছাদে যদি কোনো বস্তু থেকে থাকে তাহলে ঠিক এই জায়গাটাতেই পড়ে যাওয়ার কথা নয়? কিন্তু গাড়ির ভেতরকার কোনো বস্তুই অমন কাৎ হলে পড়ে যাবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হয় মৃতদেহটা গাড়ির ছাদ থেকে ড়ে গেছে, নতুবা এক অত্যন্ত আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটেছে। আচ্ছা, এবার রক্তের কথাটা যদি ধরা যায়, রক্তপাতটা যদি অন্যত্র হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে রেললাইনে কোনো রক্ত থাকবে না। প্রতিটি ঘটনা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। এবং প্রত্যেকটি একত্র হয়ে রীতিমত জোরদার হয়ে উঠেছে। আর টিকিট না থাকার কোনো কারণই যে আমরা

এতক্ষণ আবিষ্কার করতে পারি নি—তা ক্রমশঃ এ ঘটনার সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে যাচ্ছে তবে মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে আমরা এখনো একটুও অগ্রসর হতে পারি নি। রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এইটুকু বলে মি. হোম্স্ চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেলেন। এই অবস্থা চলল, যতক্ষণ না মন্থরগতি গাড়িটা অবশেষে উলউইচ ষ্টেশনে ঢুকল। সেখানে নেমে একটা গাড়ি ডেকে শার্লক হোম্স্ মাইক্রফটের কাগজপত্রগুলো বার করলেন। তারপর বললেন, আজ বিকেলে আমাদের বেশ কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। তার মধ্যে স্যার জেম্স্ ওয়াল্টারের সঙ্গেই সবচেয়ে আগে দরকার। চলো ওখানেই যাওয়া যাক্।

ঘণ্টা বাজাতেই একজন পরিচারক এসে শুক্‌নো মুখে বলল, স্যার জেম্স্? আজ সকালে তিনি মারা গেছেন।

অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে শার্লক হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছিল তার?

অনুগ্রহ করে ভিতরে আসুন স্যার, তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

একটা স্বল্পালোকিত ঘরে হোম্স্ ও ওয়াটসনকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে পরমুহূর্তেই বছর পঞ্চাশেকের একজন সুদীর্ঘ সুপুরুষ প্রবেশ করলেন। মৃত বিজ্ঞানীর ছোট ভাই। চোখের বন্য দৃষ্টিতে, গালের দাগে আর এলোমেলো চুলে শোকের চিহ্ন স্পষ্ট। ফ্যাঁস্ ফেঁসে গলায় বললেন, কেলেঙ্কারির একশেষ! আমার ভাই স্যার জেমস্ ছিলেন আত্মসম্ভ্রমের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতার। তাই এই ঘটনার আঘাত সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তাঁর বুক ভেঙে গেছিল। দপ্তরের কর্ম কুশলতা নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না, তাই এ আঘাত একেবারে তাঁর মর্মে বিদ্ধ হয়েছে। তিনি যা জানতেন সবই পুলিশের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। ক্যাডোগান ওয়েস্ট যে অপরাধী এ বিষয়ে স্বভাবতই তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এটুকু ছাড়া আর কোনো কিচু সম্বন্ধেই তাঁর কিছুমাত্র ধারণা ছিল না।

হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ব্যাপারে আপনি যা জানেন বলুন?'

ভদ্রলোক বললেন, কাগজে যা পড়েছি আর শুনেছি তার বাইরে আমি কিছুই জানি না। অশিষ্টতার জন্যে মাফ্ করবেন মি. হোম্স্। কিন্তু বুঝছেন তো, আমাদের যা মনের অবস্থা তাতে আপনাকে অনুরোধ করব জিজ্ঞাসাবাদটা একটু সংক্ষেপে সারতে।

কথাবার্তা শেষে গাড়িতে ফিরে হোম্স্ মন্তব্য করলেন, 'সত্যিই এ এক অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। জানি না এ মৃত্যু স্বাভাবিক, না কি বেচারা আত্মহত্যা করেছেন। যদি আত্মহত্যাই হয়, সে কি তবে কৃতকর্মের অনুশোচনায়? কর্তব্যে অবহেলার গ্লানিতে? সে প্রশ্ন এখন থাক? আপাততঃ চলো, ক্যাডোগান ওয়েস্ট-এর বাড়িতে চলো।

শহর শেষের ছোটোখাটো ছিমছাম বাড়িটায় শোকার্তা ক্যাডোগানের মায়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনি এত শোকে অভিভূতা ছিলেন, যে কিছুই তাঁর কাছ থেকে জানা সম্ভব হল না। তবে, তাঁর পাশেই এক তরুণী, তার মুখটা সাদা—মিস্ ভায়োলেট। ওয়েস্টবেরি বলে সে নিজের পরিচয় দিল, সে ছিল মৃতের বাগ্‌দত্তা। মৃত্যুর দিন রাতে তারই সঙ্গে ওয়েস্ট-এর শেষ দেখা হয়।

তরুণীটি বলল—এর কোনো আগামাথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মি. হোম্স্—দুর্ঘটনার খবর পাওয়া থেকে আমি একটুও ঘুমোতে পারি নি। শুধু ভাবছি, ভাবছি আর ভাবছি। সারা দিন আর সারা রাত—কী এর অর্থ হতে পারে। আর্থারের মতো অমন একাগ্র, সাহসী আর দেশপ্রেমী আর একজনও পৃথিবীতে নেই। এমনকি সে নিজের ডান হাত পর্যন্ত কেটে ফেলবে তবু রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোনো গোপন তথ্য বিক্রি করবে না। যে তাকে চেনে সেই-ই বলবে এমন কাজ তার পক্ষে অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব।

হোম্স্ বললেন, 'কিন্তু মিস্ ওয়েস্টবেরি, আমরা এসেছি তথ্য সংগ্রহ করতে।'

ওয়েস্টবেরি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো বটেই। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে এর কিছুই আমি বলতে পারব না।

হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তার কি টাকার অভাব ছিল?'

না। মিস্ ওয়েস্টবেরি বললেন, সে বেশ মোটা টাকা মাইনে পেত। কয়েকশো পাউন্ড সে জমিয়েছিল, ঠিক হয়েছিল নববর্ষের দিনে আমাদের বিয়ে হবে।

আচ্ছা, কোনোরকম মানসিক উত্তেজনা কি ওঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন? বলুন মিস্ ওয়েস্টবেরি, সম্পূর্ণ মন খুলে কথা বলুন—হোম্‌স্ বললেন।

তরুণীর আচরণে কিছু পরিবর্তন হোম্‌সের নজরে পড়ল। আরক্ত মুখে তরুণীটি বলল, হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছিল, যেন কি একটা যেন তার মনের মধ্যে রয়েছে। দিন সাতেক আমি এইরকম চঞ্চলতা তার মধ্যে দেখেছিলাম। এ নিয়ে তাকে আমি একদিন চাপ দিতেই ও স্বীকার করল, 'অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে তার মাথায় একটা দুঃশ্চিন্তা চেপে বসেছে। ব্যাপারটা এতই গুরুত্বর যে তোমার কাছে তা খুলে বলতে পারছি না।

হোম্‌সের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলে যান, মিস ওয়েস্টবেরি। কোনো ভয় নেই।

তরুণীটি বলল আর একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি চাপ দিতেই সে গোপনীয় ব্যাপারটা কথা তুলেছিল। মনে হচ্ছে ও যেন বলেছিল, যে, বিদেশী গুপ্তচরেরা এই গোপন তথ্যের জন্যে প্রচুর টাকা দিতে প্রস্তুত।

হোম্‌সের মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, আর কিছু মনে পড়ে?

তরুণীটি বলল, 'হ্যাঁ বলেছিল এসব ব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ যে কোনো প্রতারকের পক্ষেই নক্সাগুলো হাত করা সম্ভব।'

হোম্‌স্ এবার বললেন, 'আচ্ছা এবার সেই শেষ রাতের কথা বলুন তো? তরুণীটি বলল—সেদিন আমাদের থিয়েটারে যাবার কথা ছিল। এমন ঘন ঘুয়াশা ছিল যে গাড়ি নেবার প্রশ্নই ছিল না। তাই আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলাম। পথে ওর অফিস পড়ল। হঠাৎ ও কুয়াশার মধ্যে দৌড় দিল।'

হোম্‌স্ প্রশ্ন রাখলেন, 'কোনো কিছু না বলেই কেবল একটা বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণ করেই ও দৌড়তে লাগল।'

তরুণীটি বলল, 'আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু আর সে ফিরল না। তখন আমি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরলাম। পরদিন সকালে অফিস খুলতে ওরা আমার কাছে এল খোঁজ করতে। ভয়ঙ্কর খবরটা পেলাম বেলা বারোটা নাগাদ। মি. হোম্‌স্, স্যার, আপনি যদি তার সম্মানটা রক্ষা করতে পারেন! কারণ আত্মসম্মানের মূল্য তার কাছে ছিল অনেক বেশি। তরুণীর চোখে জল!

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন হোম্‌স্। তারপর বললেন, চলো ওয়াটসন, এবার আমাদের অন্যত্র যেতে হবে। এখন চলো, যে অফিস থেকে কাগজগুলো খোয়া গেছে।

গাড়িতে যেতে যেতে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—ছেলেটিকে ঘিরে আগেই মেঘ ঘনিয়েছিল, তদন্তের ফলে সেই মেঘ আরো ঘন হয়ে উঠল। ওর আসন্ন বিবাহই এই অপরাধের একটা উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াবে। কারণ বিয়েয়েত স্বাভাবিকভাবেই অনেক টাকার দরকার হয়ে থাকে।

অফিসে যেতেই উর্দ্ধতন কেরানি সিডনি জনসন হোম্‌সদের সঙ্গে দেখা করলেন। শার্লক হোম্‌সের কার্ড পেয়ে আর সকলের মতো তিনিও প্রচুর সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তার দুটি হাত স্নায়বিক উত্তেজনায় কাঁপছিল। বললেন, 'বিশ্রী ব্যাপার, অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার মি. হোমস—শুনেছেন তো কর্তা মারা গেছেন?'

হোমস বললেন, 'হ্যাঁ তাঁর ওখান থেকেই আসছি। কেরানী ভদ্রলোকটি বলতে লাগলেন, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। কর্তা মারা গেলেন। ক্যাডোগান ওয়েস্ট মারা গেছেন। কাগজগুলো উধাও। অথচ সোমবার সন্ধ্যাবেলা যখন ফিস বন্ধ হয় তখন পর্যন্ত আমাদের অফিসই ছিল সমস্ত সরকারি অফিসের মধ্যে সবচেয়ে কর্মতৎপর। কী সাংঘাতিক, ভাবতেও ভয় হয়। আর এত লোক থাকতে শেষে কিনা ক্যাডোগান এমন একটা কাজ করল? হোমস জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো প্রতিদিন সবশেষে অফিস থেকে বেরোন, তাই না, আচ্ছা, বলতে পারেন, কোথায় ছিল প্ল্যানগুলো?

ভদ্রলোক বললেন, 'ওই সিন্দুকটার মধ্যে। আমি নিজেই ওখানে রেখেছিলাম।'

আচ্ছা মনে করুন, অফিস বন্ধ হওয়ার পর ক্যাডোগান ওয়েস্ট অফিসে ঢুকতে চেয়েছিল। কাগজগুলো হাতাতে হলে তাহলে তার সঙ্গে তিনটে চাবি থাকবে?

কেরানি ভদ্রলোক বললেন, 'এবং সেই রিংটা নিয়েই তিনি লন্ডনে যান? আর আপনি আপনার চাবিটা কখনো কাছছাড়া করেন নি তো? কেরানিটির মুখে স্রেফ্ না শুনে হোম্‌স্ পুনরায় বললেন, তা ক্যাডোগানই যদি অপরাধী হয় তো নিশ্চয়ই তার কাছে ওই রকম আরো তিনটে চাবি ছিল। আর একটা কথা, যদি এ অফিসের কোনো কেরানির ওগুলো বিক্রি করতে হয় তাহলে কি আসলগুলো না নিয়ে সেগুলো নকল করাই তার পক্ষে সহজ হতো না?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওগুলো ঠিকমতো নকল করতে হলেও বিষয়ের খুঁটিনাটি ব্যাপারে প্রচুর জ্ঞান থাকা দরকার।'

কিন্তু স্যার জেমসের, বা আপনার বা ওয়েস্ট-এর নিশ্চয়ই সেটুকু জ্ঞানের অভাব ছিল না?—হোম্‌সের মন্তব্য।

কেরানিটি বললেন—তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু মি. হোম্‌স্, দয়া করে আমায় এ ব্যাপারে জড়াবেন না। এসব আন্দাজের পার কী দরকার বলুন, যখন মূল কাগজগুলোই ওয়েস্ট-এর কাছ থেকে পাওয়া গেছে?

আশ্চর্য লাগছে ভেবে, কেন সে মূল কাগজগুলি চুরি করতে যাবে, যেখন সে সহজেই নকল করে নিতে পারত এবং সেই নকল দিয়েই দিব্যি কাজ চলত? যাই হোক্, আপনি কি মনে করেন যে তিনটি কাগজ খোয়া গেছে, তা পেয়ে, বাকি সাতটা কাগজ না পেলেও কোনো লোকএকটা ব্রুস্ পার্টিংটন ডুবোজাহাজ তৈরি করতে পারে?

কেরানিটি বললেন, 'নৌ সচিব সভায় আমি সেকথা বলেছি বটে, কিন্তু, আজ আবার নতুন করে নক্সাগুলো দেখে আর সে-কথা অমন জোর করে বলতে পারছি না। ফেরৎ পাওয়া কাগজগুলোর একটায় আছে স্বয়ংক্রিয় স্লট-এর নক্সার ডবল ভালভ। বিদেশীরা যদি সেটা আবিষ্কার করতে না পারে তাহলে ডুবোজাহাজ তৈরি করতে পারবে না। অবশ্য সে অসুবিধাও ওরা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে কাটিয়ে উঠতে পারে। তবে ঐ হারানো তিনটে নক্সাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

হোম্‌স্ বললেন, 'এবার আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বাড়িটা একটু ঘুরে দেখব।

হোম্‌স্ ক্রমে ক্রমে সিন্দুকের তালা, ঘরের দরোজা, এবং শেষপর্যন্ত জানলায় লোহার শার্সিগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু তাঁর কৌতূহল বিশেষভাবে জেগে উঠতে দেখা গেল যখন ওয়াটসনরা বাইরের মাঠে এসে পৌঁছোলেন। জানালার বাইরে একটা লরেলের ঝোপ ছিল, সেখানকার কয়েকটা ডালে দোমড়ানো মোচড়ানো চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। লেন্স নিয়ে হোম্‌স্ সেগুলো পরীক্ষা করলেন, তারপর নিচের মাটিতে কয়েকটা অস্পষ্ট চিহ্ন ছিল সেগুলোও ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর কেরানীটিকে বললেন, 'লোহার খড়খড়িগুলো বন্ধ করতে।' দেখা গেল সেগুলো ঠিক মিলছে না, 'ফাঁক যা থেকে যাচ্ছে সেখানে ওয়াটসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হোম্‌স্ বললেন, 'ভিতরে কী হচ্ছে তা বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব। এই তিনদিনের দেরিতে চিহ্নগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। ওয়াটসন উলউইচ আর আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। সামান্য খবরই আমরা এখানে সংগ্রহ করতে পেরেছি। এবার চল লন্ডনে, লন্ডনে গিয়ে কিছু সুবিধা করতে পারি কি না?

তবে উলউইচ স্টেশন ছাড়বার আগে আরো একটা খবর পাওয়া গেল। স্টেশনে যিনি টিকিট বিক্রি করেন, নিশ্চয়ই করে তিনি বললেন, ক্যাডোগান ওয়েস্টকে তিনি সোমবার রাতে দেখেছেন—তাঁর সঙ্গে মুখ চেনা ছিল—৮-১৫ মিনিটের গাড়িতে তিনি লন্ডন ব্রীজ স্টেশনে গেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল না, থার্ড ক্লাসের একটা টিকিট তিনি কেটেছিলেন। ওয়েস্ট-এর নার্ভাস আর অত্যন্ত উত্তেজিত ব্যবহার লক্ষ্য করে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। এমনই নার্ভাস

হয়েছিলেন যে, টিকিট কেটে ফিরতি পয়সা পর্যন্ত নিতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল। তাকে সাহায্য করেছিলেন তিনি।

টাইম টেবিল বোঝা গেল যে সাড়ে সাতটা নাগাদা মহিলাটির সঙ্গ ছেড়ে এলে এই ৮-১৫-র আগের কোনো ট্রেন ধরা যাত্রীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রায় আধ ঘন্টা নীরবে কাটল। তারপর হোম্‌স্ বললেন, 'ওয়াটসন, এসো আমার ঘটনাগুলো গুছিয়ে নিই। শোনো—উলউইচের তদন্তের ফল বলতে গেলে ক্যাডোগান ওয়েস্ট-এর বিরুদ্ধেই গেছে। তবে, জানলার কাছে অনুসন্ধানের ফলে সেই বিরূপ ধারণার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। ধরা যাক্ কোনো বিদেশীয় প্রতিনিধি—ধরো, তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে, ব্যাপারটা কোনোমতেই প্রকাশ করা চলবে না। অথচ পরবর্তীকালে তার বাগদত্তার কাছে যে যা মন্তব্য করেছিল তা থেকে আন্দাজ করা যায় তার মনোভাব কোন্‌দিকে মোড় নিচ্ছিল। বেশ। এবার ধরা যাক্ সে বাগদত্তার সঙ্গে থিয়েটারে চলেছে। এমন সময় কুয়াশার মধ্যেই পলকের জন্যে সেই ব্যক্তির দেখা পেল—সে চলেছে তাদের অফিসের দিকে। ক্যাডোগান ছিল আবেগপ্রবণ মুহূর্তে সব কিছুর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসত। কর্তব্যের খাতিরে সব কিছুই তার কাছ তুচ্ছ হয়ে গেল। লোকটিকে অনুসরণ করে সে পৌঁছোলো জানলা পর্যন্ত। দেখল তাকে কাগজগুলো বের করতে। চোরের পিছুনিল সে। দেখো, নকল করা যখন সম্ভব তখন কেন চুরি করতে যাবে সে—এ আপত্তি আর টিকল না। এই বাইরের লোকটির দরকার ছিল মূলটাই। এ পর্যন্ত বেশ মিলে যাচ্ছে। এবর আর একটা মুস্কিল হল যে, মনে হতে পারে ক্যাডোগান-এর উচিত ছিল শয়তানটাকে পাকড়াও করে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করা। কেন সে তা করে নি? তবে কি চোর অফিসের কোনো উর্ধ্বতন কর্মচারী? সেক্ষেত্রে ক্যাডোগানের এইরকম আচরণের সমর্থন মেলে। কিংবা হয়তো এও হতে পারে যে সেই উর্ধতন কর্মচারী কুয়াশার অন্ধকারে পালিয়ে গেছে এবং ওয়েস্ট সঙ্গে সেঙ্গ লন্ডন অভিমুখে চলেছিল যাতে তাঁর আগে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোতে পারে—অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে সে তার বাড়ি চেনে। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা এতই জরুরি ছিল যে মেয়েটিকে কোনো খবর না দিয়েই সে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই পর্যন্ত এসে আমাদের সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে এবং দুটো ধারণা সৃষ্টির সময় থেকে, 'সাতটা কাগজ পকেটে একটা ট্রেনের ছাদে ওয়েস্ট-এর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়া—এর মধ্যে মস্ত একটা ফাঁক রয়ে গেছে। আমা রসহজ প্রবৃত্তি এখন চাইছে পেছন দিক থেকে তো, ব্যক্তি বিশেষকে বেছে নিয়ে আমরা একটার জায়গায় দুটো ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে পারি।

বেকার স্ট্রিটে এসে পৌঁছতেই একটা চিঠি পেলেন হোম্‌স্। গর্ভমেন্টের এক কর্মচারী খুব তাড়াহুড়ো করে চিঠিটা নিয়ে এসেছে। সেটায় চোখ বুলিয়ে হোম্‌স্ সেটা ওয়াটসনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল—

'ছোটোখাটো অনেকগুলো নামই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এরকম একটা বড় ব্যাপারে হাত দেবার উপযুক্ত অল্পই আছে। তাঁরা হলেন ওয়েস্টমিনেস্টারের ১৩ নং গ্রেট জর্জ স্ট্রিটের অ্যাডলভ্ মেয়ার, নটিংহিল-এর ক্যাম্পডেন ম্যানসনের লুই লা রেথিয়ের আর কেনসিংটনের ১৩ নং কলফীল্ড গার্ডেনস্-এর হিউগো ওবেরস্টাইন। শেষের ব্যক্তিটি সোমবার শহরে ছিলেন; কিন্তু এখন খবর হল, বাইরে গেছেন। শুনে কিছু খুশি হলাম যে, কিঞ্চিৎ আলোর আভাস পেয়েছ। মন্ত্রিসভা বিশেষ উদ্বেগের সঙ্গে তোমার শেষ রিপোর্টের প্রতীক্ষায় রয়েছে। অত্যন্ত উচ্চ পদ থেকে জরুরি তাগাদা এসেছে। দরকার হলে সমস্ত সরকারি বাহিনী তোমায় সাহায্য করবে। হাসতে হাসতে হোম্‌স্ মনে মনে বললেন, না—না রাজার সৈন্যবাহিনী, সে অশ্বারোহীই হোক্ বা পদাতিকই হোক—কোনো সাহায্যই করতে পারবে না আমাকে। তারপর তিনি লন্ডনের বড় মানচিত্রটা বিছিয়ে খুব আগ্রহ সহকারে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। পরক্ষণেই মুখে একটা তৃপ্তিব্যঞ্জক চুক্ চুক্ আওয়াজ করে বললেন। শেষ পর্যন্ত দেখছি পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে মোড় নিয়েছে। মনে হচ্ছে, খুব শীঘ্রই রহস্যের জাল ছিঁড়তে

পারব। তারপর ওয়াটসনকে বললেন, আমি একটু বেরোচ্ছি—শুধুই বেড়িয়ে বেড়াব একটু—হুঁ, বিশ্বস্ত বিন্ধু এবং জীবনীকারটিকে পাশে না দিয়ে আমি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুই করব না। এখানেই তুমি থাক, ঘন্টা দুইয়েকের মধ্যে আমি ফিরে আসছি।

রাত ন'টা নাগাদ একজন দূত তাঁর একটা চিঠি নিয়ে এল—গোলর্ডিনির রেস্তোরাঁয় নৈশাহারে যাচ্ছি। রেস্তোরাঁটি হল কেনসিংটনের গ্লাস্টার রোডে। তাড়াতাড়ি চলে এসো। সঙ্গে নিয়ে এসো একটা সিঁধকাঠি, একটা কালো লণ্ঠন, একটা বাটালি আর একটা রিভলভার।

সাবধানে জিনিসগুলো নিয়ে ওভারকোটের মধ্যে লুকিয়ে ওয়াটসন নির্দিষ্ট ঠিকানায় যথাসময়ে পৌঁছোলেন। ডগডগে রং-এর ইতালীয় রেস্তোরাঁটির দরোজার কাছে একটা ছোট টেভিল নিয়ে বন্ধুবর বসেছিলেন। বললেন, কিছু খেয়েছ? বেশ, তবে এসো দুজনে কফি আর কিছু খাবার খাওয়া যাক।

হোম্‌স্ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, '১৩নং কোলফিল্ডের হিউগো ওভারস্টাইনকে বেছে নিয়েছিলাম আমার লোক হিসেবে। শুরু করলাম গ্লাস্টার রোড স্টেশন থেকে। স্টেশনের এক কর্মচারীর সাহায্য মিলল—রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম যথাস্থানে। নিঃসন্দেহ হলাম যে কোলফীল্ড গার্ডেনস্-এর পেছন দিকের সিঁড়ির খোলা জানলাগুলো ঠিক রেললাইনের ওপরেই এবং যোগাযোগের ফলে ভূগর্ভস্থ ট্রেনগুলো প্রায়ই ঠিক এই জায়গাতে কয়েক মিনিট থেমে দাঁড়ায়।'

ওয়াটসন বললেন, 'চমৎকার হোম্‌স্! তুমি ঠিকই ধরেছ।'

হ্যাঁ, এই পর্যন্ত আমি এগোতে পেরেছি। হোম্‌স্ বললেন—কিন্তু গন্তব্যস্থল এখনো অনেক দূর।—আচ্ছা, কোলফিল্ড গার্ডেনের পেছন দিকটা লক্ষ্য করার পর আমি সামনের দিকটা দেখে বুঝলাম পাখি পালিয়েছে। বিরাট বাড়িটা ওপরের ঘরগুলোয় আসবাবপত্র কিছু আছে বলে মনে হল না। একটি মাত্র বিশ্বস্ত চাকরের সঙ্গে ওবেরস্টাইন বাস করতেন। হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে যে ওবেরস্টাইন বিদেশে গেছেন বটে, কিন্তু চোরাই মাল বিক্রি করতে, পালাবার মতলবে নয়। কারণ ওয়ারেন্টের ভয় তাঁর নেই এবং কোনো সৌখিন গোয়েন্দা যে তাঁর বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান করবে একথা তাঁর মনে হয় নি। অথচ ঠিক তাইই আমরা করতে চলেছি। ওয়াটসন বললেন, 'ওখানে আমরা কী পেতে পারি বলে মনে কর?'

হোম্‌স্ বললেন, 'তা কোনো চিঠিপত্র পেয়ে যেতে পারি বৈকি! তোমার কাজ হবে শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখা। অপরাধ যা তা আমিই করব। ভেবে দেখো, মাইক্রফটের চিঠির কথা, অ্যাডমিরালটির কথা—মন্ত্রিসভার কথা, সেই অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিটির কথা যিনি খবরের জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছেন। যেতেই হবে আমাওেদর। চলো, মাত্র আধমাইল যেতে হবে আমাদের। তাড়াহুড়ো নেই। হেঁটেই যাই চলো। দেখো, মালপত্রগুলো যেন ফেলে দিও না কিন্তু। সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে যদি ধরা পড়ো তো মহা মুস্কিল হবে।

কোলফিল্ড গার্ডেনস্-এ পৌঁছোতেই পাশের পাড়িটার থেকে শিশু কণ্ঠের কলতানি শোনা গেল। কুয়াশা তখনো বন্ধুর মতো হোম্‌স্‌দের আড়াল করে রেখেছিল। লণ্ঠনটা জ্বেলে হোম্‌স্ বিরাট দরোজাটার ওপর আলো ফেললেন। দেখা গেল দরোজাটায় শুধু খিল দেওয়া নয়, চাবি দেওয়াও বটে। তার চেয়ে ভালো হবে ভিতর থেকে চেষ্টা করলে। একটা খিলান আছে ওখানে। কোনো কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ বাধা দিলে দিব্যি গা ঢাকা দেওয়া যাবে। একটু সাহায্য করো ওয়াটসন, আমিও তোমায় সাহায্য করব।

মিনিট খানেকের মধ্যেই হোম্‌স্‌রা যথাস্থানে পৌঁছে গেলেন। অন্ধকার ছায়ায় গিয়ে পড়তেই কুয়াশার মধ্যে থেকে পুলিশের পদচারণার ছন্দোময় শব্দ শোনা গেল। শব্দটা মিলিয়ে গেল হোম্‌স্ নিচের একটা দরোজার ওপর কাজ শুরু করলেন। ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখে নিয়ে চাপ দিতেই, তীক্ষ্ণ শব্দ করে সেটা খুলে গেল। একলাফে অন্ধকার গলিটা পার হয়েই বন্ধ করে দিলেন দরোজাটা। কার্পেট না পাতা বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে হোম্‌স্‌রা উঠতে লাগলেন। একটা নিচের জানলার ওপর তাঁর বাতির হলদে আলোটা এসে পড়ল। এই যে, এই

জানলাটাই হবে। এই বলে হোম্‌স্ জানলাটা খুলে ফেললেন। একটা ট্রেনের এগিয়ে আসার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। শব্দটা উঁচু হতে হতে শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড গর্জন করে ওয়াটসনদের পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। জানলা দিয়ে আলো ফেললেন হোমস। ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঝুলে ভর্তি হলেও দেখা গেল, কোথাও কোথাও সেই ঝুল মুছে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন, 'দেখেছ তো ওয়াটসন কোন্ জায়গায় মৃতদেহটা রাখা হয়েছিল? আরে আরে এই তো রক্তের দাগ। আর সিঁড়ির পাথরটার ওপরেও ও জানলার ফ্রেমেও রক্তের দাগ। ব্যস্ তদন্ত শেষ। এবার একটু অপেক্ষা করা যাক্, যতক্ষণ না, কোনো ট্রেন এখানে এসে থামছে!'

একটু অপেক্ষার পর গাড়িটাও গর্জনের সঙ্গে সুড়ঙ্গ পথ ধরে এগিয়ে এসে একটু একটু করে গতিবেগ কমিয়ে আনল। আর, তার পরেই ব্রেক কষার শব্দ। জানলা থেকে ট্রেনটার ছাদের দূরত্ব চারফুটের মতো। জানলাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলেন হোম্‌স্, তারপর স্বগতস্বরে বললেন, 'এ পর্যন্ত দেকা যাচ্ছে আমরা ভুল করি নি—কী বল?'

এরপর রান্না ঘরের সিঁড়ি দিয়ে হোম্‌স্‌রা দোতলায় পৌঁছোলেন। সেখানে খাবার ঘর পেরিয়ে শয়ন কক্ষে, শয়নকক্ষ পেরিয়ে পাশের একটা ঘর, যে ঘরে বআপিত্র ঠাসা মানে সেটা ছিল পড়বার ঘর, সেখানে হোম্‌স্ বার কয়েক পায়চারী করে নিয়ে ড্রয়ারের পর ড্রয়ার, তাকে পর তাক পরীক্ষা করতে লাগলেন। এক ঘন্টা কেটে গেল। কিন্তু কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। হোম্‌স্ আরক্ত মুখে বললেন, 'ধূর্ত শয়তানটা দেখা যাচ্ছে কোনো সূত্রই রেখে যায় নি! যেসব চিঠিপত্র থেকে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যেত, সেসব সে সমস্তই হয় সরিয়েছে না হয় নষ্ট করে ফেলেছে। হঠাৎ হোম্‌সের দৃষ্টি লেখবার ডেস্কের ওপর একটা ছোটো ক্যাশ বাক্সের ওপর পড়ল। হোম্‌স্ সেটা বাটালি দিয়ে খুলে ফেললেন। অনেকগুলো কাগজ তারমধ্যে ছিল পাকানো অবস্থায়।—কি সব সংখ্যা তাতে লেখা। কিন্তু সেগুলো যে কী বিষয়ে বোঝা যাচ্ছিল না। জলের চাপ আর বর্গ ইঞ্চির ওপর চাপ—এই কথাগুলো বার বার চোখে পড়ছে, যা থেকে মনে হয় ডুবোজাহাজের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ আছে। অধৈর্য হোম্‌স্ সবগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। রইল কেভল একটা খাম, কয়েকটা খবরের কাগজের কাটা টুকরো তারমধ্যে। খামটা টেবিলের ওপর ঝাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যগ্রতার ভাব হোম্‌সের মুখে ফুটে উঠল তাতে বোঝা গেল তাঁর আশা সফল হয়েছে। হোম্‌স্ বলে উঠলেন, 'আরে, আরে,এ আবার কি ওয়াটসন, এ যে দেখছি একটা পত্রিকার পরপর কতোকগুলো খবর, বিজ্ঞাপন মারফৎ। ছাপা আর কাগজ দেখে তো মনে হচ্ছে ডেইলি টেলিগ্রাফের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ থেকে কেটে রাখা হয়েছে। একটা পৃষ্ঠার ডানদিকের সবচেয়ে ওপরের কোন থেকে কাটা হয়েছে। কোনো তারিখ নেই বটে তবে, সহজেই সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই যে এইটা মনে হয় প্রথমটা।

'আরো আগে উত্তর আশা করেছিলাম। শর্তে রাজি। কার্ডে দেওয়া ঠিকানায় সবিস্তারে লিখুন'—পিয়েরো।

তারপরের টা—

'ব্যাপারটা জরুরি। শর্তপূরণ না হলে কথা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হব। চিঠিতে সময় ঠিক করুন, বিজ্ঞাপন দিয়ে সমর্থন করব' —পিয়েরো।

আর সব শেষে—

'সোমবার রাত নটার পরে। দু-বার করাঘাত। আমরা ছাড়া কেউ থাকবে না, অতো সন্দেহের কিছু নেই। মাল ডেলিভারির সময় নগদ দাম'—পিয়েরো।

বলতে গেলে পুরো ঘটনাটাই জানা গেল ওয়াটসন। এখন শুধু ওপারের লোকটিকে ধরতে পারলেই—

অনেকক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন হোম্‌স্। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললেন, 'যাই হোক সেটা তেমন কঠিন হবে না। চলো, একবার ডেইলি টেলিগ্রাফের অফিসটা হয়ে আসি।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের পর মাইক্রফট, আর লেসট্রেড এলে শার্লক হোম্‌স্ আগের

দিনের সব ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে মাইক্রফট্ বললেন, 'চমৎকার, শার্লক! খুব তারিফ করবার মতো। কিন্তু এসব কাজে লাগবে কি করে? টেবিলের ওপর রাখা ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজটা তুলে নিয়ে শার্লক হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'পিয়েরোর আজকের বিজ্ঞাপনটা দেখেছ?' এই দেখো ওয়াটসন—'আজ রাতে। একই সময়ে একি জায়গায়। দরোজায় দুটো শব্দ। অত্যন্ত জরুরি। আপনার নিরাপত্তা বিপন্ন'—পিয়েরো।

লেসট্রেড বলে উঠলেন, 'এই বিজ্ঞাপনের উত্তর দিলেই তো ওকে ধরে ফেলব!'

প্রথমটায় ঐ মতলবটা আমারো মাথায় এসেছিল, হোম্‌স্ বললেন, 'তোমরা দু-জনে যদি আটটার সময় আমাদের সঙ্গে কোলফীল্ড গার্ডেনস্-এ যেতে পারো হয়তো তাহলে সমাধানের আরো একটু কাছাকাছি পৌছাতে পারি।'

হালকা ডিনারের পর, মাইক্রফট, হোম্‌স্, লেসট্রেড ও ওয়াটসন বেরিয়ে পড়লেন। ওবেরস্টাইনের বাড়ির ঘেট আগের রাত থেকেই খুলে রাখা ছিল। এবং মাইক্রফট রেলিং ধরে উঠতে নারাজ হওয়ায় ওয়াটসন গিয়ে হলঘরের দরজাটা খুলে দিলেন। যখন সবাই পাঠককে গিয়ে পৌছোলেন তখন রাত দশটা।

একটা ঘন্টা কেটে গেল। তারপর আরো এক ঘন্টা! বারোটার সময় গির্জার বিরাট ঘড়িটায় ঢং ঢং শব্দ নিস্তব্দতা ভেঙে খান্ খান্ করে বেজে উঠল। লেসট্রেড আর মাইক্রফট বসে বসে ছটফট করছিলেন, আর মিনিটে দু বার করে ঘড়ি দেখছিলেন। শার্লক হোম্‌স্ কিন্তু বসেছিলেন নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে, তাঁর দুচোখ আধবোজা কিন্তু প্রতিটি স্নায়ু অত্যন্ত সতর্ক। হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিয়ে তিনি মাথা তুললেন। বললেন, —ঐ আসছে।

সন্তর্পণ পদক্ষেপটা দরোজা পার হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, এবার সেটা ফিরে এল। বাইরে একটা খস্ খস্ শব্দ, তারপরেই দরোজায় দু-বার আঘাত। সকলকে সরে যার যার জায়গায় বসে থাকতে ইঙ্গিত করে শার্লক উঠলেন। গ্যাসের আলোটা হলগরে একটা বিন্দুর মতো সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। বাইরের দরোজাটা খুলে গেল, আর এক অন্ধকার মূর্তি পাশ কাটিয়ে পিছনে ঢুকে পড়তেই হোম্‌স্ দিলেন দরোজাটা বন্ধ করে। বলে উঠলেন, এই যে, এই দিকে। এবং পরমুহূর্তেই দেখা গেল, যার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ—সে হোম্‌স্দের সামনে দাঁড়িয়ে। হোমস তার খুব কাছেই ছিলেন। আর যেই না সে একটা ভয় ও বিস্ময়সূচক শব্দ করে উঠল, কলার চেপে ধরে হোমস তাকে গরের ভিতরে ছিটকে ফেলে দিলেন। বন্দি করে সেখানে ফিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। জ্বলন্ত চোখে লোকটা তাকাল চারিদিকে। তারপর টলতে টলতে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। প্রকাশ পেল কর্নেল ভ্যালেন্টাইনের হালকা লম্বা দাড়িবিশিষ্ট ক্ষীণ কমনীয় আকৃতি।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে শিস দিয়ে উঠলেন শার্লক হোম্‌স্। বললেন, ওয়াটসন এবার তুমি আমায় গর্বত বলে অভিহিত করতে পার। একে তো আমি প্রত্যাশা করি নি। এ হচ্ছে স্যার জেমস্ ওয়াল্টারের ছোট ভাই। ডুবোজাহাজ বিভাগের প্রধান ব্যক্তি।

লম্বমান দেহটা সকলে মিলে ধরাধরি করে সোফার ওপর শুইয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর উঠে বসল সে। আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টিতে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল—এসব কী ব্যাপার? আমি তো ওবেরস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

হোমস বললেন,—সব ফাঁস হয়ে গেছে কর্ণেল ওয়াল্টার। আপনার সব চিঠিপত্র আর ওবেরস্টাইনের সঙ্গে যোগাযোগ-এর ব্যাপারটা সবই আমাদের জানা। সেই সঙ্গে ক্যাডোগান ওয়েস্টের মৃত্যুর ব্যাপারটা জেনে ফেলেছি। এখন অন্তত অনুতাপ করে আর অপরাধ স্বীকার করে তবু খানিকটা অপরাধের ভার হালকা করার চেষ্টা করুন। আমরা জানি আপনার টাকার টান পড়েছিল, আপনি আপনার ভাইয়ের চাবির ছাপ নিয়েছিলেন, ওবেরস্টাইনের সঙ্গে আপনার চিঠি লেখালেখি হয়েছিল এবং সেইসব চিঠির সে উত্তর দিত ডেলি টেলিগ্রাফের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। সোমবার রাতে কুয়াশার মধ্যে আপনি অফিসে যাচ্ছিলেন দেখে ওয়েস্ট আপনার পিছু নেয়—হয়তো তার কোনো কারণে সন্দেহ হয়েছিল। আপনার চুরি সে দেখে ফেলে, কিন্তু

কোনো চিৎকার করে নি, এই ভেসে যে, হয়তো আপনি কাগজগুলো লন্ডনে আপনার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যেতে চান। ব্যক্তিগত কর্তব্য তুচ্ছ করে সে সুনাগরিকের মতোই কুয়াশার মধ্যে আপনার পিছু নেয় আপনার এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত। তকন বাধা দেয় সে, এবং তখনই আপনি রাজদ্রোহিতার ওপর আরো মারাত্মক এক অপরাধ করে বসেন। আপনি ক্যাডোগানকে হত্যা করেন।

বন্দি ওয়াল্টার বলল—না-না আমি না, আমি না। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি না।

হোমস এবার ধমকের স্বরে বললেন, 'তাহলে বলুন, ট্রেনের ছাদে মৃতদেহটা রেখে দেবার আগে কি কি ঘটেছিল। আর কীভাবে ওয়েস্ট-এর মৃত্যু হয়?'

বলছি, বলছি, ওয়াল্টার কাঁপতে কাঁপতে বলল—শপথ করে বলছি, আমি সব বলব। স্টক এক্সচেঞ্জে আমার একটা দেনা ছিল। যেটা শোধ না করলেই নয়। তাই টাকার খুবই দরকার ছিল। ওবেরস্টাইন বলেছিল পাঁচ হাজার পাউন্ড দেবে। কিন্তু খুনের কথা যদি বলেন, তাহলে শপথ করে বলছি আমি নির্দোষ। শুনুন তাহলে, ওয়েস্ট-এর আগে থেকেই সন্দেহ হয়েছিল—যেভাবে বললেন, সেভাবেই আমার পিছু নিয়েছিল। একটা আমি তখন টের পেয়েছিলাম, যখন দরোজা পর্যন্ত পৌছোই। কুয়াশা ছিল অত্যন্ত ঘন, মাত্র তিন গজও দৃষ্টি চলছিল না। দু বার শব্দ করতেই ওবেরস্টাইন এসে দরোজা খোলে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট দৌড়ে এসে জানতে চায়, আমরা কাগজগুলো নিয়ে কী করতে যাচ্ছি। ওবেরস্টাইনের কাছে কটা ছোট ডান্ডা ছিল। ওয়েস্ট যখন জোর তার মাথায় আচমকা আঘাত করে জোরে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে মারা যায়। হলঘরে সে পড়ে রইল—আমরা ভেবে পেলাম না লাশটা নিয়ে কি করব। তখনই ওবেরস্টাইনের মাথায় এ মতলবটা আসে—পেছনের জানলার নিচে ট্রেন থামার এই ব্যাপারটা। কিন্তু প্রথমে সে আমার নিয়ে আসা কাগজগুলা পরীক্ষা করে দেখল। বলল এর মধ্যে তিনটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এগুলো সে রাখবে। আমি বললাম তা হতে পারে না। তাহলে উলউইচে তুলকালাম কাণ্ড হবে। কিন্তু সে রাজি হল না, বলল, ওগুলো সে অতি অবশ্যই নেবে, কারণ ওগুলোর মধ্যে এতই খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে যে, এত অল্প সময়ে নকল করা অসম্ভব। আমি বললাম তাহলে উপায় নেই, তাহলে সবগুলোই একসঙ্গে রাতে ফেরৎ নিতে বাধ্য হব। একথায় সে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে তারপর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, ঠিক আছে। এই তিনটে কাগজ আমি রাখছি, বাকিগুলো সব ভরে দিচ্ছি লাশটার প্যান্টের পকেটে। যখন ওকে পাওয়া যাবে চুরির জন্যে ওকেই দায়ী করা হবে। সেই মতোই কাজ হল। আধঘণ্টা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাববার পর একটা গাড়ি এসে থামল। কুয়াশা এত ঘন ছিল যে, প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাই ওয়েস্ট-এর মৃতদেহটা ট্রেনের ছাদের ওপর নামিয়ে রাখতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি। আমার দিক দিয়ে ব্যাপারে এখানেই শেষ।

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর স্তব্ধতা ভেঙে মাইক্রফট হোমস বললেন, এখনো তো এর কিছু করতে পারা যায়, তাই না? আপনারও বিবেক খানিকটা পরিষ্কার হয়, শাস্তিরও খানিকটা লাঘব হতে পারে।

কর্ণেল-এর কাছ থেকে যখন জানা গেল প্যারিসের হোটেল। দু লুভর-এর ঠিকানায় চিঠি দিলে তা শেষ পর্যন্ত তার কাছে পৌছোবে। তখন শার্লক হোম্‌স্ বললেন, 'এই নিন্ কাগজ আর কলম। ডেস্কে বসে লিখুন যেমনটি বলে যাচ্ছি। ঠিকানাটি লিখুন। বেশ, এবার লিখুন—

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের লেনদেনের ব্যাপারে নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করেছেন যে একটা জরুরি কাগজ ওগুলোর মধ্যে নেই। সেটার একটা নকল ট্রেস করে রেখেছি, সেটা হলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে। এর মধ্যে আমাকে বেশ খানিকটা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে, যে জন্যে আমি আরো পাঁচ হাজার পাউন্ড দাবি করছি। ডাকে দেবার ঝুঁকি নেব না। এবং নোট বা স্বর্ণমুদ্রা ছাড়াও কিছু নেব না। আমি নিজেই আপনার কাছে যেতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে দেশ ছাড়লে সন্দেহ জাগবে।

তাই শনিবার বেলা বারোটায় চেয়ারিং ক্রস হোটেলের ধূমপান কক্ষে আপনার আশায় থাকব। মনে রাখবেন, কেবলমাত্র ইংল্যান্ডের নোট আর স্বর্ণমুদ্রাই গৃহীত হবে।

শার্লক বললেন, 'এতেই দিব্যি কাজ হবে। খুব আশ্চর্য হব যদি এতেও সে আমাদের হাতে এসে না পড়ে।'

আর হয়েছিলও তাই। দেশের গোপন ইতিহাস প্রকাশ্য ইতিহাসের চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক। জীবনের সবচেয়ে বড় মওকার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওবেরস্টাইন ফাঁদে পা দিল আর ইংল্যান্ডের এক জেলে পনের বছরের মেয়াদে আটকা পড়ল। সে ক্রস পার্টিংটন প্ল্যানের অত্যন্ত মূল্যবান কাগজগুলো নিয়ে সে ইউরোপের সমস্ত নৌ-কেন্দ্রে গিয়ে নিলামে ওঠাবে ভেবেছিল—সেগুলোও পাওয়া গেছিল তার বাক্স থেকে।

লেডি ফ্রান্সেস-এর অন্তর্ধান

ওয়াটসন আর শার্লক হোম্স্ স্রেফ আড্ডার মেজাজে ছিলেন। হঠাৎ নোটবইটা দেখে নিয়ে হোম্স্ বললেন, 'রাফটনের স্বর্গত আর্ল-এ সরাসরি উত্তরাধিকারী তিনি, বংশের একমাত্র এবং শেষ পুরুষ। হয়তো তোমার মনে আছে, সম্পত্তিটা পুত্রসন্তান ধরে নেমে আসে। ফলে তাঁর সম্পত্তি সীমিত।'

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন কার কথা বলছ শার্লক?

হোম্স্ বললেন, 'লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স হয়তো কোনো বিপদে পড়েছেন! দুঃখ হয়, অমন সুন্দরী, মধ্যবয়স সবে ছুঁয়েছেন, অথচ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় মাত্র কুড়ি বছর আগে যে নৌবহর স্বচ্ছন্দে একত্রে চলতে পারত তা থেকে তিনি ছিটকে পড়া শেষ জলযানে পরিণত জানো সবচেয়ে বিপদ সেইসব মহিলাদের যারা নির্বান্ধব, এক জায়গায় কোথাও থাকে না, ভেসে বেড়ানোই যাদের ভাগ্যলিপি। এরা কখনো কারো ক্ষতি করে না এভং অনেক সময়েই দেখা গেছে ওদের দিয়ে প্রচুর উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা যায়, তাদের জন্যেই অপরের মধ্যে অপরাধ বৃত্তি জাগ্রত হয়। সহায়হীন সে, যাযাবরের বৃত্তি এখন তার। এবং অর্থ যা আছে তা দেশ থেকে দেশান্তরে, এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলে কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট। পেনশনের আর হোটেলের জটিল জালেই সচরাচর জড়িয়ে থাকতে হয় তাকে। পৃথিবীর খেয়ালের রাজ্যে সে যেন দলভ্রষ্ট এক মুরগি! এবং তাকে গ্রাস করলে কেউই তার অভাব বোধ করবে না।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে তাঁর" সত্যি কী হয়েছে লেডি ফ্রান্সেস্-এর? বেঁচে আছেন কী? হোম্স্ বললেন—এইটিই আমাদের জানতে হবে। অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত তাঁর স্বভাব এবং গত চার বছর ধরে অত্যন্ত নিয়মিত ভাবে তাঁর প্রাক্তন শিক্ষিকা মিস্‌আবৃনিকে মাসে দু বার করে চিঠি লিখে আসছেন তিনি। অসবর প্রাপ্ত মিস ডবৃনিই আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন কারণ পাঁচ সপ্তাহ হল তিনি কোনো চিঠি পান নি। শেষ চিঠিটা পান লসান-এর হোটেল ন্যাশানাল থেকে। মনে হয় তিনি কোনো ঠিকানা না দিয়েই হোটেলটা ছেড়ে দেন।

আত্মীয়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, এবং যেহেতু তারা প্রচুর টাকা-পয়সার মালিক, তাই তারা যে কোনো অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত।

ওয়াটসন বললেন, 'মিস ডবৃনি ছাড়া আর কারুর সঙ্গে তাঁর চিঠির আদান-প্রদান হত না—এ তুমি বিশ্বাস করো?

হোম্স্ বললেন, 'দেখা যাচ্ছে সব নিঃসঙ্গ মহিলাদের মতোই তিনিও তাঁর ব্যাংক-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এইসব মহিলাদের পাসবুকই তাদের সংক্ষিপ্ত ডায়েরি বলা যেতে পারে। লেডি ফ্রান্সেস-এর ব্যাংক হল সিলভেস্টার। তাঁর টাকাকড়ির অবস্থা আমি দেখেছি। শেষের আগের চেকটায় তিনি লসান-এর বিল মিটিয়েছেন, কিন্তু সে এক মস্ত বিল, হয়তো হাতে কিছু টাকা তিনি রেখে থাকবেন। তারপরে আর মাত্র একটা চেক কাপা হয়েছে।

কোথাকার কোন্ ব্যক্তিকে সে চেক দেওয়া হয়েছে? ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, মিস

মেরি ডিভাইনকে। হোমস বললেন, চেকটা কোথা থেকে কাটা হয়েছে তা জানবার কোনো উপায় নেই। চেকটা ভাঙানো হয়েছে মন্টপেরিয়ের-এর 'ক্রেডিট লায়োনেইজ'—এর এখনো তিন সপ্তাহ হয় নি। টাকার অঙ্ক পঞ্চাশ পাউন্ড। আর এই মিস্ মেরি ডিভাইন হল, লেডি ফ্রান্সেস-এর পরিচারিকা। কেন তাকে এ চেকটা দেওয়া হয়েছে তা এখনো জানা যায় নি। তবে সন্দেহ নেই যে, তোমার তদন্তের ফলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ওয়াটসন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, আমার তদন্ত!

আরে, সেইজন্যেই তো হাওয়া বদলের জন্যে লসান যাওয়া। জন্যেই তো, বেচারা আব্রাহাম্‌স্‌কে এরকম মারাত্মক আতঙ্কের মধ্যে রেখে এখন আমার পক্ষে লন্ডন ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি না থাকলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অস্বস্তি বোধ করে আর অপরাধীরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তুমি যাও। তোমার তার পেলেই আমি ঠিক সময় হাজির হব।

অগত্যা দু দিন পরে ওয়াটসন লসানের ন্যাশানাল হোটেলে পৌঁছে গেলেন। সুবিখ্যাত ম্যানেজার এম. মোসার প্রচুর খাতির করলেন আমায়। বললেন, লেডি ফ্রান্সেস বেশ কয়েক সপ্তাহ ছিলেন সেখানে। সবাই পছন্দ করত তাঁকে। তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। যৌবনে তিনি যে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তার চিহ্ন এখনো সুস্পষ্ট। তাঁর ভারি বাক্সটায় সব সময়েই খুব যত্ন করে তালা দেওয়া থাকত। তাঁর পরিচারিকা মেরি ডিভাইনও ছিল তাঁরই মতো জনপ্রিয়। এই হোটেলেরই এক পরিচারকের সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক, তাই ঠিকানাটা পাওয়া গেছে—১১নং রু দ্য ট্রাজা, মন্টপেলিয়ের। এগুলো ওয়াটসন তার নোটবইয়ে টুকে নিলেন। কেবলমাত্র পরিচারিকাটির প্রণয়ী জুল ভাইবার একটা ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হলেন লেডি ফ্রান্সেসের হঠাৎ এই অন্তর্ধান সম্পর্কে। দু এক দিন আগে সেই হোটেলে এক লম্বা কালচে দাড়িওয়ালা লোক আসে যার সম্বন্ধে জুল বলে, বর্বর, রীতিমত বর্বর। শহরেই কোথাও সে উঠেছিল লেকের ধারে একদিন তাকে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছিল। তারপর সে পুনরায় দেখা করতে আসে কিন্তু লেডি দেখা করতে অসম্মত হন। লোকটা ইংরেজ, যদিও তার নামের কোনো উল্লেখ নেই। এই ঘটনার ঠিক পরেই মহিলা হোটেল ছেড়ে চলে যান। জুল ভাইবার, আর তার প্রমিকার ধারণা, এই দুটো ঘটনার মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কেবলমাত্র একটা বিষয়েই জুল নীরব রইল, কেন মেরি ভদ্রমহিলার চাকরি ছেড়ে দিল। এ সম্বন্ধে সে কিছু বলবে না, বা জানে না। জানতে হলে মন্টপেলিয়েরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

তদন্তের প্রথম পর্বের এখানেই শেষ। দ্বিতীয় পর্বের কাজ হল জানা। এ হোটেল থেকে লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স হারিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে লেডির গোপনতা যা ছিল তা থেকে বোঝা গেল যে তিনি চান না কোনো ব্যক্তি তাঁর পিছু নেই। নতুবা কেন তাঁর মালপত্রে স্পষ্টভাবে ব্যাডেন-এর উল্লেখ থাকবে না? কোনো এক ঘুরপথে তিনি রেনিশ-এর একন খনিজ জলের এলাকায় পৌঁছন, আর তাঁর মালপত্রও সেই সঙ্গে পৌঁছয় সেখানে। কুক-এর হেড অফিসের ম্যানেজারের কাছ থেকে এ খবরটুকুই ওয়াটসন পেলেন। ওয়াটসন তখন ব্যাডনে গেলেন। তার আগে হোম্‌স্‌কে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখলেন।

ব্যাডনে পৌঁছে ওয়াটসন শুনলেন, লেডি ফ্রান্সেস দিন পনেরো মতো ছিলেন ইংলিশচের হফ্-এ। সেখানে ড. শ্লেসিনজার আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এঁরা হলেন ধর্মযাজক এসেছেন, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। নিঃসঙ্গ মহিলারা সাধারণত ধর্ম আলোচনায় শান্তি পান সময় কাটাবার সুযোগ পান? লেডি ফ্রান্সেসও তাই। ড. শ্লেসিনজারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রাণঢালা ভক্তি তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে, তার ওপরে তিনি প্রচারের কাজে লিপ্ত থেকে একটা অসুখে পড়েছিলেন, সেরে উঠেছিলেন তিনি। ম্যানেজার বললেন, সাধুটি বারান্দায় একটা ইজচেয়ারে বসে থাকতেন। দুই, মহিলা দুদিক থেকে সেবা করতেন। পবিত্র দেশের একটা (জেরুজালেমের) একটা মানচিত্র তিনি তৈরি করেছিলেন, মিডিয়ানাইটদের রাজ্যের ওপর বিশেষ করে দৃষ্টি রেখে। একটা প্রবন্ধ লিখলেন এ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত শরীরটা অনেকটা

সেরে উঠতে তিনি সস্ত্রীক লন্ডনে ফিরে যান। লেডি ফ্রান্সেসও যান তাঁদের সঙ্গে। হল, তিনি সপ্তাহ আগের ঘটনা। তারপর থেকে ম্যানেজার তাঁর সম্বন্ধে তার কিছুই শোনে নি। আর তাঁর পরিচারিকা মেরি তাঁর ক-দিন আগে চোখের জলের বাণ ডাকিয়ে চলে গেছিল। অন্যান্য পরিচারিকারা বলে, চিরদিনের জন্যে সে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। চলে যাবার আগে ড. শ্লেসিনজার সকলেরই খরচ মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

শেষ করবার আগে ম্যানেজার বললেন, ভালো, কথা আপনিই লেডি ফ্রান্সেসের একমাত্র বন্ধু নন, সপ্তাহখানেক আগে আরো একজন এসে তাঁর খোঁজ করেছিলেন।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো নাম কি সে বলেছিল?

না, তবে, সে ইংরেজ এবং একটু অস্বাভাবিক ধরনের। তবে, লোকটাকে ঠিক বর্বর বলা যাবে না। লোকটা মোটাসোটা দাড়িওয়ালা, রোদে পোড়া চেহারায়-যেন কোনো কেতাদুরস্ত হোটেলের বদলে কোনো চাষীদের সবাইখানাতেই তাকে মানাত ভালো। কঠোর, ভয়ঙ্কর স্বভাবের মানুষ বলেই তাকে মনে হল—সে এমন এক ব্যক্তি, যাকে ওয়াটসন পারতপক্ষে ঘাঁটাবে না ঠিক করলেন।

প্রতিদিনের মতো হোম্‌স্‌কে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখে পাঠালেন ওয়াটসন। টেলিগ্যামে উত্তর এল, হোম্‌স্‌ জানতে চেয়েছেন ড. শ্লেসিনজারের বাঁ কানটা কি রকম। হোম্‌স্‌-এর রসিকতা বোধ অনেক সময় অদ্ভুত। তাই অসময়ের এই রসিকতা নিয়ে আমি মাথা ঘামালাম না বলতে কি তার আগেই ওয়াটসন পরিচারিকাটির সন্ধানে মন্টপেলিয়েরে পৌঁছেলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন, মনিবকে সে ছেড়ে এসেছে নিঃসন্দেহে এবং সে ভালো লোকের হাতেই পড়েছে। তাছাড়া বিয়ের পরইতো তাকে ছেড়ে যেতে হতোই। আর ব্যাডনে থাকতে মনিরব তাকে যেন একটু তার সততা সম্বন্ধে সন্দেহই করত এবং শেষ কয়েকবার রুক্ষ ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে। ফলে বিদায় নেওয়াটা অনেক সহজ হয়েছে তার পক্ষে। বিয়ের যৌতুক হিসেবে লেডি ফ্রান্সেস তাকে পঞ্চাশ পাউন্ড দেন। এই যে আগন্তুকটি লসান থেকে তাঁর পিছু নিয়ে চলেছে, ওয়াটসনের মতো মেরির মনেও তার সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। নিজের চোখে মেরি দেখেছে হ্রদের সামনের বেড়াবার জায়গায় সে প্রকাশ্যে লোকালয়ে প্রচণ্ড জোরে লেডির হাত চেপে ধরেছিল। যেমন হিংস্র তেমনি ভয়ঙ্কর সে মেরির ধারণা এই লোকটির ভয়েই তিনি শ্লেসিনজারদের সঙ্গে লন্ডনে যেতে রাজি হল। মেরির ধারণা হয়েছে যে সব সময়েই তিনি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। এতে তাঁর স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ত।

এই পর্যন্ত মেরি বলেছে, হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে, বিস্ময় আর আতঙ্কের ছাপ তার মুখে দেখা গেল। বলে উঠল, দেখুন, দেখুন, শয়তানটা এখনো তাঁর পিছু ছাড়ে নি। এই লোকটার কথাই বলছিলাম আপনাকে?

বসবার ঘরের খোলা জানলা দিয়ে ওয়াটসন তাকিয়ে দেখলেন, এক বিশালবপু কালচে মানুষ, তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আস্তে আস্তে রাস্তার মাঝখান দিয়ে উদ্বিগ্নভাবে বাড়ির নম্বরগুলো লক্ষ্য করতে করতে চলেছে। পরিষ্কার বোঝা গেল ওয়াটসনের মতো সেও পরিচারিকাটির সন্ধানে এসেছে। ঝোঁকের মাথায় ওয়াটসন দৌড়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে বললেন—আপনি তো ইংরেজ তাই না?

সে বলল, যদি হই তাতে আপনার কী?

নাম ধান কিছুই বলল না সে ওয়াটসনকে।

ওয়াটসন এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন-লেডি ফ্রান্সেস কারফ্যাক্স কোথায়? কী করেছেন তাঁর? কেনই বা তাঁর পিছু নিয়েছেন?

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে লোকটা আচমকা বাঘেরর মতো ওয়াটসনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। লোকটা সাক্ষাৎ শয়তানের মতোই ভয়ঙ্কর। তার হাত দুটো যেন লোহা দিয়ে তৈরি। প্রাণপনে সে ওয়াটসনের গলা চেপে ধরল। জ্ঞান হারাতে বসেছিল ওয়াটসন, এমন সময় দাড়ি না কামানো একজন জনমজুর সামনের ক্যাবারে থেকে একটা লাঠি নিয়ে এসে তার

হাতে জোরে মারতেই বাধ্য হয়ে সে ওয়াটসনকে ছেড়ে দিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আর ভেবে ঠিক করতে পারছিল না আবার একবার ওয়াটসনকে আক্রমণ করবে কিনা। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে দাঁত খিঁচিয়ে চলে গেল যে ঘর থেকে আমি এসেছিলাম সেখানে। ধন্যবাদ দেবে বলে ওয়াটসন তখন রক্ষাকর্তার দিকে তাকালেন। ওয়াটসনের দিকেই তাকিয়ে ছিল সে।

লোকটা বলল, 'ছি, ওয়াটসন কী কাণ্ডটাই না করে বসেছিলে? আমার এখন মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে রাতের এক্সপ্রেস ট্রেনে তোমার লন্ডনে ফিরে যাওয়াই ভালো।

এর একঘন্টা পরে শার্লক হোম্‌স্ নিজের পোশাক পরে ওয়াটসনের ঘরে বসে আছেন। এভাবে হঠাৎ তাঁর উপস্থিতির কারণ অত্যন্ত সহজ। যখন দেখলেন, লন্ডন ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে, তখন ঠিক করলেন ওয়াটসনের এই সময়ে যেখানে থাকার কথা, তার আগেই চলে যাবেন সেখানে। এক দিন মজুরের সাজে তিনি ক্যাবারেতে ওয়াটসনের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

হোম্‌স বললেন, তদন্তের কাজটা যে ভাবে চালিয়ে গেছে। ওয়াটসন—ফলে সব জায়গাতেই সকলকে সতর্ক করে দিয়েছ, অথচ খবর কিছুই জোগাড় করতে পারি নি।

ওয়াটসন বললেন—তা তুমি হলে অনেক ভালো কাজ করতে পারতে।

এর মধ্যে 'হয়তো' বলে কিছু নেই ওয়াটসন। করতে পারতাম কেন, ইতিমধ্যেই করেছি—ক্ষোভের স্বরে হোম্‌স্ বললেন—এই যে মহামান্য ফিলিপ গ্রিন, এই হোটেলে তোমার সহবাসিন্দা একজন। ওকে ধরে এগিয় হয়তো আমরা খানিকটা সফল হতে পারব।

এই কথা বলতে বলতেই রেকাবে করে একটা কার্ড এল, আর পেছন পেছনই এল এই দাড়িওয়ালা বদমাসটা, রাস্তার ওপর যে আমায় আক্রমণ করেছিল। আমায় দেখে চম্‌কে উঠল সে। বলল—ব্যাপার কী মি. হোমস? আপনার চিঠি পেয়ে আমি এলাম কিন্তু এ লোকটার সঙ্গে সম্বন্ধ কী?

হোম্‌স্ বললেন, 'ইনি আমার পুরোনো বন্ধু আর সহকর্মী ড. ওয়াটসন। এই মামলায় সাহায্য করছেন আমাকে।'

রোদে পোড়া প্রকাণ্ড হাত ওয়াটসনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কী যেন বলল। তারপর বলল, আশা করি আপনার বিশেষ লাগে নি। সত্যি বলতে কি, আজকাল আমি যা করে বসে সেজন্যে আমায় দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। আমার স্নায়ুগুলো যেন সব বিদ্যুৎবাহী তারের মতো হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝছি না। এ আমার নাগালের বাইরে। প্রথমেই আমি জানিতে চাই মি. হোম্‌স্, কী করে আপনি আমার কথা জানতে পারলেন?

হোম্‌স্ বললেন, 'লেডি ফ্রান্সেস-এর পরিচারিকা মিস্ ডব্‌নির সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আর তারও আপনাকে মনে আছে। সে হল সেই সময়ের আগেকার কথা, যখন আপনি ভেবে দেখলেন আপনার দক্ষিণ আফ্রিকাতেই চলে যাওয়া ভালো।

ফিলিপ গ্রীণ বলল, 'ও, আমার সমস্ত খবরই জানেন দেখছি।' বেশ, আপনার কাছে আর কিছুই গোপন করব না। দিব্যি খেয়ে বলছি মি, হোম্‌স্, আমি ফ্রান্সেসকে যেমন ভালো বেসেছিলাম কোনো পুরুষ কোনো নারীকে কখনো তেমন ভালোবাসে নি। আমার তখন বয়স কম, স্বভাব রীতিমত বন্য। কিন্তু সে ছিল তুষারের মতো পবিত্র, রুক্ষতার ছায়ামাত্রও তার সহ্য হতো না। তাই যখন সে শুনল, আমি কি সব করেছি, ঠিক করল আর আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু তবুও সে আমায় ভালোবাসে, এইটিই হল সবচেয়ে আশ্চর্য, এমন সে ভালোবাসা যে, শুধু আমারই জন্যে সারা জীবন বিয়ে করল না। সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করতে লাগল। তারপর কয়েক বছর কেটে গেল, বাবার্টনে গিয়ে আমি টাকা করলাম। মনে হল হয়তো তাকে খুঁজে পেলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটু নরম করতে পারব। শুনেছিলাম সে তখনো বিয়ে করে নি। লসান-এ তার দেখা পেলাম। যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম তাকে বোঝাতে। মনে হল যেন সে একটু নরম হয়েছে। কিন্তু তা হলেও তার মনের জোর ছিল প্রচুর। তারপর যখন

আবার দেখা করতে যাই, শুনি যে সে শহর ছেড়ে চলে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম সে ব্যাডেনে আছে। আর কিছুদিন বাদে শুনলাম তাঁর পরিচারিকা আছে সেখানে। আমি লোকটা রুক্ষ প্রকৃতির, রুক্ষভাবেই সারাটা জীবন কাটিয়ে এসেছি, তাই যখন ড. ওয়াটসন ওভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন, 'মুহূর্তের জন্যে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। ঈশ্বরের দোহাই, বলুন আমার লেডি ফ্রান্সেসের খবর কী!

অদ্ভুত গাম্ভীর্যের সঙ্গে হোম্‌স্ বললেন, 'সেটা এখন আমাদের জানতে হবে। আপনার লন্ডনের ঠিকানাটা কী মি. গ্রিন?

গ্রিন বলল, 'ল্যাংহাম হোটেল খোঁজ করলেই আমায় পাবেন।'

তাহলে আমার উপদেশ, হোম্‌স্ বললেন—সেখানে গিয়ে আপনি তৈরি থাকুন যাতে দরকার হলে আপনাকে পেতে পারি। মিথ্যে আশা জাগানো আমার ইচ্ছে নয়, তবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে তাঁর নিরাপত্তার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করব আমি। এর বেশি আর কিছু এখন বলব না। এই কার্ডটা রেখে যাচ্ছি, যাতে যোগাযোগ করতে পারেন। ওয়াটসন, এবার তৈরি হয়ে নাও, আমি মিসেস হাডসনকে টেলিগ্রাম করে আসি, যন দুজন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত পথিকের জন্যে কাল সাড়ে সাতটায় সময় যথাসাধ্য ভোজের ব্যবস্থা করে।

বেকার স্ট্রিটে একটা টেলিগ্রাম হোম্‌স্‌দের প্রতীক্ষায় ছিল। সেটা পড়ে হোম্‌স্ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিলেন। সে খবরটা হল, খোঁচা খোঁচা, বা টুকরো টুকরো টেলিগ্রামটা এসেছে ব্যাডন থেকে। ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন, এটা আবার কী?

হোমস বললেন, 'এইটাই হচ্ছে সব কিছু তোমার হয়তো মনে আছে, ধর্মযাজকটির বাকান সম্বন্ধে আমি তোমায় প্রশ্ন করেছিলাম, যেটা তোমার কাছে আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। তুমি তার উত্তর দাও নি। ঠিক একই টেলিগ্রাম আমি করেছিলাম ইংলিশচের হফ্-এর ম্যানেজারের কাছে। তারই উত্তর এটা।'

ওয়াটসন বললেন, 'এতে কী বুঝতে হবে?'

বুঝতে হবে, হোম্‌স্ বললেন—বুঝতে হবে যে এক অত্যন্ত ধূর্ত ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে এখন আমাদের কারবার। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা মহামান্য ড. শ্লেসিনজার হল ওহোলি পিটার্স থেকে অভিন্ন। যতো বড় বড় জোচ্চরি অস্ট্রেলিয়া থেকে বেরিয়েছে তাদের অন্যতম সে। নতুন দেশ হিসেবে খুব বোকা। এরকম কয়েকটা শয়তান ও দেশ থেকে এসেছে। ওর বৈশিষ্ট্যই হল, নিঃসঙ্গ মহিলাদের ধর্ম সম্বন্ধে যে দুর্বলতা থাকে তার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ঠকানো। আর তার তথাকথিত স্ত্রী, ফ্রেজার নামেএক ইংরেজ স্ত্রীলোক হচ্ছে তারই উপযুক্ত সহকর্মী। ওর কাজের পদ্ধতি লক্ষ্য করেই আমার সন্দেহ জেগেছিল। এই দৈহিক বিকৃতি থেকেই আমার সে সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়, ১৮৮৯ খ্রি. এডে এক স্যালোঁয় এক লড়াইয়ের সময় সে বিশ্রীভাবে কামড় খায়। এই অত্যন্ত অসাধু দম্পতির হাতে এ ভদ্রমহিলা পড়েছেন। খুব সম্ভব হয়তো তিনি আর বেঁচে নেই। আর যদি বা বেঁচে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই বন্দি দশায়। মিস্ ডব্‌নিকে বা অন্যান্য বন্ধুদের তাই চিঠি লিখতে পারছেন না। আমার মনে হয় তিনি লন্ডনেই আছেন। কিন্তু ঠিক কোথায়, তা এখনো জানবার উপায় দেখছি না। আর হ্যাঁ শোনো, সন্ধ্যের দিকে বেড়াতে বেড়াতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ডিয়ে লেমট্রেডের সঙ্গে দেখা করে একটা কথা বলব।

কিন্তু কিছুতেই সরকারি, বেসরকারি হোমসের প্রতিষ্ঠান রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। দাড়িওয়ালা বন্ধুটি তিন তিনবার ল্যাংহাম থেকে এসে খবর নিয়েছে। এই দাড়িওয়ালা ফিলিপ গ্রিনের পরিচয় একটু জানিয়ে রাখি। তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত রণপোত অধ্যক্ষ মি. ফিলিপ গ্রিনের পুত্র, যিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সি অব্ অ্যাজেভ রণপোত বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন।

হোমসের কাছে শুধু একটা খবর আছে, শ্লেসিনজার ধনরত্নগুলো বন্ধক দিতে শুরু করেছে। জানা গেছে সে ওয়েফট মিনিস্টার রোডের বেডিংটনের ওখানে প্রাচীন স্পেনীয় ডিজাইনের

একটা অপূর্ব রূপোর লকেট বন্ধক রেখে টাকা তুলেছিল। বন্ধক যে দিয়েছিল সে লোকটির চেহারা লম্বা চওড়া, দাড়ি গোঁফ কামানো। ধর্মযাজকের মতো চেহারা। নাম ঠিকানা যা সে জানিয়েছিল তা সম্পূর্ণই মিথ্যে। কানটা কেউ লক্ষ্য করে নি, কিন্তু তাহলে বর্ণনা থেকে সন্দেহ নেই যে সে প্লেসিনজার। কিন্তু তাহলেও তাকে ধরার কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। এইরকম যখন জটিল অবস্থা তখন হঠাঃ একদিন সন্ধ্যেবেলায় দাড়িওয়ালা গ্রীন একেবারে হন্তদন্ত হয়ে হোম্‌সের বসবার ঘরে এসে হাজির। তাঁর মুখ রক্তশূন্য সর্বশরীর কাঁপছে, বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত মাংস পেশীগুলো উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বলে উঠলেন, পেয়েছি-পেয়েছি ওকে। উত্তেজনার আধিক্যে তাঁর কথা সব গুলিয়ে গেছে। দু-একটা কথা বলে হোম্‌স্ তাঁকে খানিকটা শান্ত করলেন। একটা ইজিচেয়ার এগিয়ে বললেন, বসুন বসুন যা বলবার আগের ঘটনা আগে এইভাবে গুছিয়ে বলুন। গ্রিন বলল, 'মাত্র ঘন্টাখানেক হল এসেছিল সে। মানে, স্ত্রীলোকটি লম্বা, ফ্যাকাসে, বেজির চোখের মতো তার চোখ।'

হোম্‌স্ বললেন, 'এ হচ্ছে তার বউ।'

গ্রিন বলল, 'সে ওখান থেকে বেরোতে সে চলল তার পিছু পিছু। কেনিংটন রোড ধরে চলল, আার গ্রীনও তার পিছু ছাড়ল না। কিছুক্ষণ পরেই সে একটা দোকানে ঢুকল। জানেন মি. হোম্‌স্ দোকানটা হল এক আন্ডার টেকারের, যাদের কাজ হচ্ছে মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা করা।

চমকে উঠলেন হোমস। তেজি তলায় এমনভাবে বলে উঠলেন যে তাঁর নিরুত্তাপ মুখের অন্তরালে অন্তরাত্মার আগুনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

গ্রিন পুনরায় বলতে লাগল—কাউন্টারের ওপারের স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সে কথা বলছিল। আমিও ঢুকে পড়লাম তাকে বলতে শুনলাম, দেরি হয়ে গেছে বা ওই রকম কিছু। উত্তরের স্ত্রীলোকটি ক্ষমা চাইল, বলল, 'আগেই হতো, তবে, সাধারণ ব্যাপার তো নয়, তাই দেরি হলে একটু। আমি ঢুকতে দুজন থেমে পড়ে আমা রদিকে তাকাল। তখন আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করে দোকান থেকে চলে এলাম। তারপর, একটু পরেই স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে এল। একটা দরোজার আড়ালে আমি লুকিয়ে পড়লাম। তার মনে সন্দেহ জেগেছিল বোধহয়। কারণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে। তারপর একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম, চললাম ওর পিছু পিছু। বিক্সটনের ৩৬নং পোল্টনি স্কোয়ারে সে নেমে গেল শেষ পর্যন্ত। আরো খানিকটা এগিয়ে, স্কোয়ারটার মোড়ে পৌছে আমি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্য করলাম বাড়িটা।

হোমস প্রশ্ন করলে কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?

গ্রিন বলল, 'জানলাগুলো সব অন্ধকার ছিল, কেবলমাত্র নিচের তলার একটা ছাড়া। কিন্তু সেটারো শার্সি নামানো থাকায় কিছুই দেখতে পেলাম না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করা যায় এমন সময় দুজন একটা ঘেরা গাড়ি নিয়ে এল। গাড়িটা থামতে নামল তারা, তারপর কি একটা বস্তু গাড়ি থেক নামাল। তারপর সেটা সিঁড়ি বেয়ে নিয় গেল উপরের হলঘরে। সেটা সেটা একটা কফিন মি, হোমস।

কাগজে কয়েকটা কথা লিখে হোম্‌স্ বললেন, ওয়ারেন্ট না পেলে তো আইনসম্মতভাবে কিছু করা যাবে না, তাই এখন আপনি যা করতে পারেন তা হল, এটা নিয়ে কর্তাদের হাতে দিয়ে ওয়ারেন্টের ব্যবস্থা করা। হয়তো কিছু অসুবিধা হতে পারে, তবে অলঙ্কার বিক্রির ব্যাপারটাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। সে যা করবার লেসট্রেড করবে।

গ্রিন চলে গেলে হোম্‌স্ বললেন, ওয়াটসন ওতো সরকারি পুলিশকে ঠিকই লাগিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা তো সরকারি পুলিশ নই, আমরা আমাদের মতো কাজ করব। পরিস্থিতিটা এত জরুরি যে, যে কোনো পন্থাই এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না। এক্ষুনি আমাদের পোল্টনি স্কোয়ারে যেতে হবে।

মন্ত্রীসভার বাড়িগুলো আর ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ দ্রুত পার হতে হতে হোম্‌স্ বললেন, 'ঘটনাগুলো পরপর সাজালে—শয়তানগুলো বেচারাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে লন্ডনে আনে তার আগে তাঁর বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে সারিয়ে দেয়। আর যদি বা তিনি কোনো চিঠি লিখে থাকেন,

সে চিঠি ওরা আটকে ফেলে। কোনো সহকর্মীর সাহায্যে নিয়ে বন্দি করে রাখে তাঁকে। তারপর তাঁর দামি অলঙ্কারগুলো হাত করে। গোড়া থেকে তাদের সেগুলোর ওপর নজর ছিল—এবং ইতিমধ্যে তা থেকে কিছু কিছু বিক্রি শুরু করেছে। ওরা জানে এতে কোনো বাধা আসবে না, কারণ ওঁর ব্যাপারে কারো কোনো কৌতূহল নেই বলেই ওরা জানে। এও জানে যে মুক্তি পেলেই ওদের ফাঁসিয়ে দেবেন তিনি, সুতরাং ওকে মুক্তি দেওয়া চলবে না। কিন্তু তাই বলে তো চিরটাকাল আটকে রাখা চলবে না, সুতরাং এর একমাত্র সমাধান হলো, হত্যা করা।

বন্ধকী দোকানটার সামনে গাড়ি থামাতে বললেন, হোমস। ওয়াটসনকে বললেন, জেনে এসো তো, পোল্টনি স্কোয়ারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাল ক'টার মধ্যে হচ্ছে। ওয়াটসন দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই কোনোরকম ইতস্তত না করে দোকানের ভদ্রমহিলাটি জানাল, কাল আটটার সময়ে। হোমস মন্তব্য করলেন, লক্ষ্য করেছ ওয়াটসন কোথাও লুকোচুরির চিহ্নমাত্র নেই। সবকিছু পরিষ্কার জানানো হচ্ছে। যেভাবেই হোক আইনের খুঁটিনাটিগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবং ওদের ধারণা, আর ওদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। তা একমাত্র কাজ এখন হবে সরাসরি আক্রমণ করা। তুমি সশস্ত্র তো? তাহলে এসো ওয়াটসন, আগেও যেমন অনেকবার করেছি, এবারও তেমনি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

পোল্টনি স্কোয়ারের মাঝখানের একটা মস্ত অন্ধকার বাড়ির দরোজায় খুব জোরে শব্দ করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরোজাটা, আধো অন্ধকার হলঘরের সামনে এক দীর্ঘাকৃতি মহিলার আবছায়া হোম্‌সদের চোখে পড়ল। অন্ধকারের মধ্যে থেকে উঁকি মেরে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, কী চাই?

হোম্‌স্ বললেন, 'ড. শ্লেসিনজার-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। মহিলাটা বললেন, এ নামের কোনো লোক এ বাড়িতে থাকে না। এই বলে সে দরোজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হোম্‌স্ পা দিয়ে আটকে দিলেন। দৃঢ়স্বরে বললেন, যাই হোক যে ভদ্রলোক এখানে থাকেন তাঁর সঙ্গে দেকা করতে চাই। এখানে তার যে নামই হোক।

একটু ইতঃস্তত করল সে, তারপর দরোজাটা খুলে দিল। বলল বেশ, আসুন তাহলে। আমার স্বামী পৃথিবীর কাউকে ভয় করেন না। দরোজাটা বন্ধ করে সে হলঘরের ডানদিকের একটা বসবার ঘরে আমাদের নিয়ে গেল, মি. পিটার্স এক্ষুনি এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

হোম্‌স্ ধুলোভরা পোকাধরা ঘরটার চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে দরোজাটা খুলে গেল। দাড়ি-গোঁফ কামানো টাকমাথা এক বিরাটবপু ব্যক্তি হালকা পায়ে ঘরে ঢুকল। সহজভাবেই, মস্ত লালমুখো, দু গাল ঝুলেপড়া মানুষটি বলল, মনে হয় আপনারা বাড়ি ভুল করেছেন, আর একটু এগিয়ে গেলে হয়তো—

দৃঢ়স্বরে হোম্‌স্ বললেন, 'আপনি হচ্ছেন অ্যাডেল এড-এর হেনার পিটার্স, ছিলেন ব্যাডেনের আর দক্ষিণ আমেরিকার ড. শ্লেসিনজার। এ বিষয় আমি এতটাই নিঃসন্দেহ, যতোটা নিঃসন্দেহ আমার শার্লক হোম্‌স্ নামটা সম্বন্ধে। বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই—জানতে চাই ব্যাডেন থেকে লেডি ফ্রান্সের ক্যার ফ্যাক্সকে এনে কি করেছেন?

ঠাণ্ডা গলায়, কোনোরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে হোম্‌স্ বলল, ভারি খুশি হব যদি আপনি তাঁর ঠিকানা দেন। প্রায় একশো পাউন্ড আমি তাঁর কাছে পাই। আর জামিন হিসেবে তিনি যেসব ইমিটেশন খেল লকেট আমাকে দিয়ে গেছেন, 'দোকানদার তা সবই ফেরৎ দিয়েছে। ব্যাডেনে থাকতে তিনি মিসেস পিটার্স-এর আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। অবশ্য সে সময় আমি অন্য নাম নিয়েছিলাম—এবং সে থেকে আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন না। শেষ অবধি লন্ডনে পর্যন্ত এলেন। তাঁর হোটেলের বিল, তাঁর ভাড়া সব আমি দিয়েছি। কিন্তু লন্ডনে এসেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন, আর বিল শোধ না করেই গয়নাগুলো রেখে গেছেন। তাঁর ঠিকানা পেলে আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব মি. হোম্‌স্।

হোম্‌স্ বললেন, 'তাঁকে খুঁজে বার করব বলেই আমি এসেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না পাই

খুঁজে দেখব।'

পাটার্স বললেন, 'ওয়ারেন্ট কোথায়?'

পকেট থেকে একটা রিভালভারের অর্ধেকটা উঁচু করে দেখিয়ে হোম্‌স্‌ বললেন—এইটে দিয়েই চলবে যতক্ষণ না এর চেয়ে ভালো একটা ওয়ারেন্ট আসছে।

পিটার্স দরোজাটা খুলে দিয়ে বলল যাও তো অ্যানি, একটা পুলিশ ডেকে আনো তো? বারান্দা দিয়ে সেই ভদ্রমহিলাটির বাইরে যাবার শব্দ শোনা গেল।

হোম্‌স্‌ বললেন, সময় অত্যন্ত কম, ওয়াটসন। পিটার্স আমাদের কাজে যদি বাধা দেন তাহলে আহত হবার প্রচুর সম্ভাবনা, জানিয়ে দিলাম। কফিনটা কোথায়? সে কফিনটা আপনার বাড়িতে এসেছে?

কফিন নিয়ে আপনার কী দরকার—পির্টাস কর্কশস্বরে বললেন— সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা মৃতদেহ আছে তাতে।

হোম্‌স্‌ তাড়াতাড়ি তাকে ঠেলে সরিয়ে জোর করে হলঘরে প্রবেশ করলেন। সামনের আধখোলা দরোজা পেরিয়ে খাবার ঘরের পাশে একটা টেবিলের ওপর কফিনটা দেখতে পাওয়া গেল। পাশে রাখা বাতিটা জ্বালিয়ে হোম্‌স্‌ দ্রুত হাতে কফিনের ডালাটা খুলে ফেললেন। কফিনের ভেতর দেখা গেল, শুকনো একটা মৃতদেহ। হোম্‌স্‌ ভালো করে দেখে নিয়ে নিজের মনে বললেন, যতোই অসুখ করুক না, যতোই না খেয়ে থাকুক, হাজার অত্যাচার হোক, এই বয়সে লেডি ফ্রান্সেসের এমন পরিণতি হওয়া অসম্ভব। পরম বিস্ময় আর স্বস্তির ছাপ হোম্‌সের মুখে। বিড়বিড় করে বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এ অন্য লোক।

পিটার্স ব্যঙ্গস্বরে বলল, 'কি হলো মি. হোম্‌স্‌ এমন ভুল একজন বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা করলেন?'

হোম্‌স্‌ অপমান সহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'কে এই মৃতা?'

নেহাৎই যদি জানতে চান, আমার স্ত্রীর এক প্রাক্তন ধাত্রী, এর নাম রোজ স্পেন্ডার। ব্রিক্সটন ওর্য়াক হাউস ইন ফার্মারিতে আমরা একে পাই। সেখান থেকে নিয়ে আসি, ১৩নং ফারব্যাংক ভিলার ড. হরসমকে দেখাই ঠিকানা নিতে ভুলবেন না মি. হোম্‌স্‌—এবং ক্রিশ্চানদের যেভাবে চিকিৎসা করা উচিত সেইভাবেই চিকিৎসা করেছি। মার যায় তিনদিনের দিন। ডাক্তারের অভিমত, বেশি বয়সের জন্যেই মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য সেটা ডাক্তারের অভিমত, আপনি নিশ্চয়ই তার থেকে ভালো জানবেন। কেনিংটন রোডের স্টিমসন কোম্পানিকে তার অন্ত্যেষ্টির অর্ডার দিয়েছি। কাল সকাল আটটায় তারা তাঁকে কবর দেবে। এ কাহিনীর মধ্যে কিছু গলদ পেয়েছেন? বোকার মতো ভুল করছেন আপনি, স্বীকার নিশ্চয়ই করবেন।

মুষ্টিবদ্ধ হাতে হোম্‌স্‌ চরম বিরক্তি মুখে প্রকাশ করে বললেন—সারা বাড়িখানা তল্লাস করব আমি।

আবার টিটকিরী দিয়ে পিটার্স বলে উঠল, করবেন নাকি? আর সেই মুহূর্তে এক নারীকণ্ঠ আর ভারি পায়ের শব্দ গলিটায় শোনা গেল—আচ্ছা দেখাই যাবে! এই যে এদিকে মশাইরা এই দুজন লোক জবরদস্ত আমার বাড়িতে ঢুকেছে, কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। সাহায্য করুন, তাড়িয়ে দিই ওদের।

একজন সার্জেন্ট আর এক কনস্টেবল দরোজায় দাঁড়িয়ে ছিল, হোম্‌স্‌ পকেট থেকে কার্ড দেখিয়ে বললেন, আর, ইনি হলেন, আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন,

পাটার্স চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'গ্রেপ্তার করুন, তখন সার্জেন্ট বলল, 'মি. হোম্‌স্‌ আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। কিন্তু আমাকে আমার কর্তব্য করতে দিন। আমি আইনের দাস মাত্র। বিনা ওয়ারেন্টে আপনারা এখানে থাকতে পারবেন না স্যার। কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে।

পরক্ষণেই হোম্‌স্‌রা রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। হোম্‌সের মধ্যে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। কিন্তু রাগে, অপমানে ওয়াটসনের শরীর তখন গরম হয়ে উঠেছে। সার্জেন্ট আসছিল

ওয়াটসনদের পিছু পিছু। বলল আমি দুঃখিত মি, হোম্‌স্। হোম্‌স্ বললেন, 'ঠিকই বলেছ তুমি।' এছাড়া তোমার আর কিছুই করার ছিল না।

সার্জেন্ট বলল, 'নিশ্চয়ই স্যার আপনার ওখানে যাওয়ার বিশেষ কারণ কিছু ছিল। তা, আমি যদি কোনো কাজে আসতে পারি—

এক ভদ্রমহিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের ধারণা তাঁকে এই বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে? কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ওয়ারেন্ট এসে পড়বে আশা করছি—হোম্‌স্ বললেন।

আচ্ছা, তাহলে আমি এ বাড়ির লোকজনদের ওপর নজর রাখছি মি. হোম্‌স্। নিশ্চয় জানাব আপনাকে।

বেলা তখন সবে ন-টা। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটসনরা সবেগে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে গেলেন, ব্রিক্সটন ওয়ার্ক হাউস ইনফামারিতে। সেখানে শোনা গেল সত্যিই এক দয়াশীল দম্পতি এসে এক অথর্ব বৃদ্ধাকে দাবি করে প্রাক্তন ভৃত্য হিসেবে। এবং তাকে নিয়ে যাওয়ার তাঁদের আছে। এবং সে মারা গেছে, এ সংবাদে তাঁদের মধ্যে কিছুমাত্র বিস্ময়ের সঞ্চার হলো না। আর বার্ধক্যবশে রোগীর মৃত্যুর মুখোমুখি বসে ডাক্তার মৃত্যুর পরে সার্টিফিকেট লিখে দেন। এতএব এর মধ্যেও কোনো শয়তানির নামগন্ধ নেই।

অত্যন্ত খিটখিটে হয়ে উঠলেন হোম্‌স্—না পারেন কথাবার্তা কইতে, না পারেন ঘুমোতে। ওয়াটসন যখন তাঁর কাছ থেকে চলে আসেন, হোম্‌স্ তখন প্রচুর ধূমপান করছিলেন। ঘন দুই ভ্রু তার জুড়ে গেছে। লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে চেয়ারের হাতলে টোকা দিচ্ছেন, আর মনে মনে এ রহস্যের যতোগুলো সমাধান সম্ভব সব আউড়ে যাচ্ছেন। রাতে অনেকবার তাঁর পায়চারির শব্দ শোনা গেল। শেষ পর্যন্ত সকালবেলা সবেগে ওয়াটসনের ঘরে ঢুকে পড়লেন। পরনে ড্রেসিং গাউন, কিন্তু তাহলেও তাঁর ফ্যাকাসে মুখ আর গর্তে বসা চোখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না, সে রাতেও একটুও ঘুমোতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলেন অন্ত্যোষ্টি কটার সময়? আটটায়, তাই না? অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। এখন সাতটা কুড়ি। হা, ঈশ্বর, আমার মগজের যে কী হয়েছিল! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি করো—জীবন মরণের প্রশ্ন এখন, মৃত্যুর সম্ভাবনা একশো, বেঁচে থাকার সম্ভব না এক। যদি সময়মতো পৌছতে না পারি তো কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

পাঁচ মিনিটও হয় নি, একটা গাড়িতে করে সবেগে বেকার স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলছিলেন হোম্‌স্ কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগ্ বেন-এ পৌছতে বেজে গেল সাতটা পঁয়ত্রিশ। আর ব্রিক্সটন রোড ধরে যখন তীব্র বেগে হোম্‌সরা এগিয়ে চলছিলেন, ততোক্ষণে আটটা বেজে গেছে। তবে, তাদের মতো আরো অনেকেরই অমন দেরি হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে দশ মিনিট হয়ে গেল। কিন্তু তখনো কফিনটা বাড়ির সামনে রয়ে গেছে। ঘোড়াটা যখন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে থামল সেই মুহূর্তে দেখা গেল তিনজন লোক কফিনটা বহন করে নিয়ে আসছে। তীরবেগে গিয়ে হোম্‌স্ তাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন, নিয়ে যাও, আবার ভিতরে নিয়ে যাও ওটা! সবার আগে যে ছিল তার বুকে হাত দিয়ে বললেন, এক্ষুনি ফিরিয়ে নিয়ে যাও বলছি।'

পিটার্স চিৎকার করে উঠল, কী বলছেন, মশাই, আবার বলছি আপনার ওয়ারেন্ট কই?

হোম্‌স্ বললেন, 'আসছে ওয়ারেন্ট, এক্ষুনি পৌছে যাবে। যতোক্ষণ না এসে পৌছচ্ছে, কফিন বাড়ির মধেই থাকবে।'

হোম্‌সের কথায় যে আদেশের সুর ছিল কফিন বাহকদের ওপর তা প্রভাব বিস্তার করল। হঠাৎ দেখা গেল পিটার্স বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হোম্‌সের আদেশে ওরা আবার কফিনটা টেবিলের ওপর রাখল। হোম্‌স্ চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'তাড়াতাড়ি ওয়াটসন! এই নাও একটা স্ক্রু ড্রাইভার, ডালাটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেল এক মিনিটের মধ্যে খুলে ফেললে এক পাউন্ড পাবে! লেগে যাও। বেশ! বেশ! আর একবার আর একবার—এবার টানো, 'সবাই একসঙ্গে!' এই তো, খুলে যাচ্ছে, খুলে যাচ্ছে—ব্যস্ ঐ খুলে গেল। সবাই একসঙ্গে টেনে খুলে

ফেলল ডালাটা। খুলতেই সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরোফর্মের অত্যন্ত তীব্র গন্ধ উপস্থিত সকলকে অভিভূত করে ফেলল। ভিতরে একটি দেহ, তার মাথাটা কাপড়ে জড়ানো। সে কাপড়ে ঘুমের ওষুধ মাখানো। দেহটা হোম্‌স্ টেনে তুলতে অন্য একটা দেহ দেখা গেল। সে মুখ পাথরের মতো। সে দেহ এক মধ্যবয়সী অপূর্ব সুন্দরী মহিলার। পলকের মধ্যে হোম্‌স্ দেহটাকে বসবার ভঙ্গীতে তুলে ধরলেন। দেখ তো ওয়াটসন এখনো প্রাণ আছে কিনা জীবনের চিহ্ন একটুও আছে কিনা দেখ তো ভালো করে! নিশ্চয় একেবারে মারা যান নি!

প্রায় আধঘন্টা ধরে পরীক্ষার পরে মন হল না জীবনের কোনো চিহ্ন দেহে আছে। দম দম বন্ধ-হইয়ে হোক বা ক্লোরোফর্মের বিষাক্ত গ্যাসের জন্যেই হোক, মনে হল হয়তো লেডি ফ্রান্সেরকে আর ইহলোক ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে, ইথার ইনজেকশান দিয়ে এবং বিজ্ঞান সম্মত সমস্ত-রকম চেষ্টার পর জীবনের অতি সামান্য স্পন্দন সে দেহে অনুভূত হল। চোখের পাতা যেন একটু কেঁপে উঠল। আয়নায় যেন খুব অস্পষ্ট ছায়াপাতের মতো দেখা গেল যা থেকে বুঝতে হবে জীবন ফিরে আসছে, ধীরে ধীরে। একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল জানলার খড়খড়ি খুলে হোম্‌স্ বললেন, এই যে, লেসট্রেড এসেছে ওয়ারেন্ট নিয়ে। এসে দেখবে যে তার পাখিরা উড়ে এসেছে ওয়ারেন্ট নিয়ে। এসে দেখবে যে তার পাখিরা উড়ে গেছে। তারপর বারান্দায় ভারি দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে বললেন, এই তো এসে গেছেন, এঁর পারিচর্যার যাঁর অধিকার আমার থেকে বেশি—এই যে মি. গ্রিন। আমার মনে হয় যতো তাড়াতাড়ি লেডি ফ্রান্সসকে এখান থেকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। ইতিমধ্যে অন্ত্যেষ্টির কাজটা চলতে পারে। কফিনে শুয়ে থাকা স্ত্রীলোকটা এখন বিশ্রাম করুক।

সন্ধেবেলা হোম্‌স্ ওয়াটসনের সঙ্গে কথায় কথায় আলোচনা সূত্রে বললেন, 'সারারাত চিন্তা করবার পর ভোরের দিকে আমার চিন্তার জাল কেটে নিয়ে ভোরের ধূসরতায় আমার হঠাৎ মনে আসে আন্ডারটেকারের স্ত্রী কথা যা ফিলিপ গ্রিনের মুখে শুনেছিলাম। এতক্ষণে তো এসে যাওয়ার কথা, তা সাধারণ ব্যাপার তো নয়, সেইজন্যে দেরি হচ্ছে হয়তো। কফিনটার কথা উল্লেখ করেছিল সে। সাধারণ কফিন সত্যিই এ নয়, এবং এর একমাত্র কারণ হতে পারে, কোনো বিশেষ মাপেই এটা তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু কেন? সঙ্গে সঙ্গে তখন মনে পড়ে গেল কফিনটার দুটো পাশ কেমন অস্বাভাবিক রকমের গভীর আর ক্ষীণ ছোটোখাটো একটা মৃতদেহের জন্যে অতবড় একটা কফিন কেন? নিশ্চয়ই, যাতে আরো একটা দেহের জায়গা সেখানে হতে পারে। একই সার্টিফিকেটের জোরে দুটো দেহই জায়গা সেখানে হতে পারে। একই সার্টিফিকেটের জোরে দুটো দেহই সমাহিত হবে। এ সমস্তই তো অত্যন্ত পরিষ্কার। আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ না থাকায় এ ভুলটা হল। আটটায় ফ্রান্সেসের সমাধি হওয়ার কথা, তাই আমাদের একমাত্র উপায় হল, যেমন করেইহোক কফিনটাকে বাড়ির মধ্যে আটকে রাখা। ভদ্রমহিলাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার সম্ভবনা ছিল খুবই সামান্য, কিন্তু তাহলেও কটা সম্ভবনা মানে একটা চান্স নেওয়া যেতে পারে বলে আমার মনে হল। এবং ফলও দেখা গেল তাই। এর আগেও ওরা কখনো খুন টুন করেছে বলে জানি না। তবে শেষপর্যন্ত গায়ে হাত দেয় নি, কারণে যে ভাবে মৃত্যু হয়েছে তার কোনো নির্দশন না রেখেই তারা তাঁকে সমাধিস্থ করতে পারত। এবং করব খুঁড়ে মৃতদেহ তুললেও কিছু সুযোগ তাদের থাকত। ওপরের সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটা তো দেখে এসেছ সেখানে ভদ্রমহিলাকে এতদিন আটকে রাখা হয়েছিল। হঠাৎ আক্রমণ করে ওরা তাঁকে ক্লোরোফর্ম ঢেলে দেয় যাতে ঘুম না ভাঙে। তারপর নিচে নিয়ে এসে আরো প্রচুর ক্লোরোফর্ম দেয়া হয় যাতে ঘুম না ভাঙে। তারপর স্ক্রু দিয়ে এটে দেয়া হয় ডালাটা।

ওয়াটসন, এ অপরাধ অপরাধের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। যদি ডা. শ্লেসেনজার এবং তার স্ত্রী এ যাত্রা লেসট্রেডের কবল এড়িয়ে পালাতে পারে তো ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে এ ধরনের আরো চমৎকার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যাবে।

মুমূর্ষু ডিটেকটিভ

শার্লক হোম্‌সের গৃহকর্ত্রী মিসেস হাডসনের কাছ খবর পেয়ে ড. ওয়াটসন ছুটে এলেন বেকার স্ট্রিটে, হোম্‌স্-এর ডেরায়। শার্লকের কঠিন অসুখ।

সত্যিই সে এক করুণ দৃশ্য! নভেম্বরের কুয়াশা ছাওয়া সেই অল্প আলোয় রোগী ঘরটা বিষাদমাখা ছিল তো বটেই, তার ওপর হাড় বার করা শুকনো মুখে তাঁকে একদৃষ্টে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওয়াটসনের শরীর যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল। চোখে জ্বরাগ্রস্তের দৃষ্টির উজ্জ্বলতা, দু-গালে ক্ষয়জ্বরের রক্তিমাভা। মুখে ছোপ ছোপ দাগ লেগে রয়েছে। চাদরের ওপরে রাখা সরু হাত দুটো কেবলই ছটফট করছে, গলার আওয়াজ কর্কশ, আর কথা কইছেন যেন হোঁচট খেতে খেতে। ওয়াটসন যখন ঘরে ঢুকলেন, তিনি শুয়ে ছটফট করছিলেন। তাঁর চোখ দেখে মনে হলো আমায় চিনতে পেরেছেন। বললেন, এই যে ওয়াটসন, তুমি এসে গেছো। দেখো, আমার সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে! দুর্বল গলায় কথাটা বললেন বটে, কিন্তু তাতেও তাঁর স্বভাবসুলভ বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

এগিয়ে গিয়ে আবেগের স্বরে ওয়াটসন বললেন, বন্ধু, বন্ধু তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

সরে যাও,—সরে যাও আমার কাছ থেকে। সেই তীক্ষ্ণ আদেশের সুরে তিনি কথাটা বললেন, একমাত্র সমূহ বিপদে পড়লে তিনি যেভাবে বলতেন—আর যদি এক পা-ও এগোও তো বাধ্য হবো তোমায় বেরিয়ে যেতে বলতে।

ওয়াটসনের, মিসেস হাডসনের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, একগুঁয়ে হোম্‌স্ কিছুতেই ডাক্তার ডাকতে দিচ্ছেন না। তখন ওয়াটসনের মনে হলো বন্ধুটি আগের চেয়েও বেশি একগুঁয়ে। বন্ধুটির এক করুণ দশা দেখে কষ্ট হলো ওয়াটসনের। তিনি হোমসকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন, আমি তো তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি হোম্‌স্!

হোম্‌স্ উত্তরে বললেন—নিশ্চয়, তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু সবচেয়ে ভালো সাহায্য করা হবে যদি আমার কথা শোনো। ওয়াটসন, যা বলছি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।

ওয়াটসন বিস্মিত স্বরে বললেন, আমার ভালোর জন্যে? তার মানে?

হ্যাঁ, কারণ আমি ভালো করেই জানি আমার কী হয়েছে—হোম্‌স্ বললেন,—এ হলো একটা কুলি রোগ সুমাত্রায় থাকতে ছোঁয়াচটা লেগেছে। এ রোগ সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে ওলন্দাজরা ভালো জানে, যদিও তারা এ নিয়ে বিশেষ কিছুই করে নি। এ পর্যন্ত এইটুকুই জানা গেছে যে এ রোগ যেমন মারাত্মক তেমনি ছোঁয়াচে। একবার ছোঁয়াচ লাগলে আর রক্ষা নেই ওয়াটসন! ওয়াটসন বললেন,—হোম্‌স্, তুমি সুস্থ নও এবং অসুস্থ মানুষ তো বালকেরই সামিল। তাই সেই হিসেবেই আমি তোমার চিকিৎসা করবো—তুমি পছন্দ করো আর নাই-ই করো। তোমার রোগের উপসর্গ পরীক্ষা করে আমি তোমার চিকিৎসা করবো ঠিক করেছি।

একথায় হোম্‌স্ বিষ দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকালেন। বললেন,—বেশ, আমার অ-মতেও যদি আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়তো এমন ডাক্তারই আমি ডাকবো যার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

ওয়াটসন বললেন, ও তাহলে আমার চিকিৎসার দরকার নেই? অবশ্যই আছে, হোম্‌স্ বললেন—তবে তা স্রেফ বন্ধু হিসেবে। কিন্তু সত্য যা তা সত্যিই, ওয়াটসন। আর যাই হোক তুমি একজন সাধারণ ডাক্তার ছাড়া কিছুই নও। তোমার অভিজ্ঞতা সীমিত। এসব কথা বলতে আমার খারাপ লাগছে ওয়াটসন। কিন্তু বলতে বাধ্য করছো।

ওয়াটসন বললেন, তোমার কথায় বুঝতে পারছি তোমার স্নায়ুর অবস্থা খুবই খারাপ। যাই হোক, সত্যিই যদি আমার ওপর তোমার কোনো আস্থা না থাকে তো আমি জোর করে তোমার চিকিৎসায় হাত দেবো না। তাহলে স্যর জেসপার মিককে বা পেনরোজ ফিশারকে বা লন্ডনের সেরা ডাক্তারদের কাউকে নিয়ে আসি। মোট কথা, কাউকে দেখানো যে একান্তই দরকার তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি ভেবে থাকো আমি এখানে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখব তুমি একটু

একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, আর নিজে থেকে বা কোনো ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো না, তাহলে বুঝব তুমি এতদিনেও আমায় চেনো নি।

তোমার উদ্দেশ্য যে ভালো তা আমি স্বীকার করি ওয়াটসন, অসুস্থ্য ব্যক্তিটি বললেন,—কথাটা বললেন, খানিকটা কান্নার আর খানিকটা আর্তনাদের সুরে। আচ্ছা, তোমার অজ্ঞতার প্রমাণ দেবো? বেশ বলো, টাপানুলি জ্বর সম্বন্ধে তুমি কি জানো কিংবা ব্লাক ফরমোসা কোরাপশন সম্বন্ধে?

দুটোর কোনোটারই নাম শুনি নি—ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্‌ বললেন,—পূবদেশে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত রোগ আছে, পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রচুর সম্ভাবনা সেখানে। প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের পর তাঁকে থামতে হচ্ছিল। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার ফলে আমি এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছি যার মধ্যে ভেষজ অপরাধ তত্ত্বের ব্যাপারও খানিকটা আছে। আর তাই করতে গিয়েই আমার এই ছোঁয়াচে লেগেছে। এর চিকিৎসা তোমার কম্ম নয়, ওয়াটসন।

হয়তো তাই, ওয়াটসন বললেন—আচ্ছা, গ্রীষ্মমণ্ডলীর রোগসমূহের সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ ড. আইনসট্রিকে আমি চিনি। তিনি এখন লণ্ডনে। কোনো ধমক-ধামকই আমি মানব না হোম্‌স্‌—এই মুহূর্তে তাঁকে ডাকতে চললাম। দরোজার কাছে আসবার আগেই হোম্‌স্‌ বাঘের মতো এক লাফে এসে ওয়াটসনকে নিরস্ত করলেন। দরোজায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে টলতে টলতে গিয়ে আবার বিছানা নিলেন। এই নিদারুণ পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, এবার তুমি আটকা পড়েছো, ওয়াটসন। এ চাবি তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এখানে এই অবস্থাতেই থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার কথা শুনছো। তবে, আমি তোমায় খুশি করে দিচ্ছি। আমি ভালো করেই জানি যে তুমি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বেশ তোমার ইচ্ছেমতোই হবে, তবে, একটু সময় আমায় দেবে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, ঠিক এই মুহূর্তেই হবে না। এখন চারটে, ছয়টার সময় তোমায় ছেড়ে দেবো।

একি, ওয়াটসন বললেন—এ যে পাগলামি হোম্‌স্‌।

মাত্র দুইটি ঘন্টা ওয়াটসন। কথা দিচ্ছি, ছয়টার সময় ঠিক ছেড়ে দেবো, হোম্‌স্‌ বললেন—শুধু তুমি যেখানে আছো, ওখান থেকে আর এগোবে না, তাহলেই হবে। আর একটা শর্ত। সেটা হলো, ডেকে আনবে, তুমি যে ডাক্তারের কথা বলছো তাকে নয়। আমি যার নাম করছি তাকে।

বেশ, তাই হবে—ওয়াটসন সম্মতি জানালেন।

হোম্‌স্‌ তখন বললেন, বেশ, এই যে তিনটি কথা উচ্চারণ করলে তাতে বেশ যুক্তি আছে—খুশি হলাম ওয়াটসন। বড় ক্লান্তি লাগছে। তাকের থেকে যে কোনো বই নিয়ে পড়তে পারো। ছয়টার সময় আবার কথাবার্তার শুরু করবো ওয়াটসন।

হোম্‌স্‌ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন, এবং কিছুক্ষণ পরেই বিড়বিড় করে কি সব বকতে লাগলেন। আর বইতে মন দিতে না পেরে ওয়াটসন ঘরের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করতে করতে অগ্নিস্থানের কাছে একরাশ পাইপ, তামাকের থলে, সিরিঞ্জ, পেন্সিল কাটা ছুরি, রিভালভারের গুলি, আর কিছু ছড়ানো আবর্জনার পাশে দেখতে পেলেন একটা কালোয় সাদায় হাতির দাঁতের কৌটো। পরিপাটি ছোটখাটো জিনিসটি,—ভালো করে দেখবে বলে হাত বাড়াতেই—

সঙ্গে সঙ্গে এক মহা-আতঙ্কে হোম্‌স্‌ চিৎকার করে উঠলেন—সে চিৎকার বোধহয় রাস্তা থেকেও শোনা গিয়ে থাকবে। ওয়াটসনের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। কৌটটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলেন ওয়াটসন। ফিরতেই দেখা গেল, হোম্‌স্‌ অত্যন্ত যন্ত্রণাকাতর মুখে আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে আছেন। বলে উঠলেন, নামিয়ে রাখো—এক্ষুনি নামিয়ে রাখো ওটা—এই মুহূর্তে! তারপর তাঁর মাথা আবার বালিশের মধ্যে ডুবে গেল। জিনিসটা ওয়াটসন নামিয়ে রাখতে স্বস্তির এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তিনি। বললেন, তুমি জানো ওয়াটসন, অত্যন্ত বিরক্ত হই যদি কেউ আমার কোনো জিনিসে হাত দেয়। এমন বিরক্ত করছো

যে, আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে! তুমি একজন ডাক্তার, অথচ যা করছো রোগীকে পাগলা গারদে পাঠাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। চুপ্‌চাপ্ বসো তো, বিশ্রাম করতে দাও একটু।

ওয়াটসন চুপ্ করে লক্ষ্য করতে লাগলেন—হোম্‌স্ যেমন ঘড়িটা লক্ষ্য করছেন তেমনি লক্ষ্য করছেন ওয়াটসনকেও। কারণ ছয়টা বাজতে না বাজতেই আবার তিনি তেমনিই উত্তেজনায় সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, ওয়াটসন, ওয়াটসন, তোমার কাছে খুচরো পয়সা আছে?

হ্যাঁ।

রুপোর কিছু? হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আর আধ ক্রাউন?

ওয়াটসন বললেন,—রূপোর মুদ্রা কয়েকটা আছে, আর মাত্র পাঁচটা আধ ক্রাউন আছে।

হোম্‌স্ বললেন, ঐ কয়টা তুমি তোমার ঘড়ির পকেটে রেখে দাও। আর বাকি পয়সাগুলো সব রাখো প্যান্টের বাঁ পকেটে। ধন্যবাদ। এতে তোমার শরীরের ভারসাম্যের অনেক উন্নতি হবে। তারপর একবার কেঁপে কেঁপে উঠে, একটু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন যেন। তারপর বললেন, এবার গ্যাসটা জ্বেলে দাও ওয়াটসন। কিন্তু খুব সাবধান, কোনোমতেই যেন ওটার শিখা অর্ধেকের বেশি না ওঠে। এ বিষয়ে খুব সাবধান হতে হবে কেমন! বা, এই তো বেশ। না, না, শার্সিটা নামাতে হবে না। এবার কয়েকটা চিঠি আর কিছু কাগজ টেবিলটার ওপরে আমার নাগালের মধ্যে রাখো। বেশ, বেশ—এবার অগ্নিস্থান থেকে কিছু আবর্জনাও। বাঃ চমৎকার! ওখানে দেখবে একটা চিনির চিমটে। সেটা দিয়ে ঐ হাতির দাঁতের ছোট কৌটটা তোলো দেখি। রাখো ওটা এখানে এই কাগজগুলোর মধ্যে। আচ্ছা, এবার যাও, ১৩নং লোয়ার বার্ক স্ট্রিট্ থেকে মি. কালভার্টন স্মিথকে ডেকে নিয়ে এসো।

সত্যি বলতে কি, ডাক্তার ডাকার উৎসাহ আমার ইতিমধ্যে অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়েছে, কারণ হোম্‌স্ যেরকম ভুল বকতে শুরু করেছেন তাঁকে এখন ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপদের ব্যাপার হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি বিশেষটিকে ডাকবার ব্যাপারে তাঁর দারুণ উৎসাহ।

ওয়াটসন বললেন—ওঁর নাম তো কোনোদিন শুনি নি।

হোম্‌স্ বললেন—তা হয়তো হবে। কিন্তু হয়তো তুমি আশ্চর্য হবে জেনে, এই রোগের ব্যাপারে যে ব্যক্তির জ্ঞান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তিনি কোন ডাক্তার নন, একজন চাষী! সুমাত্রার লোক তিনি। আপাততঃ লন্ডনে এসেছেন। তাঁর কাছে পিঠে কোনো ডাক্তার না থাকায়, এই রোগের আক্রমণ হলে তিনি নিজেই এ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এবং তার ফলে যা জানতে পেরেছেন তার ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারী। অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ মানুষ তিনি। তাই ছয়টার আগে যেতে তোমায় বারণ করছি। কারণ তার আগে তিনি পড়ার ঘরে আসেন না। এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণাই হলো তাঁর প্রধান শখ। যদি তাঁকে রাজি করাতে পারো এখানে এসে আমার চিকিৎসা করতে তাহলে নিশ্চয় আমার উপকার হবে।

হোম্‌সের ঠিক এই মন্তব্য—যেভাবে তিনি দম নেবার জন্যে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে কথাগুলো বলেছিলেন আর যে ভাবে তাঁর আঙ্গুলগুলো যন্ত্রণায় কেবলই খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল—তা প্রকাশ করার চেষ্টা করবো—ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্ বললেন, ঠিক। ঠিকই ধরেছো। ঠিক যেরকম আমাকে দেখাচ্ছে তেমনটি হুবহু তাঁকে বলবে। বলবে লোকটি মরতে বসেছে, ভুল বকতে শুরু করেছে। মৃত্যুর আর দেরি নেই। ওঃ ঝিনুকের বংশ বৃদ্ধি এমন সাংঘাতিক যে সমুদ্রের তলাটা যে কেন ঝিনুকে ঝিনুকে ভরে উঠে নি জানি না! হায়, আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। আশ্চর্য লাগে যখন ভাবি, মানুষের মগজই কী করে মগজকে বশে রাখে! হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম ওয়াটসন?

মিঃ কালভার্টন স্মিথকে কী বলব তারই নির্দেশ দিচ্ছিলে। মনে পড়েছে বটে,—আমার জীবনই যে ওঁর ওপর নির্ভর করছে! ওকে অনুরোধ কোরো, ওয়াটসন। ওঁর সঙ্গে কোনো সদ্ভাবই আমার নেই। জানো, ওঁর ভাইপোর মৃত্যু সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা ওঁকে জানিয়ে

ছিলাম। অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু তার হয়েছিল। তাই আমার ওপর তাঁর আক্রোশ আছে ওয়াটসন। ওঁকে একটু নরম করবার চেষ্টা করবে কেমন? অনুনয় বিনয় করে, খোসামোদ করে, যেমন করেই হোক ওঁকে আনতেই হবে এখানে। একমাত্র তিনিই আমায় এ-যাত্রা রক্ষা করতে পারেন।

ওয়াটসন বললেন,—এক্ষুনি গিয়ে গাড়ি করে নিয়ে আসছি ওঁকে। যদি জোর করে গাড়ীতে তুলতে হয় তাহলেও।

উঁহু ওটি করতে যেও না। ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতেই হবে তোমাকে। তারপর তুমি চলে আসবে ওঁর থেকে আগে। ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে আসবে না—যে-কোনো অছিলাতেই হোক্—মনে থাকে যেন। নিশ্চয়ই আমায় হতাশ করবে না।—এ পর্যন্ত অবশ্য কোনোদিন আমায় হতাশ করোনি। স্বাভাবিক শত্রুতা তো অবশ্যই আছে, যাদের জন্যে পৃথিবীতে জীব জগতের বৃদ্ধি খানিকটা সীমাবদ্ধ আছে। তুমি আর আমি ওয়াটসন, আমাদের যা যা করণীয় তা করেছি, কিন্তু তাই বলে কি পৃথিবীটা ঝিনুকে ঝিনুকেই ছেয়ে যাবে? না, না, সে যে বড় ভয়ানক!

অমন এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এই শিশুসুলভ উক্তি একমনে চিন্তা করতে করতে ওয়াটসন চলে এলেন। চাবিটা উনি ওয়াটসনের হাতে দিয়েছিলেন। মিসেস হাডসন গলিতে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার আগে পেছন থেকে হোম্‌সের উচ্চ তীক্ষ্ণকণ্ঠ আমার কানে এল—একটা গানের সুরে প্রলাপ বকে চলেছেন। গাড়ি ডাকব বলে শিস দিচ্ছিলেন ওয়াটসন এমন সময় কুয়াশার ভেতর থেকে এক ব্যক্তি ওয়াটসনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন মি. হোম্‌স্? ইনি হচ্ছেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেক্টর মর্টন। পরনে পুলিশের নয়, সাধারণ নাগরিকের পোশাক।

ওয়াটসন বললেন,—অত্যন্ত অসুস্থ!

মর্টন অতি অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে শয়তানির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। সে ছাপ না থাকলে হয়তো ওয়াটসন হয়তো তাকে আনন্দের আতিশয্য বলে মনে করতে পারতেন। বললেন, হুঁ এইরকমই একটা গুজব শুনেছিলাম বটে।

গাড়ি চলতে লাগল, ভদ্রলোক পেছনে পড়ে গেলেন।

যে বাড়িটার সামনে গাড়িটা থামল, সেটা এক ধরনের লোহার রেলিং আর খুব ভারি ভাঁজ করা দরোজা আর ঝলমলে পেতলের নেম প্লেট—ভারি পরিপাটি আর অভিজাত বলে মনে হলো ওয়াটসনের। যে ভৃত্যটি দরোজা খুলে দিল, পেছন থেকে আসা বিজলি বাতির গোলাপি আলোয় মনে হল যেন সে পটে আঁকা। পরিস্থিতির সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে গেছে।

ভৃত্যটি বললো—আজ্ঞে কী বললেন? মি. কালভার্টন স্মিথ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি বাড়িতে আছেন ড. ওয়াটসন। আজ্ঞে আচ্ছা, আমি কার্ডটা নিয়ে যাচ্ছি।

ওয়াটসনের নাম আর পদবী কোনোটাই মনে হল না মি. কালভার্টন স্মিথের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। আধখোলা দরোজাটা দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ওয়াটসনের কানে এলো। কে এই ভদ্রলোক, কী চান তিনি? কী মুস্কিল স্টেপল্‌স্, কতোবার না তোমায় বলেছি পড়ার সময় বিরক্ত করবে না। না—আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবো না। বলে দাও গিয়ে আমি বাড়ি নেই। বলে দাও যদি নেহাৎ দেখা করতে হয় তা যেন কাল সকালে আসেন।

রোগশয্যায় শার্লক হোম্‌স্ অমন কষ্ট পাচ্ছেন বলেই ওয়াটসন ভেবে দেখলেন এখন আর শিষ্টাচারের সময় নেই। হোম্‌সের জীবনই এখন নির্ভর করছে ভদ্রলোককে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার ওপর। তাই ভৃত্যটি এসে আমতা আমতা করে তার বক্তব্য প্রকাশ করবার আগেই ওয়াটসন তার পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

দেখলেন, একজন হলদে মুখের ব্যক্তি আগুনের কাছে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। ওয়াটসনকে দেখে ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন তিনি। ব্যাপারটা কী শুনি? এভাবে জবরদস্ত প্রবেশের মানে কী? খবর পাঠাই নি, যে কাল সকালের আগে দেখা হবে না?

ওয়াটসন বললেন মি. স্মিথ, আমি ভীষণ, ভীষণ দুঃখিত। আমি নিরুপায়। ব্যাপারটা এমনই জরুরি যে দেরি করা একেবারেই সম্ভব নয়, মি. শার্লক হোম্‌স্—

বন্ধুর নামটা ছোটখাটো ভদ্রলোকটির ওপর এমন আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেজাজ শান্ত হলো, মুখের ভাব উত্তেজনায় কঠিন হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি হোম্‌সের কাছ থেকে আসছেন?

হ্যাঁ সোজা তাঁর কাছ থেকেই আসছি, ওয়াটসন বললেন, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বাঁচেন কিনা সন্দেহ। আর সেইজন্যই আমার আসা।

মি. স্মিথ ওয়াটসনকে একটা চেয়ারে বসার নির্দেশ দিয়ে বললেন, শুনে দুঃখিত হলাম। ব্যবসায়িক ব্যাপারেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ। কিন্তু তাহলেও তাঁর ক্ষমতার প্রতি, তাঁর চরিত্রের প্রতি আমার প্রচুর শ্রদ্ধা আছে। অবশ্য অপরাধ তত্ত্বে তিনি সৌখিন ছাড়া কিছু নন। তাঁর কারবার বদমাইসদের নিয়ে, আর আমার, রোগ জীবাণু নিয়ে। ঐগুলো হলো আমার কয়েদকানা এই বলে তিনি পাশের একটা টেবিল দেখিয়ে দিলেন। টেবিলটার ওপর একসার বোতল। বললেন, পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধীরা ওগুলোর মধ্যে জেলের মেয়াদ খাটছে।

ওয়াটসন এই কথার সূত্র ধরেই বললেন, এ বিষয়ে আপনার বিশেষ জ্ঞানের জন্যেই মি. হোম্‌স্ আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার সম্বন্ধে তাঁর খুবই উচ্চ-ধারণা। তিনি মনে করেন লন্ডন শহরে একমাত্র আপনিই তাঁকে সাহায্য করতে পারেন।

এ কথায় চমকে উঠলেন ভদ্রলোক, আর সঙ্গে সঙ্গে টুপিটা তার মাথা থেকে পড়ে গেল। বললেন, কেন তাঁর মনে হল যে, আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি?

ওয়াটসন বললেন,—প্রাচ্যের এসব অসুখ সম্বন্ধে আপনার বিশেষ জ্ঞান আছে।

কিন্তু, একথা তাঁর কেন মনে হলো যে তাঁর এ রোগ পূর্বদেশীয় কোনো রোগ?

ওয়াটসন বললেন, কারণ তাঁকে কাজের খাতিরে কয়কদিন ডকের চীনা নাবিকদের সান্নিধ্যে যেতে হয়েছিল।

এ কথায় মি. স্মিথের মুখে হাসির উদ্রেক হল। টুপিটা তুলে নিলেন তিনি। বললেন, ও, তাই নাকি। তাহলেও আশা করি আপনি যেমন বলছেন ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কতোদিন হলো তিনি অসুস্থ?

ওয়াটসন বললেন, প্রায় তিন দিন হল তিনি অসুস্থ। মাঝে মাঝে ভুল বকছেন।

মিঃ স্মিথ মন্তব্য করলেন, আহা! তবে তো ব্যাপারটা গুরুতরই মনে হচ্ছে। তা, এমন ব্যাপারে না যাওয়াটা অমানুষিক হবে। কাজে বাধা পড়াটা আমি আদৌ পছন্দ করি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তার ব্যতিক্রম হতে পারে। বেশ, চলুন, এক্ষুনি আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

হোম্‌সের কথাটা ওয়াটসনের মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, আমি তো এক্ষুনি যেতে পারবো না। আর একটা কাজ আছে আমার—

মি. স্মিথ বললেন,—ঠিক আছে একাই যাচ্ছি তাহলে।

ঠিকানাটা আমার লেখা আছে। বড়জোর আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

দুরু দুরু বুকে ওয়াটসন হোম্‌সের শয্যার পাশে গেলেন। তাঁর ভাবনা হয়েছিল, হয়তো ইতিমধ্যেই সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাই অত্যন্ত আশ্বস্ত হলেন দেখে যে এর মধ্যে বরং প্রভুত উন্নতিই দেখা দিয়েছে। চেহারা তেমনই রয়ে গেছে বটে, কিন্তু প্রলাপের আর কোনো লক্ষণই তাঁর মধ্যে ছিল না। দুর্বল কণ্ঠে তিনি বললেন,—কিন্তু যেরকম স্পষ্টভাবে আর পরিষ্কার করে বললেন তা যেন তাঁর স্বাভাবিক অবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বললেন, কী, দেখা হল?

ওয়াটসন বললেন,—হ্যাঁ, তিনি আসছেন।

চমৎকার, ওয়াটসন, হোম্‌স্ উচ্ছসিত হয়ে বললেন—দেখা যাচ্ছে, দূত হিসেবে তোমার সমান কেউ নেই।

ওয়াটসন বললেন—জানো, তিনি আমার সঙ্গেই আসতে চাইছিলেন।

না না ওয়াটসন, তা কখনোই হতে পারে না। একেবারেই অসম্ভব। জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি, আমার কী হয়েছে?

হ্যাঁ, ওয়াটসন বললেন—তাতে আমি ঈস্ট এন্ড এর চীনাদের কথার উল্লেখ করেছিলাম।

ঠিক, ঠিকই করেছো ওয়াটসন। প্রকৃত বন্ধুর যা যা করণীয় ঠিক ঠিকই করেছো। এবার তুমি দিব্যি এ দৃশ্য থেকে অন্তর্ধান করতে পারো।

ওয়াটসন বললেন—না হোম্‌স্‌, ওঁর মতামতটা আমায় শুনতে হবে বৈকি।

আরে সে তো শুনবেই। তবে এমন কথা আমার মনে করার কারণ আছে যে তাঁর সে মতামত আরো স্পষ্ট ও আরো অনেক বেশি কার্যকরী হবে যদি আমি আর তিনি ছাড়া আর সেখানে কেউ উপস্থিত না থাকে। তার চেয়ে এক কাজ করো, আমার খাটের মাথার দিকে যে জায়গা আছে তাতে একজনের ঠিক লুকিয়ে যাবে।

সেকি, সেকি হোম্‌স! ওয়াটসন বললেন।

এছাড়া আর কোনো উপায় নেই ওয়াটসন—হোম্‌স্‌ বললেন—লুকিয়ে থাকার মতো জায়গা অবশ্যই ওটা নয়, আর তাতে সুবিধাই বরং কারণ সন্দেহের উদ্রেক হবে না। হঠাৎ উঠে বসলেন তিনি। রোগগ্রস্ত মুখের ভাবে ঋজুতা আর ঔৎসুক্য ফুটে উঠলো—ঐ চাকার শব্দ, ওয়াটসন! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি লুকাও। কথা বলা, নড়াচড়া একেবারেই চলবে না। কেবল কান পেতে শুনে যাবে, ব্যস্‌। তারপর একেবারেই চলবে না। কেবল কান পেতে শুনে যাবে, ব্যস্‌। তারপর মুহূর্ত মধ্যেই দেখা গেল, যেটুকু শক্তি তিনি ফিরে পেয়েছিলেন তা চলে গেল, ফলে এইমাত্র যে পুরো ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলছিলেন, তার বদলে নিচু গলায় অস্পষ্টভাবে কথা বলতে লাগলেন।

লুকোনোর জায়গাটা থেকে ওয়াটসন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর শোবার ঘরের দরোজাটার খোলার আর বন্ধ হওয়ার শব্দ। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু রোগীর গভীর বিশ্বাস প্রশ্বাসের আর হাঁফানির শব্দ ছাড়া। আগন্তুক বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে রোগীর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। শেষপর্যন্ত সেই দীর্ঘ মৌনতা ভঙ্গ হল।

মি. স্মিথের গলা শোনা গেল—হোম্‌স্‌ হোম্‌স্‌! ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে হলে যেভাবে ডাকা হয় সেভাবেই ডাকলেন তিনি।

আমার কথা শুনতে পাচ্ছো হোম্‌স? তারপর একটা খস্‌খস্‌ শব্দ। বোধ হয় আগন্তুকটি রুক্ষভাবে হোম্‌সের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

ফিস্‌ ফিস্‌ করে হোম্‌স্‌ বললেন, কে স্মিথ এসেছো?

আমি তো আশাই করতে পারি নি যে তুমি আসবে!

হেসে উঠলেন আগন্তুক। বললেন, তা বটে! কিন্তু দেখ, তাহলেও আমি এসেছি। আগুনের কয়লা, হোম্‌স্‌ আগুনের কয়লা!

হোম্‌স্‌ কম্পিত স্বরে বললেন—ভালো হয়েছে তুমি এসেছো, ভারি মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছো। এ বিষয়ে তোমার যে বিশেষ জ্ঞান তার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উঁচু।

চাপা হাসি হেসে আগন্তুক বললেন ও! তা লন্ডনে একমাত্র তোমারই ধারণা ওই রকম। কিন্তু জানো কি, তোমার ঠিক কী হয়েছে?

হোম্‌স্‌ বললেন—জানি। ঠিক সেই জিনিসই।

তা, আশ্চর্য হবো না হোম্‌স্‌। আশ্চর্য হবো না যদি ঠিক সেই রোগই হয়ে থাকে—মি. স্মিথ বললেন, আর যদি হয়ে থাকে তো খুব খারাপ কথা। বেচারা ভিক্টর তো চারদিনের দিনই মারা পড়ল, অমন স্বাস্থ্যবান মানুষ, অমন সহৃদয় মানুষ! অবশ্য তুমি যা বলেছো সত্যিই আশ্চর্য—লন্ডন শহরে বসে এমন একটা রোগের ছোঁয়াচ লাগানো, সে রোগ এশিয়ারই বৈশিষ্ট্য—যে রোগ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে গবেষণা করেছি। আশ্চর্য এ সংঘটন, তাই না হোম্‌স্‌? এটা লক্ষ্য করে ভারি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো—যদিও দুটোর মধ্যে একটা কার্য কারণ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়াটা তোমার পক্ষে অন্যায়ই হয়েছে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আমি জানতাম এ তোমারই কাজ—হোম্‌স্ অতি কষ্টে বললেন। ও, তাই নাকি? কিন্তু, যাই হোক, প্রমাণ করবে কী করে? আর, এভাবে যে তুমি আমার সম্বন্ধে বলে বেড়াচ্ছো তার মানে কী? আর তারপরেই যখন নিজে বিপদে পড়লে তখন আবার আমারই সাহায্য চাইছো। এ আবার কী খেয়াল তোমার শুনি?

রোগীর কষ্ট করে নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ ওয়াটসনের কানে এলো। হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি বললেন—জল—জল দাও একটু!

বন্ধু, তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি চাই না তোমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তুমি মারা পড়। আর সেই কারণেই তোমায় জল দিচ্ছি। এই নাও জলকে ফেলো না যেন। বেশ। কী বলছি বুঝতে পেরেছো?

একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ হোম্‌সের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। বললেন, দেখ ভাই আমার কী উপকার করতে পারো। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে,—ভুলে যাও সেসব। আমি ভুলে যাবো—একেবারে ভুলে যাবো, কথা দিচ্ছি বন্ধু। আমায় সারিয়ে তোলো, তাহলেই দেখবে আর কিছুই মনে রাখবো না।

কী ভুলে যাব বলছ?—স্মিথ বললেন।

হোম্‌স্ বললেন—ভিক্টর স্যাভেজের মৃত্যুর কথা। এইমাত্র তো তুমি একরকম স্বীকারই করলে। সে আমি ভুলে যাব—কথা দিচ্ছি!

ভুলে যাও বা না যাও, সে তোমার ইচ্ছে, স্মিথ বললেন,—সাক্ষীর বাক্সে তো আর তোমায় পাওয়া যাবে না—যে বাক্সে তোমায় পাওয়া যাবে তার আকৃতি একেবারে অন্যরকম, বুঝলে? আমার ভাগনের কীভাবে মৃত্যু হলো তা তুমি জানতে পারলেই বা আমার কী? তার কথা তো এখন হচ্ছে না—হচ্ছে তোমার কথা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই—হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন অতি কষ্টে। ভাবতে পারছি না—কিছু ভাবতে পারছি না—সব গুলিয়ে যাচ্ছে! সাহায্য করো, ঈশ্বরের দোহাই আমায় সাহায্য করো বন্ধু।

আচ্ছা বেশ, স্মিথ বললেন,—কেমন করে এ রোগ তোমায় ধরল, আর তোমার বর্তমান অবস্থা কি, এইটুকুই তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি চাই তুমি মরার আগে তা জেনে রাখো।

হোম্‌স্ বললেন—কিছু ওষুধ আমায় দাও যাতে কষ্টটা একটু কমে!

হুঁ, খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না? হুঁ, কুলিরা মরার আগে প্রচুর চিৎকার করতো বটে। আর খিল ধরছে তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খিল, খিল তো ধরছে! হোম্‌স্ বললেন।

যাই হোক, আমার কথা শুনতে দোষ নেই। শোনো তাহলে! আচ্ছা, এ রোগের লক্ষণগুলো যখন প্রথম তোমার মধ্যে দেখা দেয় তখনকার কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার কথা মনে পড়ে?

হোম্‌স্ উত্তর দিলেন, না, না, কিছু না! আর বলতে পারছি না—বড় কষ্ট!

স্মিথ বললেন—বেশ, তোমায় সাহায্য করছি। আচ্ছা, কোনো জিনিস কি তোমার কাছে ডাকে এসেছিল?

হোম্‌স্ বললেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ,। ধর—কোনো কৌটো? স্মিথ বললেন।

আমি আর পারছি না! একটা শব্দ শোনা গেল।

যেন আগন্তুক মুমূর্ষুকে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। অতি কষ্টে ওয়াটসন জিনেকে সামলে রাখলেন।

স্মিথ বলে চলছিলেন—শুনতে হবে, শুনতে হবে—আমার কথা শুনতেই হবে তোমায়! মনে পড়ে একটা কৌটকার কথা—হাতির দাঁতের একটা কৌটা? বুধবার সেটা তোমার কাছে আসে। খুলেছিলে, সেটা,—মনে পড়ে?

হোম্‌স্ ভগ্নস্বরে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুলেছিলাম বটে। একটা ধারালো স্প্রিংস সেটার ভেতরে ছিল। কেউ রসিকতা করে—

রসিকতা নয়। স্মিথ বললেন—ওকে মূর্খ, তোমার যা প্রাপ্য ছিল তাই পেলে। কে তোমায় বলেছিল আমার পথে কাঁটা হতে? খোঁচা লেগে রক্ত বেরিয়েছিল। ঐ যে কৌটটা, টেবিলের ওপর।

আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটেই তো! স্মিথ বললেন,—এবার ওটা আমার পকেট হয়ে এ ঘর থেকে চলে যাবে। ব্যাস্ তোমার শেষ যে প্রমাণ ছিল তাও গেল। আচ্ছা, এবার তুমি সঠিক জানতে পারলে যে আমিই তোমায় হত্যা করেছি। ভিক্টর স্যাভেজের মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি বড় বেশি জেনে ফেলেছিলে। তা তোমাকেও পাঠালাম তার অনুসরণ করতে। আর তোমার মৃত্যুর অতি সামান্যই বাকি আছে হোম্‌স্। এখানে বসে বসে আমি তোমায় মরতে দেখবো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

হোম্‌সের গলার আওয়াজ তখন এমন ফিস্‌ফিস্ আর ফ্যাঁস ফ্যাঁসে হয়ে গেছে যে তা বোঝাই যাচ্ছিল না।

স্মিথ বললেন—অ্যা কী বলেন, গ্যাসটা বাড়িয়ে দেবো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছায়া নেমে আসছে বটে। আচ্ছা দিচ্ছি বাড়িয়ে। ভালোই হবে, তোমার মৃত্যুটাও বেশ ভালো করে দেখতে পাবো। ঘরের ওধারে গেলেন তিনি, আর তক্ষুনি গ্যাসটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর বললেন,—তোমার জন্যে এইরকম ছোটো খাটো আর কী করতে পারি বলো।

হোম্‌স্ বললেন,—একটা সিগারেট, আর একটা দেশলাই।

আনন্দের আতিশয্যে আর একটু হলেই ওয়াটসন চিৎকার করে উঠেছিলেন। গলার আওয়াজ প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এখনো একটু দুর্বল বটে, কিন্তু বুঝতে ওয়াটসনের ভুল হয় নি। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। কালভার্টন স্মিথ অবাক বিস্ময়ে তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

নীরবতা ভঙ্গ করে স্মিথ কর্কশ স্বরে বললেন,—এসবের মানে কি শুনি?

হোম্‌স্ বললেন—কোনো বিষয়ে অভিনয় করতে হলে সবচেয়ে ভালো হলো, সেই চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। বিশ্বাস করো, গত তিন দিন আমি একেবারেই কিছু খাইনি, এক গ্লাস জল পর্যন্ত না। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে ধূমপান না করার জন্যে।

ততোক্ষণে বাইরে থেকে একটা পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরোজাটা খুলে প্রবেশ করলেন ইন্সপেক্টর মর্টন।

হোম্‌স্ বললেন—সবই ঠিক মতো হয়েছে। এই যে ইন্সপেক্টর আপনার লোক।

ইন্সপেক্টর যথারীতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন! জনৈক ভিক্টর স্যাভেজকে হত্যা করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। এবং সেই সঙ্গে হোম্‌স্ মুচকি হেসে বলে উঠলেন, সেই সঙ্গে যোগ করতে পারেন, জনৈক শার্লক হোম্‌স্‌কে হত্যার চেষ্টার জন্যেও! জানেন ইন্সপেক্টর, মি. কালভার্টন স্মিথ দয়া করে গ্যাসটা বাড়িয়ে আপনাকে সংকেত দিয়েছেন। আর ভালো কথা, কয়েদির পকেটে একটা কৌটো আছে, সেটা বার করে নেওয়া দরকার। ধন্যবাদ।

স্মিথ চিৎকার আর ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌টি করাতে ইন্সপেক্টর ধমক দিয়ে বললেন, স্থির হয়ে দাঁড়ান। না হলে আহত হবেন। তারপর তাঁর দুটি হাতেই মি. মর্টন হাতকড়া লাগালেন।

কার্ডবোর্ডের বাক্স

হোম্‌সের অনুরোধে কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলেন ওয়াটসন। শিরোনামা ছিল, 'বীভৎস মোড়ক'। ক্রয়ডনের ক্রস স্ট্রিটের মিস্ সুসান কাশিং—নিষ্ঠুর, বীভৎস এক পরিহাসের শিকার হয়েছেন, যদি ঘটনাটির সঙ্গে আরো মারাত্মক কিছু জড়িত না থাকে। গতকাল দুটোর সময়

বাদামি কাগজে মোড়া ছোট একটি প্যাকেট ডাকপিয়ন তাঁর হাতে দেয়। ভিতরে একটা পিসবোর্ডে বাক্স মোটা দানার নুন দিয়ে ভরাট করা ছিল। নুনটা ঢেলে ফেলে মিস্ কাশিং সভয়ে দেখলেন, নিচে সদ্যকাটা মানুষের দুটো কান রয়েছে। পার্সেলটা আগের দিন সকালে বেলফাস্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছিল। প্রেরকের কোনো ঠিকানা ছিল না। ব্যাপারটা আরো রহস্যজনক এই কারণে যে, মিস্ কাশিং-এর বয়স পঞ্চাশ, নেহাৎই নিষ্কর্মার জীবন তাঁর। পরিচিত বা যাদের সঙ্গে পত্রালাপ করেন এমন লোক এতোই কম যে ডাক মারফৎ কিছু পাওয়া বিরল ঘটনা তাঁর পক্ষে। কয়েক বছর আগে পেঞ্জে বাস করার সময় তিনি বাড়ির কয়েকটা ঘর তিনজন ডাক্তারি পড়া ছাত্রকে ভাড়া দিয়েছিলেন। পরে তিনি তাদের উঠিয়ে দেন। মিস্ কাশিং-এর ওপর শোধ নিতে বা তাঁকে ভয় পাওয়াতে ওরাই হয়তো শব-ব্যবচ্ছেদের কিছু নমুনা পাঠিয়েছে। এই মতের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে এই থেকে যে, তিনজন পড়ুয়ার একজনের দেশ ছিল উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে আর মিস্ কাশিং-এর যতোদূর মনে পড়ছে বেলফাস্টে। যাইহোক্ অর্ন্তবর্তী অনুসন্ধান জোর কদমে এগিয়ে চলেছে মি. লেসট্রেডের তত্ত্বাবধানে, যিনি গোয়েন্দা দপ্তরে চটপটে, কাজের লোক বলে পরিচিত।

ওয়াটসনের পড়া শেষ হলে, হোম্স্ বললেন—বেশ, ডেলি ক্রনিক্ল থেকে তো কিছুটা জানা গেল। এবার তাহলে লেসট্রেড কী বলেন দেখা যাক। আজ সকালে ওঁর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। উনি লিখেছেন—ব্যাপারটা আপনার মনমতো হবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা এটার কিনারা করতে পারবো সূত্র পাচ্ছি না যা ধরে এগোনো যায়। বেলফাস্টের ডাকঘরে তার করেছি, কিন্তু সেদিন অনেক পার্সেল পোস্ট করা হয়েছিল। তার মধ্যে এটাকে চিনে রাখার বা প্রেরককে মনে রাখার কোনও উপায় ছিল না। হনিডিউ তামাকের আধ পাউণ্ডের বাক্স ওটা।—একটু সময় করে একবার দেখা করলে বাধিত হবো। পুলিশের আবাসে বা থানায় আমার দেখা পাবেন।

অগত্যা হোম্স্, ওয়াটসনকে বললেন,—যাবে না কী?

ওয়াটসন রহস্যের গন্ধ পেয়ে উসখুস করছিলেন। তাঁর আশা হোম্সের জীবনীতে স্থান পাওয়ার মতো, কিছু একটা পেয়েও যেতে পারেন। তাই ঘাড় নাড়লেন।

হোম্স্ বললেন, তবে তো হয়েই গেল। জুতো জোড়া আনিয়ে নাও। আর বলো একটা গাড়ি ডেকে আনতে। আমি ততোক্ষণে পোষাক পাল্টে নিই আর চুরুটের কৌটোটাও ভরে নিই।

ট্রেনে ক্রয়ডন যাবার পথে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ক্রয়ডনে পৌঁছে দেখা গেল গরম শহরের তুলনায় অনেক কম। হোম্স্ আগেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন তাই সদা তৎপর পেশীবহুল চেহারার লেসট্রেড হোম্স্দের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। হেঁটে পাঁচ মিনিটেই ক্রসস্ট্রিটে পৌঁছানো গেল। মিস্ কাশিং-এর বাড়িটা এই রাস্তাতেই। বেশ লম্বা রাস্তাটা। দুই পাশে দোতলা পাকা বাড়ি, পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। পাথরের সিঁড়ি গুলো সাদা রং করা। দরোজায় অ্যাপ্রণ পরা মেয়েরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গল্প গুজব করছে। রাস্তাটার মাঝামাঝি একটা দরোজায় গিয়ে লেসট্রেড ঘা দিলেন। মিস্ কাশিং সামনের ঘরটায় বসে ছিলেন, সেখানেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। ভদ্রমহিলার মুখ শান্ত, স্নিগ্ধ দুটো চোখ, কাঁচা পাকা চুল কপালের দুই পাশে এসে পড়েছে। একটা কাজ করা চেয়ারের পিছন দিকের ঢাকনা কোলের ওপর রাখা, তার পাশে একটা টুলের ওপর একটা ছোট ঝুড়িতে রয়েছে রঙিন সিল্কের সুতোর বাণ্ডিল। লেসট্রেড ঢুকতেই ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, বিদঘুটে জিনিসগুলো আউট্-হাউসে রাখা রয়েছে। আপনারা ওগুলো একেবারে নিয়ে গেলেই বাঁচি।

নিয়ে তো যাবোই মিস্ কাশিং, আমি শুধু অপেক্ষা করছিলাম, আমাদের বন্ধু মি. শার্লক হোম্সের জন্যে। উনি আপনার সামনে ওই জিনিসগুলো পরীক্ষা করার সুযোগ পান।

মিস্ কাশিং বললেন—কেন, আমার সামনে কেন?

যদি ওঁর কোনো প্রশ্ন করার থাকে সেই জন্যে।

আমাকে আর প্রশ্ন করে কী হবে। আমি তো বলেছি আমি ওসবের বিন্দু বিসর্গও জানি না।

হোম্‌স্‌ সান্ত্বনার সুরে বললেন,—সত্যি, আপনাকে ব্যাপারটা খুবই উত্যক্ত করেছে।

ঠিক বলেছেন আপনি। আমি চুপচাপ, নিরিবিলিতে থাকি। খবরের কাগজে নাম ওঠা, বাড়িতে পুলিশ আসা, এসব আমার পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা। ওসব আবার হোক, সেটা আমার পছন্দ নয় মি. লেসট্রেড। যদি ওগুলো দেখবার প্রয়োজন হয়, তাহলে দয়া করে আউট হাউসে যাবেন।

বাড়ির পেছনে যে সরু বাগানটা আছে, আউট হাউসটা সেখানকার একটা ছোট চালা ঘর। লেসট্রেস ঘরটার ভেতর থেকে হলদে রং-এর একটা পিসবোর্ডের বাক্স, একটা ব্রাউন পেপার আর সরু খানিকটা সুতো নিয়ে এলেন। বাগানে ঢোকার পথের প্রান্তে একটা বেঞ্চি ছিল, ওয়াটসনরা সবাই সেটাতে বসলেন। হোম্‌স্‌, লেসট্রেডের আনা জিনিসগুলো একে একে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, সুতোটা বেশ কৌতূহল জাগায় হে! সুতোটায় আলকাতরা মাখানো! টোকাইন সুতোর একটা টুক্‌রো। তুমি হয়তো লেসট্রেড লক্ষ্য করে থাকবে, মিস্‌ কাশিং সুতোটা কেটেছেন কাঁচি দিয়ে, কারণ কাটা জায়গার দুই দিকেই সুতোর পাক আলগা হয়ে গেছে। এটারও গুরুত্ব আছে।

আমি কিন্তু ধরতে পারছি না সেটা,—লেসট্রেড বললেন। হোম্‌স্‌ বললেন, গুরুত্বটা এখানেই যে, গিঁটটা অবিকৃত আছে, আর সেটার একটু বিশেষত্ব রয়েছে।

দড়িটার কথা এখন থাক্‌, হোম্‌স্‌ হেসে বললেন,—এবার মোড়কের কাগজটা লক্ষ্য করো—ওটাতে বেশ কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কী, টের পাও নি! পরিষ্কার কফির গন্ধ, কোনো সন্দেহ নেই। ঠিকানা লেখা রয়েছে, অক্ষরগুলো ছাড়া ছাড়া—মিস্‌ কাশিং, ক্রস স্ট্রিট্‌, ক্রয়ডন। লেখা হয়েছে ভোঁতা নিব দিয়ে সম্ভবত—'জে' মার্কা নিবে, কালিটা একদম বাজে। 'ক্রয়ডন কথাটা প্রথম লেখা হয়েছিল আই (i) দিয়ে পরে সেটাকে (y) করা হয়। প্রেরক পুরুষ মানুষ। লেখার ছাঁদ নিঃসন্দেহে পুরুষালি। লোকটা লেখাপড়া বিশেষ করে নি, ক্রয়ডন শহরটার নামও শোনে নি। বাক্সটার রং হলদে, আধ পাউণ্ড হনিডিউ তামাকের বাক্স। লক্ষ্য করবার মতো বিশেষ কিছু নেই—নিচে বাঁ দিকে দুটো বুড়ো আঙুলের ছাপ ছাড়া। যে মোটা দানার নুন দিয়ে এটা ভরা হয়েছিল তা চামড়া সংরক্ষণের জন্যে বা ওই ধরনের কোনো স্থূল ব্যাপারে ব্যবহার হয়ে থাকে। হোম্‌স্‌ কান দুটো নুনের ভেতর থেকে বার করে পিসবোর্ডের ওপর রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। হোম্‌স্‌ চুপ্‌ হয়ে গিয়ে চিন্তায় কিছুক্ষণ ডুবে রইলেন। অবশেষে মুখ খুলে বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো,—কানদুটো একই লোকের নয়! তোমরা বলছো পড় য়াদের রসিকতা। কানদুটো টাটকা আর ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে কাঁটা। কোনো ডাক্তারির ছাত্র কেটে থাকলে এরকমটা হতো না। ডাক্তারি জ্ঞান থাকলে সংরক্ষক হিসেবে কাবলিক বা শোধিত সুরাসারের ব্যবহার হতো। মোটা দানা নুনের কথা তার চিন্তাও করতো না। আমি আবার বলছি, এটা রসিকতা-টসিকতা নয়, আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় আসলে হলো গিয়ে একটা গুরুতর অপরাধের ঘটনা। লেসট্রেড-এর অবশ্য এই ব্যাখ্যা মনোঃপূত হলো না। এদিকে আবার হোম্‌স্‌ ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি আবার মুখ খুললেন—আমার ধারণা দুই দুটো খুন হয়েছে। একটা কান কোনো মহিলার, ছোটো আকারের, সুন্দর গড়ন, দুল পরাবার জন্যে ছ্যাঁদাও আছে। অপরটি পুরুষ মানুষের, রোদে পোড়া বিবর্ণ,—এটাতে ছ্যাঁদা হয়েছে মাকড়ির জন্যে। আজ শুক্রবার। মোড়কটা ডাকে দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে। হত্যাকাণ্ডটা তাহলে হয়েছে বুধবার, মঙ্গলবার, কি তারও আগে। যদি দুজনকে হত্যা করা হয় তাহলে হত্যাকারী ছাড়াকে আর এই নির্দশন মিস্‌ কাশিং—এর কাছে পাঠাবে? আমরা ধরে নিতে পারি মোড়কের প্রেরককেই আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু এটা মিস্‌ কাশিং-এর কাছে পাঠাবার নিশ্চয়ই জোরালো কোনো কারণ আছে। কারণটা কী হতে পারে? এক, কাজটা করা হয়েছে তা জানাতে, আর হয়তো কিছুটা যন্ত্রণা দিতে। কিন্তু তাহলে

তো লোকটা কে তা ওঁর জানবার কথা। কিন্তু সত্যিই উনি জানেন কি? বোধ হয় না। যদি জানবেনই তাহলে পুলিশ ডাকবেন কেন? কান দুটো পুঁতে ফেললেই তো চুকে যেতো, কেউ কিছুই জানতে পারতো না। আসামীকে গোপন রাখতে চাইলে তাই করতেন। আর সে মতলব না থাকলে নামটা বলতেন। এখানেই ব্যাপারটা জট পাকিয়ে গেছে, যেটা খোলা দরকার। হঠাৎ কি মনে করে লাফিয়ে উঠে বাড়ির দিকে চললেন হোম্‌স্, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, মিস্ কাশিংকে কয়েকটা কতা জিজ্ঞাসা করবো।

লেসট্রেড একটা জরুরি কাজের জন্যে হোম্‌স্‌কে বলে চলে গেলেন। হোম্‌স্ ও য়াটসন আবার ফিরে গেলেন সামনের ঘরটাতে। ভদ্রমহিলা নির্বিকারভাবে চুপচাপ বসে চেয়ারের পেছনের ঢাকনাটায় সূচ দিয়ে এমব্রয়ডারি করে চলেছেন। হোম্‌স্‌রা ঢুকতেই সেটা কোলের ওপর রেখে নীল চোখের সরল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তিনি বিশ্বাস করেন যে, পার্সেলটা আদৌ তার উদ্দেশে পাঠানো হয় নি, নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে। মি. লেসট্রেডকে এ ব্যাপারটা বলতে তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। তারপর কাশিং স্বগতঃস্বরে বললেন,—এ সংসারে আমার তো মনে হয় কোনো শত্রু নেই, তাহলে এ ধরনের রসিকতা আমার সঙ্গে কে করবে এবং কেন করবে?

মহিলাটির পাশে বসে হোম্‌স্ বললেন,—আমিও তো তাই বলতে চাইছি। আমারও মনে হয় ভুলই হয়তো হয়েছে—বলেই হোম্‌স্ ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। বিস্ময় আর সন্তোষ ক্ষণিকের জন্যে তার মুখে ফুটে উঠল।

হোম্‌স্ এবার শান্তস্বরে বললেন—আপনার তো আরো দুই বোন আছেন তাই না?

ভদ্রমহিলা বললেন, কী জানলেন?

হোম্‌স্ বললেন,—ঘরে ঢুকেই ফায়ার প্লেসের ওপরের দিকে তাকাতে তিনজন মহিলার গ্রুপ ফটো রাখা আছে দেখেছি। একজন তো আপনি, আর অপর দুজনের চেহারায় আপনার সঙ্গে এতোটাই মিল যে সম্পর্কটা ধরতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না।

মিস কাশিং বললেন—হ্যাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ। ওরা আমার বোন, সারা আর মেরি।

হোম্‌স্ এবার তার কনুইয়ের ডানপাশে রাখা একটা চবির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, ওটা তো লিভারপুলে তোলা। এটাতে আপনার ছোটবোনের সঙ্গে আর একজনকে দেখছি। আর ইউনিফর্ম দেখে মনে হচ্ছে উনি জাহাজের স্টুয়ার্ট। আপনার বোনটির তখনো বিয়ে হয় নি?

মিস কাশিং বিস্ময়ে প্রকাশ করে বললেন,—আপনি ঠিকই ধরেছেন তবে কয়েকদিন পরেই মি. ব্রাউনারের সঙ্গে আমার বোনে বিয়ে হয়, ফটোটা যখন তোলা হয় তখন উনি সাউথ আমেরিকান লাইনে কাজ করছেন। পরে লন্ডন লিভারপুল লাইন চাকরি নেন।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন,—'কঙ্কারার' নামে জাহাজটিতে কী?

মিস্ কাশিং বললেন,—না শেষপর্যন্ত যা খবর পেয়েছি, জাহাজটার নাম 'মে-ডে'। জিম একবার আমার সঙ্গে এখানে এসেও দেখা করে গেছে। জাহাজ ছেড়ে সে মাটিতে পা দিলেই মদ গিলত, আর মদ পেটে পড়লেই হয়ে উঠতো বেহেড, উন্মাদ।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরে আবার এই মদ ধরতেই যতো অমঙ্গলের সূচনা। প্রথমে আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তারপর সারা-র সঙ্গে ঝগড়া করলো, আর এখন তো দেখি মেরিও চিঠি লেখা বন্ধ করেছে। কি জানি কেমন আছে ওরা।

বোঝা গেল মিস্ কাশিং প্রথমে কথা বলতে না পাইলেও পরে অনেক বেশি করে বলে ফেললেন। স্টুয়ার্ট ভগ্নীপতির আরো খবর সংগ্রহ করে নিলেন হোম্‌স্। তারপর কথায় কথায় মিস্ কাশিং আবার ডাক্তারি ছাত্রদের অসভ্যতার লম্বা ফিরিস্তিও দিলেন। তাদের হাসপাতালের নামও জানিয়ে দিলেন মি. হোম্‌স্‌কে। হোম্‌স্ মন দিয়ে তার সব কথা শুনে চলছিলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে চলচিলেন।

তারপর ভদ্রমহিলা থামতেই হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা, আপনার মেজ বোন সারা এবং আপনি দুজনেই বিয়ে করেন নি, মানে কুমারী আছেন, তাহলে আপনারা একসঙ্গে থাকেন না কেন?

ভদ্রমহিলা কর্কশস্বরে বললেন,—আরে ব্বাস্! আপনি তো আর সারার মেজাজ জানেন না, জানলে একথা তুললেন না। ও চেষ্টা আমিও করেছিলাম ক্রয়ডনে আসার পর। একসময় একসঙ্গে ছিলামও দুই মাস। তারপর আমরা আলাদা হয়ে যাই। নিজের বোনের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলা সাজে না, তবুও বলি, ওর সবচেয়ে বদ অভ্যাস হলো পরের ব্যাপারে নাক গলানো।

হোম্‌স্ এবার মুখ খুললেন। বললেন,—আপনি তো স্বীকার করলেন লিভারপুলে নিজের জনের সঙ্গেও ঝগড়া হয়েছিল আপনার?

মিস কাশিং বললেন,—হ্যাঁ, আর মজার কথা এই যে, একসময় ওদের সঙ্গেই ওর মাখামাখিটা সবচেয়ে বেশি ছিল। ওদের কাছাকাছি থাকবে বলে ওদের সঙ্গেই বাস করতে লাগল। আর এখন জিম্ ব্রাউনের বিরুদ্ধে বলে বলে আর পারে না। এখানে যে ছয় মাস ছিল, ব্রাউনারের অসদাচরণ ছাড়া ওর মুখে আর কোনো কথা ছিল না। কিছু একটা অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে ধরা পড়ে একবার ব্রাউনের কাছে কড়া ধমক খায়। সেই হলো এসবের সূত্রপাত।

হোম্‌স্ এবার অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লেন। বিদ্যা নেবার আগে একবার জিজ্ঞেস করলেন—সারা ওয়ালিংটন নিউ স্ট্রিটে থাকেন, তাই তো? বাইরে বেরিয়ে এসে হোম্‌স্ একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি বেয়ে উঠে পড়ে কোচওয়ানকে ওয়ালিংটনে যাবার নির্দেশ দিলেন। এবং গাড়িতে যেতে যেতে ওয়াটসনকে বললেন—গরম থাকতে থাকতে লোহায় ঘা দেওয়া ভালো। মামলাটা সোজা হলেও আনুষঙ্গিক ছোটখাটো দুয়েকটা জিনিস বেশ শিক্ষাপ্রদ। তারপর কোচওয়ানের উদ্দেশে বললেন, ঐ সামনের টেলিগ্রাফ অফিসটার সামনে একটু দাঁড়াও তো। সেখান থেকে একটা সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম করে দিলেন হোম্‌স্। তারপর গাড়িতে উঠে শেষপর্যন্ত একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাতে বললেন। চালককে একটু অপেক্ষা করতে বলে দরোজার ঘণ্টাটায় হাত রাখতেই দরোজা খুলে এক গম্ভীর মুখ, কালো পোশাক আর চকচকে টুপি পরা এক ভদ্রলোক দোরগোড়ায় এসে হাজির হলেন। হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন মিস্ কাশিং বাড়ি আছেন কি?

ভদ্রলোক জানালেন, মিস্ কাশিং গুরুতর অসুস্থ। ডাক্তার হিসেবে ওঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়ার দায়িত্ব নিতে আমি অক্ষম। আপনি দিন দশেক পরে একবার খবর নেবেন। এই বলে দস্তানায় হাত গলিয়ে দরোজা বন্ধ করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগয়ে দিলেন।

হোম্‌স্ প্রফুল্ল স্বরে বললেন,—দেখা হবে না তো হবে না, তাতে আর কি!

ভদ্রলোক বললেন,—হয়তো উনি বিশেষ কিছু বলতে পারতেন না হয়তো বলতে চাইতেনও না!

হোম্‌স্ বললেন—কিছু বলুন তা তো আমি চাই নি। আমি একবার শুধু তাঁকে দেখতে চেয়েছিলাম। যাকগে, আমার যা দরকার ছিল তা সব পেয়ে গেছি। ওকে কোচওয়ান একটা ভালো মতো হোটেলে নিয়ে চলো। কিছু খেয়েটেয়ে নিই।

দুজনে পেটপুরে খেয়েটেয়ে নিয়ে এবার থানায় বন্ধুবর লেসট্রেডের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। লেসট্রেড, ওদের জন্যে থানায় অপেক্ষা করছিলেন। হোম্‌স্‌রা আসতেই লেসড্রেই বললেন—আপনার একটা টেলিগ্রাম আছে মি. হোম্‌স্!

হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন—হুঁ আমার টেলিগ্রামের উত্তর মনে হয়। খামটা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে টেলিগ্রামটা পকেটে রেখে দিলেন। ঠিক আছে বললেন তিনি।

লেসট্রেড জিজ্ঞেস করলেন—কিছু পেলেন?

হোম্‌স্ নির্লিপ্তভঙ্গীতে বললেন—হ্যাঁ, সব পেয়েছি!

বলেন কি? বিস্মিত স্বরে লেসট্রেড বললেন—ঠাট্টা করছেন না তো?

হোম্‌স্‌ বললেন, ঠাট্টা! এতোটা সিরিয়াস আমি বোধহয় জীবনে আর কখনো হই নি! তারপর একটু থেমে বললেন—একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। খুঁটিনাটিগুলোও এখন আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

লেসট্রেড জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে অপরাধী কে?

হোম্‌স্‌ তাঁর একটা কার্ডের পেছনে খস-খস করে কি যেন লিখে লেসট্রেডের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,—লোকটার নাম লিখে দিলাম। আর আমি চাই এই মামলার প্রসঙ্গে যেন আমার নাম উচ্চারণ না হয়। বলেই ওয়াটসনকে নিয়ে উঠে পড়লেন।

ওঁরা স্টেশনের দিকে রওনা হতেই লেসট্রেড হাসি হাসি মুখে কার্ডের লেখা নামটার ওপরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

সে রাতে বেকার স্ট্রিট ঘরে বসে পাইপ টানতে টানতে হোম্‌স্‌ বললেন—প্রয়োজনীয় খবরগুলো জানতে পারা গেছে এবং এটা কার কীর্তি সেটাও জানি। তবে নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাচ্ছি না।

হঠাৎ ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—জিম ব্রাউনকেই তো তুমি আসামী বলে সন্দেহ করছো?

হোম্‌স্‌ বললেন—শুধু সন্দেহ নয়, তার চেয়েও বেশি। শোনো তাহলে কী করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলাম। প্রথমে আমরা দেখা পেলাম খুব শান্ত, মাননীয় এক মহিলার, তাঁর গোপনীয় বলতে কিছুই নেই। আর পেলাম একটা ছবি যা থেকে বোঝা গেল তাঁর ছোট দুই বোন আছেন। তখনি আমার মাথায় খেলে গেল মোড়কটা এঁদেরই কারো একজনের মধ্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তখনকার মতো ওটা মনের মধ্যে চেপে রাখলাম। তারপর তো মনে আছে, বাগানে গিয়ে আমরা হলদে বাক্সটার ভিতরের আজব জিনিসগুলো দেখলাম। দড়িটা জাহাজের পালের দড়ির মতো। লক্ষ করলাম গিটটাও নাবিকদের প্রিয় গিট। পার্সেলটা ডাকে দেওয়া হয়েছে একটা বন্দর থেকে। পুরুষের কানটাকেও হলাম, সমুদ্রগামী লোকেদের মধ্যে এই করুণ নাটকের অভিনেতাদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

মোড়কের উপরে ঠিকানায় পাওয়া মিস্‌ এস. কাশিং-এর নাম। বড় বোনও অবশ্য কাশিং আর তাঁর নামের আদ্যাক্ষরও 'এস' তবে অন্য বোনের আদ্যাক্ষর 'এস' হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই ভাবলাম নতুন প্রকল্প নিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করা উচিত এবং সেইজন্যেই বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। জিনিসটার পার্থক্য জানা আছে; মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কানেরই সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে প্রত্যেকটা কানেরই বৈশিষ্ট্য যে, একজনের কান অন্যের কানের থেকে আলাদা। বাক্সের কানদুটো আমি পরীক্ষা করেছিলাম বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে। ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলাম কান দুটোর গঠন বৈশিষ্ট্য। স্ত্রীলোকের কানটির মধ্যে যখন খুঁজে পেলাম মিস্‌ কাশিং-এর কানের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য তখন অবাক হয়েছিলাম, বুঝতেই পারছো। মিলটা নেহাৎই দৈবাৎ ঘটে গেছে বলে মেনে নিতে পারলাম না। সাধারণভাবে কানের পাটাটার ছোট গড়ন, লতির ওপরের দিকটাও একটু চওড়াভাবে ঘুরে নেমেছে। ভিতরের কোমলাস্থিও একইরকম কুণ্ডলী পাকানো। মোট কথা সবদিক দিয়ে যেন একই মানুষ। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি করলাম। বুঝলাম একজন আত্মীয়ের তো বটেই, সম্ভবত খুবই নিকট আত্মীয়ের। তাই পরিবারের অন্যান্য লোকেদের কথা তুললাম। বুঝলাম, 'সারা' নামের বোনটি কিছুদিন আগে পর্যন্ত একই ঠিকানায় বাস করেছিলেন। সুতরাং ভুলটা কী করে হয়েছে এবং মোড়কটা কার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, বেশ বোঝা গেল। আরো জানা গেল স্টুয়ার্টটি বিয়ে করেছিলেন, ওঁদের তৃতীয় বোনটিকে, কিন্তু সারার সঙ্গে একদা এমন ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে, সারা ব্রাউনারদের কাছাকাছি থাকবেন বলে লিভারপুলে গিয়ে হাজির হন। পরে অবশ্য ঝগড়াঝাটির ফলে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এই ঝগড়ার দরুণই পত্রালাপ একেবারে বন্ধ ছিল কয়েকমাস। তাই ব্রাউনার যখন মোড়কটা পাঠাতে চাইল মিস্‌ সারাকে, তখন সে তাঁর আগের ঠিকানাতেই পাঠালো। এরপর থেকেই ঘটনার জট খুলে যেতে লাগলো। আমরা জানলাম স্টুয়ার্ট লোকটা খেয়ালী, গভীর

ভাবাবেগের বশীভূত—অতো ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিল শুধু স্ত্রীর কাছাকাছি থাকবে বলে। মাঝে মাঝে বেহেড মাতালও হতো। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, আর সেই সঙ্গে নিহত হয়েছেন আরও একজন লোক, সম্ভবত তিনি নাবিক।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু হত্যার প্রমাণগুলো মিস্ সারা কাশিং-এর কাছে কেন পাঠানো হলো?

হোম্‌স্ বললেন,—খুব সম্ভবত লিভারপুলে কিছু একটা ঘটেছিল যার ফলে এই চরম পরিণতি। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এই কোম্পানির জাহাজ প্রথমে থামে বেলফাস্টে, তারপর ডাব্‌লিন আর ওয়াটারফোর্ডে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে ব্রাউনারই কাজটা করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের জাহাজ 'মে-ডে'-তে চড়েছে, তাহলে বেলফাস্টই হচ্ছে প্রথম জায়গা যেখান থেকে এই ভীষণ প্যাকেটটা তার পক্ষে পাঠানো সম্ভব। তাই আমি লিভারপুল পুলিশের বন্ধু অ্যালসারকে টেলিগ্রাম করে কয়েকটা খবর জানাতে বললাম। এক—মিসেস ব্রাউনার বাড়িতে আছেন কিনা। আর, মি, ব্রাউনার 'মে-ডে'-তে রওনা হয়েছেন কিনা। তারপর আমরা চলে যাই ওয়াশিংটনে মিস সারার সঙ্গে দেখা করতে। ওঁর সঙ্গে দেখা করা কর্তব্য বলে মনে করেই আমরা ওঁর বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম পার্সেলের খবর পেয়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে এমন একটা আঘাত পান যে তা শেষপর্যন্ত ব্রেনফিভারে দাঁড়ায়। আমরা বুঝে নিলাম, ওঁর কাছে সদ্যসদ্য কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। আর ওঁর সাহায্যের ওপর আমরা এমন কিছু নিষ্পত্তি করে দিল। এরপর একটু থেমে দম নিয়ে হোম্‌স্ বললেন—অ্যালগার জানিয়েছিল মিসেস ব্রাউনারে বাড়ি তিনদিনের ওপর বন্ধ আছে। প্রতিবেশীদের ধারণা ওঁনারা বেড়াতে গেছেন। আর জাহাজ কোম্পানি অফিসে খোঁজ পাওয়া গেল, ব্রাউনার 'মে-ডে'-তে চেপেই চলে গেছেন। হিসেব করে দেখছি জাহাজটা আগামী কাল রাতে টেম্‌স্ নদীতে পৌঁছবে। তারপর ব্রাউনারের সঙ্গে আমাদের স্থূলবুদ্ধি, দৃঢ়চেতা লেসট্রেডের মোলাকাৎ হবে, আর নিঃসন্দেহে আমরা অজানা জিনিসগুলো জানতে পেরে যাবো।

শার্লক হোম্‌স্ হতাশ হন নি। দুই দিন পরে একটা মোটা খাম পেলেন। সেটায় লেসট্রেডের লেখা ছোট একটা চিঠি, আর ফুলস্ক্যাপ সাইজের কয়েকপাতা টাইপ করা একটা বিবৃতি। হোম্‌স্ খামটা ছিঁড়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে, লেসট্রেড লোকটিকে ধরেছে। তারপর ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমার কৌতূহল হচ্ছে মি. লেসট্রেড চিঠিতে কি লিখেছে তা জানার? শোনো তাহলে—আচ্ছা, তুমিই পড়ো—

ওয়াটসন পড়তে শুরু করলেন—

প্রিয় মি. হোম্‌স্,

আমি গতকাল অ্যালবার্ট ডকে ডগয়ে 'মে-ডে' জাহাজে চাপি। জাহাজটা লিভারপুল-ডাবলিন-লন্ডন স্টিম প্রাকেট কোম্পানির। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম জাহাজে জেম্‌স্ ব্রাউনার নামে একজন স্টুয়ার্ট আছেন বটে, তবে এইবার যাত্রা শুরু করার পর তিনি এমন অদ্ভুত সব আচরণ করছিলেন যে ক্যাপ্টেন তাকে বাধ্য হয়ে কাজের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেন। জাহাজের নিচে তার ঘরে গিয়ে ঢুকে দেখা গেল তিনি একটা সিন্দুকের ওপর বসে, হাতে মাথা রেখে সামনে-পেছনে মৃদু মৃদু দুলছেন। দীর্ঘদেহী লোকটা, পেটানো শরীর, গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো, গায়ের রং ময়লা। আমার উদ্দেশ্য জানতে পেরে লাফিয়ে উঠল। আমি তো হুইসেল মুখে তৈরি, দরকার হলে কাছাকাছি থাকা জলপুলিশের দু-একজনকে ডাকবো বলে—তা দেখলা, লোকটার প্রতিরোধ করার কোনো ইচ্ছাই নেই। কোনো গোলমাল না করে বা পালাবার চেষ্টা না করে নিজেই তার হাতদুটো বাড়িয়ে দিল হাতকড়া পরবার জন্যে। লোকটাকে কয়েদঘরে নিয়ে এলাম। তার বাক্স অনুসন্ধান করে স্টুয়ার্টদের ব্যবহার করা একটা বড় ধারালো ছোরা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। তবে, দেখছি তার কোনো সাক্ষীসাবুদেরও দরকার হবে না। থানার ইন্সপেক্টর-এর কাছে নিয়ে যেতেই বিবৃতি দেবার অনুমতি চাইলো ব্রাউনার।

আমাদের স্টেনোগ্রাফার বিবৃতি লিখে নিলেন। তিনটি টাইপ করা অনুলিপির একটা আপনাকে পাঠালা। শুভেচ্ছান্তে—

ইতি—জি লেস্ট্রেড।

হোম্‌স্ এবার ওয়াটসনকে আসামীর বিবৃতিটি পড়তে বললেন।

ওয়াটসন বিবৃতিটা পড়তে গিয়ে বললেন এই বিবৃতিটা শ্যাডওয়েল থানার ইন্সপেক্টর মন্টগোমেরির সামনে করা হয়েছে। এটা আক্ষরিক অনুলিপি। কিছু বলার আছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে ব্রাউনার বললেন—

হ্যাঁ, অনেক কিছু বলার আছে। সব বলে বুকটা হাল্কা করতে চাই। এক গ্লাস জল দিতে পারেন, একটু জল? জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে শান্ত স্বরে বললো—আপনারা আমায় ফাঁসি দিতে পারেন, ছেড়ে দিতে পারেন। আপনারা কী করবেন তা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই। শুনন, তাহলে—কাজটা করার পর থেকে আমার চোখে ঘুম নেই। যতোদিন বেঁচে আছি ঘুমোতে আমি আর পারবো না। কখনো লোকটার মুখ, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই দেখতে পাই আমার স্ত্রীর মুখটা। লোকটার মুখে ভ্রুকুটি, একটু রাগ, আর স্ত্রীর মুখে দেখি অবাক দৃষ্টি। দোষটা কিন্তু সারার। আমি বিপদে, শোকে অভিভূত—আমি শাপ দিচ্ছি, ওকে এমন রোগে ধরুক, যাতে ওর শিরা-ধমনীর রক্ত পচে যায়! আমি নির্দোষ বলতে চাই না। আমি একটা জানোয়ার তাই আবার মদ ধরেছিলাম। স্ত্রী কিন্তু আমাকে ক্ষমা করে দিতো। ঐ মেয়েছেলেটা যদি আমাদের চৌকাঠ না মাড়াতে তাহলে আমার স্ত্রী সব অবস্থাতেই আমার সঙ্গে মানিয়ে চলতো। আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল—সারা কাশিং আমাকে ভালোবাসতো। তার সেই ভালোবাসা বিজাতিয় ঘৃণায় রূপান্তরিত হলো। ওরা তিন বোন। বড় জন ভালোমানুষ এবং গো-বেচারা। দ্বিতীয়টি সাক্ষাৎ শয়তান। তৃতীয়টি মানে আমার স্ত্রী মেরি ছিল দেবী। আমরা ঘর বাঁধলাম। গোটা লিভারপুলে মেরির চেয়ে ভালো মেয়ে আর একজনও ছিল না। যখন আমাদের বিয়ে হয় তখন মেরির ২৯ আর সারার বয়স ছিল ৩৩। সপ্তাহ গড়িয়ে একমাস কেটে গেল। সারা আমাদেরই একজন হয়ে উঠল। আমি তখন নেশা টেশা ছেড়ে দিয়েছি, টাকা পয়সাও কিছু জমেছে। জীবন তখন নতুন আনন্দের জোয়ারে ভেসে চলেছে। সপ্তাহের শেষ দিকটা আমি প্রায়ই বাড়িতে থাকতাম। আবার কোনো কোনো সময় মাল টাল জাহাজে বোঝাই-এর জন্যে সারা সপ্তাহটাই বাড়িতে থাকতে পেতাম। এই কারণে শ্যালিকা সারাকে ভালোভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম, বেশ লম্বা সুন্দর ছিল সে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বুদ্ধিদীপ্ত তেজী গর্বিত গ্রীবাভঙ্গী। মেরি যখন কাছে থাকতো তখন সারার কথা মনে একেবারেই স্থান পেতো না। কোনো কোনো সময় মনে হয়েছে সে আমাকে একলা পেতে আগ্রহী।

অনেক সময় সারা আমাকে ওর সঙ্গে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণও জানিয়েছিল। আমি ওসবে পাত্তা দিই নি। একদিন সন্ধ্যে বেলায় কিন্তু আমার চোখ খুলে গেল। জাহাজ থেকে নেমে বাড়ি ফিরেছি। স্ত্রী বোধহয় মার্কেটিং-এ গেছিল। শুধু সারা বাড়িতে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম মেরি কোথায়? কোনো সদুত্তর না পেয়ে আমি ইতস্তত ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলাম। হঠাৎ প্রশ্ন—জিম, মেরিকে পাঁচ মিনিট না দেখলে বুঝি চোখে মুখে অন্ধকার দেখো? সারা বলল, আমার সঙ্গ যে তোমাকে স্বল্পকালের জন্যেও আনন্দ দেয় না সেটা কিন্তু রীতিমত অপমানকর!—আচ্ছা গো আচ্ছা, বলে অনেকটা করুণা বশেই আমি ওর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। ও খপ্ করে দু-হাতে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। ওর হাতদুটো জ্বর হওয়া লোকের মতো গরম বলে মনে হলো। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কথা বলার দরকার হলো না। আমি ভ্রূকুটি করে হাত টেনে নিলাম। ও আমার পাশে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললো, শান্ত হও জিম। তারপর বিদ্রূপের হাসি হেসে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এরপর থেকেই সারা আমাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতে লাগল। এসবের পর তাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে দেওয়াই আমার পক্ষে বোকামী হলো।

আমি মেরিকে এসবের কিছুই জানতে দিলাম না। কারণ মনে হয়েছিল সে এসব জানলে মনে মনে দুঃখ পাবে। সবকিছুই আবার আগের মতো চলতে থাকলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মেরির হাবভাবের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমাকে ও বরাবরই বিশ্বাস করতো। খুব সরল স্বভাবের মেয়ে ছিল সে। এখন কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো আমাকে। প্রায়ই জানতে চাইতো এতো দেরি হলো কেন? কোথায় ছিলাম? কার সঙ্গে ছিলাম? ইত্যাদি প্রশ্নে প্রশ্নে আমাকে জর্জরিত করে তুলতো। দিন দিন কেমন খ্যাপাটে আর অদ্ভুত সব ব্যবহার করতে লাগলো আমার সঙ্গে। বিনা কারণে আমাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হতে লাগলো। শ্যালিকা সারা আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু সে আর মেরির বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠলো। বুঝতে পারলাম সারা আমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে মেরির মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ সারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। আমি এমনই বোকা যে তখন বুঝতে না পেরে বোকার মতো আবার মদ ধরলাম। ফলে মেরি আর আমার মধ্যে ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। এরপর একদিন সারার সঙ্গে এ্যালেক ফেয়ারবার্ন নামে এক যুবক আমাদের বাড়িতে এলো। যুবকটির চালচলনে এমন চটক ছিল যে সে সহজেই লোকের মন জয় করে নিতে পারতো। কোঁকড়াচুলো যুবকটি ছিল ধাপ্পাবাজ, বলত অর্ধেক পৃথিবী সে ঘুরে এসেছে। সেসব নিয়ে সে জমিয়ে গল্প বলে যেতো। সঙ্গী হিসেবে সে ভালো ছিল অস্বীকার করবো না, আর নাবিক হলেও তার ব্যবহার ছিল বেশ ভদ্র। মাসখানেক সে যাতায়াত করতে লাগল আমাদের বাড়িতে। আমার একবারের জন্যেও মনে হয়নি, এই লোকটার দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি হতে পারে। শেষে একটা ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ হওয়ায় আমার মনের শান্তি নষ্ট হলো। ঘটনাটা ছিল খুবই সামান্য। আমি একদিন হঠাৎ বসবার ঘরে ঢুকেছি, দরোজা দিয়ে ঢোকার সময় দেখলাম স্ত্রীর মুখে ফুটে উঠেছে সাদর অভ্যর্থনার আলো। যখন দেখল লোকটা আমি, তখন কিন্তু সে ভাবটা অন্তর্হিত হলো। হতাশ হয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নিল সে। এতেই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। অ্যালেক ফেয়ারবার্ন ছাড়া আর কারো পায়ের শব্দকে আমার বলে ভুল করা সম্ভব ছিল না। তখন তাকে পেলে বোধহয় আমি মেরেই ফেলতাম। মেরি আমার চোখের করাল দৃষ্টি লক্ষ্য করে ছুটে এসে আমার জামার আস্তিন ধরে অনুনয় করে বলল—ওগো তুমি ওরকম কোরো না জিম, ওরকম করতে নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম সারা কোথায়?

মেরি বলল—রান্নাঘরে।

তখন আমি রান্নাঘরে ঢুকে সারাকে হুঙ্কার দিয়ে বললাম, এই ফেয়ারবার্ন লোকটা যেন এ বাড়ির চৌকাঠ না মাড়ায়। এরপর রাগারাগি করে সারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু নানা কারণে সন্দেহ হলো ফেয়ারবার্নের সঙ্গে মেরির যোগাযোগ আছেই। শপথ করে একদিন আমি আমার স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে তাকেও হত্যা করতে পারি, যদি কোনোদিন তার সাথে ফেয়ারবার্নকে দেখতে পাই। আমাদের মধ্যে ভালোবাসা আর থাকলো না। আমি বুঝতে পারলাম মেরি আমাকে ঘৃণা করে, ভয় পায়! এসব কারণে যখন আমার মদের মাত্রাটা বেড়ে গেল, তখন দেখলাম মেরি আমাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছে। তারপর শুনলাম, সারা ক্রয়ডনে তার দিদির সঙ্গে থাকছে। তাই কিছুটা নিশ্চিন্তে ছিলাম। কিন্তু গত সপ্তাহেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

আমরা 'মে-ডে'-তে বেরিয়েছি সাতদিনের পুরো চক্করটা সেরে আসবো বলে। হঠাৎ জাহাজ থেকে একটা পিপে গড়িয়ে গিয়ে একটা পাতে ধাক্কা মারে, যার ফলে সেটা মেরামতের প্রয়োজনে বারো ঘন্টার জন্যে আমাদের বন্দরে ফিরে আসতে হয়। আমি জাহাজ ছেড়ে বাড়ি চলে আসি। ভাবছিলাম স্ত্রীকে চমকে দেওয়া যাবে বেশ। হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্যে সে বেশ খুশিও হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে বাড়ির রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। আর ঠিক

সেইসময়েই একটা গাড়ির মধ্যে পাশাপাশি বসে মেরি ও ফেয়ারবার্ন হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল।

ওরা আমাকে দেখতে পেল না। আমি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম ওদের। সেই মুহূর্তে যেন আমার সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় উঠে গেল। আমার মাথাটা যেন খারাপই হয়ে গেল। হঠাৎই আমি গাড়িটার পেছন পেছন ছুটতে শুরু করলাম। হাতে ওক কাঠের একটা ভারি লাঠি ছিল। প্রথমটায় প্রতিহিংসা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পরে দৌড়াতে দৌড়াতে বুঝতে পারলাম আমার হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। তাই একটু দূরত্ব রেখে চললাম, যাতে ওরা আমাকে দেখতে না পায়। ওরা রেল স্টেশনে নামলো। টিকিট কাউন্টারের ভীড় থাকায় আমি কাছাকাছি থাকলেও ওরা আমাকে দেখতে পেল না। ওরা নিউ ব্রাইটনের টিকিট কিনল। আমিও তাই কিনলাম। ওদের কামরার তিন কামরা পরে আমি একটা কামরায় উঠলাম। স্টেশনে পৌঁছে ওরা সামরিক কুচকাওয়াজের মাঠটা ধরে হেঁটে চলল। আমিও দের ১০০ গজের মধ্যেই রইলাম সব সময়। শেষে দেখলাম ওরা নৌকো ভাড়া করলো দাঁড় বাইবে বলে। বেশ গরম পড়েছিল, ওরা ভেবেছিল জলের ওপরে ঠাণ্ডা হবে।

ঘটনাচক্রে ওরা তখন আবার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। বেশ একটু ধোঁয়াটে ছিল আবহাওয়া, কয়েকশো গজের পরে আর কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। আমিও একটা বোট ভাড়া করে ওদের পিছু নিলাম। ওদের নৌকাটা আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। ওরাও প্রায় আমার গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছিলো। যখন ওদের ধরে ফেললাম তখন বেশ মাইলটাক দূরে এসে গেছিলাম। ধোঁয়াটে ভাবটা চারিদিকে পর্দার মতো ঘিরে আছে—মধ্যে আমরা মাত্র তিনজন। ওরা যখন দেখল কে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে তখন ওদের মুখের ভাব যা হলো তা ভোলবার নয়। মেয়েটো চিৎকার করে উঠল, আর লোকটা পাগলের মতো শাপ দিতে দিতে একটা দাঁড় দিয়ে আমাকে আঘাত করতে চাইল। আমার চোখ বোধহয় মৃত্যুর করাল ছায়া দেখতে পেয়েছিল। আমি ওর দাঁড়টা এড়িয়ে লাঠিটা দিয়ে এক ঘা বসালাম। আর তাতেই ওর মাথাটা ভেঙ্গে গেল। পাগলামি সত্ত্বেও মেয়েটাকে বোধহয় মারতাম না, কিন্তু ও লোকটাকে জড়িয়ে ধরে অ্যালেক অ্যালেক বলে মড়াকান্না কাঁদতে লাগলো। ফলে আর একবার আঘাত হানতে হলো, আর ও-ও লুটিয়ে পড়ল লোকটার পাশে। আমার অবস্থা তখন রক্তের স্বাদ পাওয়া বন্য পশুর মতো। যদি তখন সারাতে পেতাম তাহলে ছুরিটা বের করে...আর কীই বা বলবো! সারা অন্যের ব্যাপারে অযথা ও অন্যায় হস্তক্ষেপ করে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার সাংঘাতিক পরিণতির এই নিদর্শনগুলো হাতে পেলে তার মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে মনে করে আমার বিকট আনন্দ হলো। মৃতদেহ দু'টো নৌকোয় বেঁধে পাটাতন ফুটো করে অপেক্ষা করলাম যতোক্ষণ না ডুবে যায়! জানতাম নৌকোর মালিক ধরে নেবে ঐ ধোঁয়াশার মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওরা সাগরে ভেসে গেছে। আমি হাত মুখ ধুয়ে ডাঙায় ফিরে এলাম, নিজের জাহাজে গিয়ে কাজে যোগ দিলাম। কেউ টের পেল না। আর সেই রাতেই সারা কাশিংকে সেটা পাঠাবার জন্যে প্যাকেটটা তৈরি করে পরের দিন বেলফাস্ট থেকে সেটা পাঠিয়ে দিলাম।—এই হল ঘটনার পুরো ও সত্য বিবরণ।

আমাকে ফাঁসি দিন বা যা খুশি করুন, শাস্তি আমাকে আপনারা দিতে পারবেন না। কারণ শাস্তি আমার আগেই শুরু হয়ে গেছে। আমি ঘুমোতে পারি না, সব সময়ে দেখি দুটো মুখ আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ওরা আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে। আর এক রাত যদি এরকম চলতে থাকে তাহলে সকাল হওয়ার আগেই হয় আমি পাগল হয়ে যবো, নয়তো মারা যাবো।

হোম্‌স্ গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বিদায় অভিনন্দন

২রা আগস্ট। রাত তখন নয়টা। পাপে ভরা পৃথিবীর ওপর ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে এসেছিল। এক ভয়াবহ স্তব্ধতা আর অজানা আশঙ্কা গুমোট বদ্ধ বাতাসে। সূর্য অনেক আগেই অস্ত গেছে। কিন্তু দূর পশ্চিম আকাশের প্রান্তে এক জায়গায় একটা রক্তরাঙা ক্ষতের মতো দেখা যাচ্ছে। আকাশের তারাগুলো ঝকমক করছে আর নিচে সমুদ্রে জাহাজের আলো এসে ঝলমল করছে। প্রখ্যাত দুই জার্মান বাগানের পথে পাথরের প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে। চার বছর আগে ফন বোর্ক যেখানে বসেছিলেন সেই চক পাথরেরই পাহাড়-চূড়ার নিচ সমুদ্রতীরের প্রশস্ত দিতে তাঁরা তাকিয়ে ছিলেন। দুজনে কাছাকাছি বসে নিচু গলায় ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিলেন।

অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোক এই ফন বোর্ক, কাইজারের ভক্তদের মধ্যে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তাঁর গুণের পরিচয় পেয়েই ইংলিশ মিশন প্রথম তাঁকে বেছে নেয়। বর্তমানে তাঁর সঙ্গী, ব্যারন ফন হের্লিং কূটনৈতিক দলের প্রধান প্রতিনিধি তিনি। তাঁর একশো-অশ্বশক্তি বিশিষ্ট বেন্‌জ গাড়িটা গ্রাম্য গলিপথ আগলে তাঁর লন্ডনে যাবার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

সেক্রেটারি বলছিলেন, ঘটনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করে মনে হচ্ছে এই সপ্তাহের মধ্যেই আপনাকে বার্লিন চলে যেতে হবে। ফন বোর্ক ফিরলে যে অভ্যর্থনা আপনি পাবেন তাতে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন আপনি, আমি তো জানি এ দেশে আপনারা যা কাজ করেছেন উর্ধ্বতন মহল সে সম্বন্ধে কতো উচ্চধারণা পোষণ করে। বিরাটবপু এই সেক্রেটারি।

ফন বোর্ক হেসে উঠলেন। বললেন, যে রকম সাধাসিধে লোক ওঁরা, ওঁদের ফাঁকি দেওয়া আর এমন কী কঠিন।

সঙ্গীটি চিন্তিতভাবে বললেন, সে আমি জানি না। তবে ওঁদের সঠিক বুঝতে পারা কঠিন। এই ওঁদের আপাতদৃষ্টিতে সাধাসিধে মনে হয়, সেটা হলো একটা ফাঁদ। প্রথম প্রথম মনে হয় ওঁরা একেবারে নরম স্বভাবের। কিন্তু পরে ওঁরা কঠিন হয়ে ওঠে।

সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ফন বোক।

ঠিক। খবরটা একটা বিবরণ আমি বার্লিনে পাঠালাম, সঙ্গীটি বললেন, দুঃখের বিষয় আমাদের চ্যান্সেলারটির মাথা এসব ব্যাপারে বিশেষ খুলত না। ফলে এমন একটা মন্তব্য তিনি করলেন, যাতে বোঝা গেল যে খবরটা তিনি জানতেন। আর, আমার কী যে ক্ষতি হলো তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। ব্রিটিশদের সম্বন্ধে তখন অত্যন্ত বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হলো। আর এটা সামলে উঠতে আমার লেগেছিল দুইটি বছর। তবে, আপনি হয়তো আপনার খেলোয়াড়ি মনোভাবের ভড়ং নিয়ে—

ফন বোর্ক একটু মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন,—না, না ভড়ং বলবেন না;—ভড়ং জিনিসটা কৃত্রিম, আমার এ রীতিমত স্বতঃস্ফূর্ত। জন্ম থেকেই আমি খেলোয়াড়। এ আমার অত্যন্ত পছন্দ।

সঙ্গীটি (ব্যারণ) হাসতে হাসতে বললো,—ওদের সঙ্গে আপনি বাইচ খেলেন। শিকার করেন, পোলো খেলেন,—সব বিষয়েই ওদের সমান সমান আপনি। ফোর-ইন-হ্যান্ড-এ আপনি ওলিম্পিক খেলায় পুরস্কার পেয়েছেন পর্যন্ত। এমনকি, শুনেছি নাকি ওদের তরুণদের সঙ্গে আপনি বক্সিং পর্যন্ত লড়েন। আপনার খেলোয়াড়ি মেজাজ তারিফ করে ওরা, আপনার প্রশংসা করে, বলে সাধারণ জার্মানদের তুলনায় আপনি প্রচুর মদ খান, নৈশ ক্লাবে স্বাচ্ছন্দের ব্যাপারে, বেপরোয়া চালচলনের জন্যেও আপনার প্রশংসা করে। অথচ আপনার এই শান্ত গ্রাম্য আবাসটি ইংল্যান্ডের প্রচুর শয়তানির কেন্দ্রস্থল, এবং এখানকার খেলোয়াড় মালিকটিই হচ্ছেন ইউরোপের গুপ্ত সমিতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ হিসেবে পরিচিত। প্রতিভা—ফন বোর্ক, নিছক প্রতিভা ছাড়া আর কিছু নয়।

না, ব্যারণ, ফর্ন বোর্ক বললেন,—আপনি অতিরঞ্জন করছেন। তবে এ আমি দাবি করতে পারি যে এ দেশে আমার এই চারটি বছর ফলপ্রসূ হয়েছে। আমার গুদাম-ঘর আমি আপনাকে দেখাই নি। দেখবেন নাকি একটু?

পড়বার ঘরের বাইরের চত্বর পেরিয়ে দরোজা ঠেলে ফন বোর্ক ঘরে ঢুকে ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা জ্বেলে দিলেন। তারপর তাঁর বিশালদেহ সঙ্গী ব্যারন বেরিয়ে এলে বন্ধ করে দিলেন দরোজাটা। খুব সাবধানে জানলার ভারী পর্দাটাও ঠিক করে দিলেন। এইভাবে সাবধানতা ঠিকমত নেওয়া হলে ব্যারণের দিকে তাকিয়ে ফন বোর্ক বললেন, কিছু কাগজপত্র এখান থেকে ফ্লাশিং-এ সরিয়ে দিয়েছি। অবশ্য যেগুলো বেশি জরুরি নয় সেগুলিই সরিয়েছি।

ব্যারণ বললেন, দূতাবাসের অনুচরবৃন্দের মধ্যে আপনার নাম আছে। অতএব আপনার বা আপনার মালপত্রের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হবে না। অবশ্য আপনাকে যে যেতেই হবে এমনটি নাও হতে পারে। হয়তো ইংল্যান্ড ফ্রান্সের সাহায্যে হাত না বাড়াতেও পারে। ঐ দুই দেশের মধ্যে এমন কোনো বাধ্য বাধকতা নেই।

আর বেলজিয়াম—ফন বোর্ক বললেন।

হ্যাঁ, ব্যারণ বললেন,—বেলজিয়ামের ব্যাপারেও তাই।

ফন বোর্ক বললেন,—কিন্তু সম্মানের একটা প্রশ্ন আছে তো?

ব্যারণ মুচকি হেসে বললেন,—ওসব সম্মান-টম্মান মধ্যযুগীয় ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া ইংল্যান্ডে এখনো ঠিক প্রস্তুত হয় নি। কল্পনা করা শক্ত হলেও এ কথা টিক যে, এই আমাদের বিশেষ যুদ্ধ কর হিসেবে পাঁচশো লক্ষ টাকা, এতেই আমাদের উদ্দেশ্য যেন 'টাইমস' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হওয়ার মতো অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ তবুও এদের ঘুম ভাঙে না। এখানে ওখানে প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে। আমার কাজ হচ্ছে সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া। কোথাও কোথাও অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে, আমার কাজ হচ্ছে তা প্রশমিত করা। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, মূল বিষয়—অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বা ডুবোজাহাজ আক্রমণের বা উচ্চ ক্ষমতার বিস্ফোরক তৈরির ব্যাপারে কোনোরকম প্রস্তুতিই নেই। এক্ষেত্রে কী করে ইংল্যান্ড এতে যোগ দিতে পারে। বিশেষ করে যখন আমরা আয়াল্যান্ডে অন্তবর্তী যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ঘোঁট পাকিয়েছি, শুরু হয়েছে ক্ষেপে উঠে জানলার কাঁচে ঢিল মারা এবং আরো অনেক কিছু, যার জন্যে ইংল্যান্ডকে এখন ঘর সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হবে। ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের ইংল্যান্ড সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে আপনার সরবরাহ করা সংবাদ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী হয়ে উঠবে। ওরা রাজি হলে আজই আমরা তৈরি। আমি তো মনে করি মিত্রশক্তির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করাই হবে ওদের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ। তবে, তা ওদের নিজস্ব ব্যাপার। ওরা যা ভালো বুঝবে, তা করবে। এ সপ্তাহের মধ্যেই ওদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সে যাই হোক, কথা হচ্ছিল আপনার কাগজপত্র নিয়ে। একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ব্যারণ চুরুট টানতে লাগলেন।

ফন বোর্ক ঘড়ির চেন থেকে একটা একটা ছোট চাবি বার করে প্রকাণ্ড পেতলে বাঁধানো সিন্দুকটা খানিকটা চেষ্টার পর খুলে ফেললেন। তারপর হাত নেড়ে বললেন, ঐ দেখুন।

খোলা সিন্দুকটায় আলো স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, দূতাবাসের সেক্রেটারি ব্যারণ অসীম কৌতূহলের সঙ্গে সেখানকার সার-দেওয়া খোপগুলোর দিকে তাকালেন। প্রত্যেকটা খোপে লেবেল আঁটা-'ফোর্ডস', 'বন্দরের প্রতিরক্ষা', 'এরোপ্লেন', 'আয়াল্যাণ্ড', 'মিশর', 'পোর্টসমাউথ বন্দর', 'ইংলিশ চ্যানেল', 'রোসাইথ' ইত্যাতি অনেকগুলো লেবেলই তাঁর চোখে পড়ল। প্রত্যেকটি খোপই কাগজে কাগজে ঠাসা।

ফন বোর্ক বললেন, জানেন, ব্যাকরণ, এ সবই হয়েছে গত চার বছরের মধ্যে। কিন্তু আমার সংগ্রহের সেরা জিনিসটা এখনো আসে নি, তার জন্যে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এই বলে তিনি সেখানে একটা খোপ দেখিয়ে দিলেন যেখানে লেখা—নৌবহরের সংকেত।

ব্যারণ বললেন—কিন্তু তাহলেও বেশ কিছু দলিল আপনি ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছেন।

উঁহু, ওসব পুরোনো হয়ে বাতিল হয়ে গেছে। রণপোতের সচিব-সভা কোথায় কি খবর পেয়ে সমস্ত গোপন নির্দেশলিপি পালটে ফেলেছে—ফন বোর্ক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—আমার সমস্ত কর্মজীবনের ওপরে সবচেয়ে আঘাত এটা।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যাকরণ হতাশা ব্যঞ্জক একটা শব্দ করে বললেন,—আর দেরী করা সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছেন কার্লটন টেরেসে জিনিসপত্র সরাতে হচ্ছে। সবাইকে এখন যার যার জায়গায় থাকতে হবে। আশা ছিল আপনার বিরাট সাফল্যের খবরটা নিয়ে যেতে পারবো। অ্যাল্টামন্ট কি বলছে কয়টার সময় আসবে?

একটা টেলিগ্রাম ফন বোর্ক এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। তাতে লেখা 'অতি অবশ্যই আজ রাতে যাবো, নোতুন প্লাগ সঙ্গে করে—অ্যাল্টামন্ট।

ব্যারণ বললেন,—কী নতুন প্লাগ?

ফন বোর্ক বললেন,—আমাদের এমন অভিনয় করতে হবে, সে যেন মোটরের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, আর আমি একটা গ্যারেজের মালিক। আমাদের নির্দেশ-লিপিতে যা কিছু আসবে—আসবে কোনো না কোনো মোটরের অংশের নাম নিয়ে। যদি বলে র‍্যাডিয়েটর, বুঝতে হবে যুদ্ধ জাহাজ, তেলের পাম্প বলতে বুঝতে হবে ক্রুজার জাহাজ, এইরকম আর কি। নতুন প্লাগ হচ্ছে নৌবাহিনীর সংকেত।

ছাপটা পরীক্ষা করে সেক্রেটারি-ব্যারন বললেন—বেলা দুপুরে পোর্টসমাউথ থেকে পাঠানো হয়েছে। ভালো কথা—কতো দেন তাকে?

ফন বোর্ক বললেন, এই কাজটার জন্যে পাঁচশো পাউণ্ড, অবশ্য এর ওপর আবার একটা বেতনও পায়।

ব্যাকরণ বললেন, লোভী শয়তান! অবশ্য এইসব প্রতারকদের দিয়ে যে কাজ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ওদের শোষণ বৃত্তিটাতেই আপত্তি।

ফন বোর্ক বললেন, অ্যাল্টামন্টের ব্যাপারে কিন্তু আমার তরফ থেকে আপত্তি নেই। দারুণ কাজের লোক ও, ভালো পয়সা দিলে কাজটা পাওয়া যায় মশাই। তাছাড়া ও যে ঠিক প্রতারক তাও নয়। জেনে রাখবেন, আমেরিকানটির চেয়ে অনেক বেশি রক্ত-শোষক বলা যেতে পারে। তার কথা শুনলে আর এতে একটুও সন্দেহ থাকবে না। বলতে কি মাঝে মাঝে আমি তার কথা বুঝতেই পারি না। খাঁটি রাজার ইংরেজি ভাষার সঙ্গে যেন সে জেহাদ ঘোষণা করেছে। যেতেই কি হবে আপনাকে? যে কোন মুহূর্তেই কিন্তু সে এসে পড়তে পারে।

ব্যারণ বললেন,—আমার আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আশা করি কাল বেলাবেলি আসবেন। ডিউক্ অব্ ইয়র্কের ওখানে যেতে সিঁড়ির কাছে যে ছোট দরোজাটা, যখন তার ফাঁক দিয়ে সংকেতের বইটা পেয়ে যাবেন, দেখবেন, আপনার ইংল্যান্ডে কাজে অপূর্ব সাফল্য এসেছে।

কথা বলতে বলতে ওঁরা বারান্দা ধরে বাইরের দিকে চলতে শুরু করেছেন, কোটটা গায়ে দিতে দিতে সেক্রেটারি বললেন,—ওই বোধহয় হার উইচের আলো দেখা যাচ্ছে। দেখুন কেমন নীরব আর কেমন শান্ত! কিন্তু এই সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো ওখানে অন্য আলো দেখা যাবে। তখন আর এমন শান্ত থাকবে না। আর জেপেলীন যা দেবে বলে অঙ্গীকার করেছে সত্যিই যদি তা পাওয়া যায়, আকাশও হয়তো তাহলে আর এমন শান্তিপূর্ণ মনে হবে না—আরে এ কে? কেবলমাত্র জানলা দিয়ে ভেতরোর আলো দেখা যাচ্ছিলো। সেখানে একটা বাতির পাশে একটা টেবিলে এক বুড়ি বসে। তার মুখটা লাল, মাথায় গ্রাম্য টুপি। ঝুঁকে পড়ে উল বুনতে বুনতে সে মাঝে মাঝে থামছে, পাশের টুলে বসে থাকা প্রকাণ্ড কালো বেড়ালটাকে আদর করবে বলে।

ফন বোর্ক বললেন,—ও হল আমার একমাত্র দাসী, মার্থা।

মুচকি হেসে সেক্রেটারি বললেন—যেভাবে ও নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ ডুবে আছে তা লক্ষ্য করে আর ওর নিদ্রালু বাব দেখে মনে হয় ব্রিটেন যেন ওর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আচ্ছা চলি, আবার দেখা হবে, ফন বোর্ক। এই বলে, শেষ বারের মতো হাত দুলিয়ে তিনি গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে উঠলেন এবং পরমুহূর্তেই আলোর দুটো সোনালি রেখা অন্ধকারের মধ্যে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল। আরামের লিমুসিন, গাড়ির কুশনে তিনি হেলান দিয়ে বসলেন।

মোটর গাড়িটার আলোর শেষ আভাটাও যখন আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল, ফন বোর্ক তাঁর পড়বার ঘরে ধীর পায়ে ঢুকলেন। প্রথমে এলেমেলো পড়বার ঘরটা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে শুরু করলেন, তারপর টেবিলের পাশে যে সযত্নে রাখা একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে সিন্দুকের মধ্যের সেই মূল্যবান কাগজপত্রগুলো সব যত্ন করে ব্যাগে ভরলেন। এমন সময় বাইরে একটা মোটর গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তিসূচক একটা আওয়াজ করে ব্যাগটা চাবি বন্ধ করে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। আর ঠিক সেই সময়েই গাড়িটার আলো এসে তার গেটের সামনে থামলো। এক যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আর মোটাসোটা বয়স্ক শোফারটি তার পাকা গোঁফ নিয়ে এমনভাবে চেপে বসল যেন দীর্ঘ প্রহরার দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

ফন বোর্ক আগন্তুকের কাছে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কাজ হয়েছে তো?

উত্তরে লোকটি একটা ছোট বাদামি কাগজ বিজয়ীর ভঙ্গতে মাথার ওপর তুলে ধরে বললো—আজ রাতে আপনাকে খুশি করে দিচ্ছি মিস্টার। শেষপর্যন্ত সফল হলাম আমি।

ফন বোর্ক বললেন, সংকেতগুলোর কী খবর?

লোকটি বলল, আমরা টেলিগ্রামে যেমনটি জানিয়েছি তেমনই আছে-সবগুলোই, তবে, মূল নয়, সেগুলো পেতে হলে ভয়ংকর বিপদে পড়তে হতো। তবে, নকল হলেও, একেবারে নির্ভুল এ আমি বলতে পারি। এই বলে পরিচিতের ভঙ্গতে এমন কোরে জার্মানটির পিঠ চাপড়ে দিলেন যে কুঁকড়ে গেলেন তিনি।

ফন বোর্ক বললেন, আসুন আসুন আপনারই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আর কেউ নেই বাড়িতে। অবশ্য মূলটার থেকে নকলটাই ভালো। কারণ ওরা যদি দেখে মূলটা হারিয়েছে, সমস্ত সংকেতই পাল্টে যাবে তখব। কিন্তু আপনি তো নিশ্চিত যে নকলটা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য?

ইতিমধ্যে আইরিশ আমেরিকানটি পড়বার ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরিয়েছেন—চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখান থেকে উঠে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে? সিন্দুকটার সামনে থেকে পর্দাটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই সিন্দুকটার দিকে চোখ পড়তেই মন্তব্য করলেন তিনি—আপনি আপনার কাগজপত্র ওটার মধ্যে নিশ্চয়ই রাখেন না?

ফন বোর্ক বললেন—কেন? রাখব না কেন?

আগন্তুক লোকটি বলল—বলেন কী! অমন একটা খোলামেলা জায়গায়,—বিশেষ করে যখন ওরা আপনাকে গুপ্তচর বলেই জানে! সামান্য একটা হাতিয়ার দিয়েই তো কোনো আমেরিকান দুষ্টু লোক ওটা খুলে ফেলতে পারে! যদি জানতাম যে আমার একটা চিঠি অমন আলগা জায়গায় রাখা হবে, তাহলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতাম না।

ফন বোর্ক বললেন, জেনে রাখুন অতো সোজা নয়। কোনো শয়তানই ঐ সিন্দুক ভাঙতে পারবে না, কোনো যন্ত্র দিয়েই ঐ ধাতু কাটা সম্ভব নয়। সিন্দুকের ঐ তালাটা অত্যন্ত মজবুত—ভিন্ন প্রক্রিয়ায় তৈরি। ওটা খুলতে হলে কিছু বিশেষ অক্ষর আর বিশেষ কিছু সংখ্যা জানা দরকার। এই বলে ফন বোর্ক উঠে গিয়ে তালার মুখের চারদিকে একটা চাকতি দেখালেন রশ্মি-বিকিরণের দু-দফা ব্যবস্থা এখানে জন্যে। চার বৎসর আগে এটা তৈরি করিয়েছিলাম। জেনে রাখুন, অক্ষরগুলোর মানে অগাস্ট, আর সংখ্যাগুলো—১৯১৪। শুনুন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, কাল সকালবেলা চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

লোকটি বললো—তাহলে তো আমারও একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। এই হতচ্ছাড়া দেশে আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। সপ্তাখানেকের মধ্যেই ইংল্যান্ড খুব বিপদে পড়বে। সমুদ্রপার থেকেই বরং আমি তা লক্ষ্য করবো।

ফন বোর্ক বললেন—কিন্তু আপনি তো আমেরিকার নাগরিক?

লোকটি বললো—জ্যাক জেমসও তো আমেরিকার নাগরিক, কিন্তু তাই বলে কি সে পোল্যান্ডে কাজ করছিল না? তাছাড়া এটা হলো ব্রিটিশ আইনের এলাকা। আচ্ছা, জ্যাক্

জেমসের কতাই যখন উঠলো তখন বলি, আপনি তো আপনার লোকদের রক্ষার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেন বলে মনে হয় না?

কী বলতে চান আপনি? তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, ফন বোর্ক।

লোকটি আমতা আমতা করে বললো—মানে আপনারই তো চাকরি করে ওরা, তাই আপনারই কর্তব্য, লক্ষ্য রাখা যাতে তাদের পতন না হয়, তাই না? কিন্তু তবুও পতন তাদের হয়ই। কিন্তু কই তাদের তো আপনি কখনো উদ্ধারের চেষ্টা করেন নি? এই জেম্‌স্—

জেমসের পতন তার নিজের দোষেই হয়েছে, ফন বোর্ক বললেন—আর তা আপনি ভালো করেই জানেন। বড় বেশি নিজের মতে চলতো। ঠিক এ কাজের উপযুক্ত ছিল না। তার পর ধরুন স্টৌনার—

ভীষণ চমকে উঠলেন ফন বোর্ক। তাঁর লাল মুখ প্রায় রক্তশূন্য হয়ে গেল। কী হয়েছে স্টৌনারের?

সমস্ত কাগজপত্র সমেত ধরা পড়েছে—আগন্তুকটি বললো! এখন সে পোর্টসমাউথ জেলে। আপনি তো সরে যাচ্ছেন, সমস্ত ঝড়টা এখন তারই ওপরে ফেটে পড়বে। যদি সে প্রাণে বেঁচে যায় তো তার ভাগ্য বলবো। এইসব কারণেই আমিও ঠিক করেছি আমিও আপনার মতো সমুদ্রে পাড়ী দেবো। ওরা আমারও পিছু নিয়েছে! ফ্র্যাঙ্কটনে আমার গৃহকর্ত্রীর কাছে খোঁজখবর নিতে এসেছিল। ভাবছি, কি করে ওরা এতো খবর পায়? আমি আপনার সঙ্গে যোগ দেবার পর থেকে স্টৌনারকে নিয়ে এ পর্যন্ত পাঁচজন ধরা পড়ল। এবং যদি সময় থাকতে পালাতে না পারি তো এর পরে যে ধরা পড়বে তার নামও আমি জানি। এর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? আর এভাবে যে আপনার লোকরা ধরা পড়ছে এ জন্যে কি লজ্জিত নন আপনি?

মুখ চোখ লাল হয়ে গেল ফন বোর্কের—কোন্ সাহসে আপনি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেন?

লোকটি বলল—সাহস যদি না থাকবে তাহলে কি আপনার চাকরি করি মশাই? আমার মনের কথা আমি সোজাসুজি বলছি, শুনেছি আপনারা জার্মান রাজনীতিবিদরা কোনো কোনো কর্মচারীর কাছ থেকে কাজ আদায়ের পর আর তার জন্যে দুঃখ করেন না। তাকে নিয়ে মাথা ঘামান না।

লাফিয়ে উঠলেন ফন বোর্ক। কী আস্পর্ধা আপনার! আপনি কি বলতে চান যে আমি আমার নিজের লোকদের ধরিয়ে দিচ্ছি?

লোকটি বললো—ঠিক যে ও কথাই বলছি তা নয়, তবে, কোথাও, যে একটা গলদ আছে তাতে সন্দেহ নেই। সেটা খুঁজে বার করতে হবে আপনাকেই। যাই হোক আমি আর ঝুঁকি নিচ্ছি না, হল্যান্ডে চলে যাচ্ছি আমি এবং যতো আগে যাই ততোই ভালো।

ফন বোর্ক সামলে নিলেন কোনোমতে নিজেকে। বললেন, এতোদিন একসঙ্গে বন্ধুভাবে কাজ করার পর এখন জয়লাভের এই পূর্বমুহূর্তে এভাবে ঝগড়া করার কোনো মানে হয় না। চমৎকার কাজ করেছেন আপনি, প্রচুর ঝুঁকিও নিয়েছেন, এ ভোলার নয়। হল্যান্ডে যাবেন বৈকি। নিশ্চয় যাবেন। তারপর রটারডাম থেকে নিউ ইয়র্কের জাহাজ পেয়ে যাবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এ ছাড়া আর কোনো পথই আপনার পক্ষে নিরাপদ হবে না। বইটাও আমি আমার মালপত্রের সঙ্গে গুছিয়ে দেব।

আমেরিকান লোকটি ছোট্ট প্যাকেটটা হাতে তুলে ধরলেন, কিন্তু দেবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। বললেন, তাহলে মালকড়ির কী হবে?

ফর্ন বোর্ক বললেন—কীসের কী হবে?

লোকটি বলল—মালকড়ির অর্থাৎ পুরস্কারের পাঁচ হাজার পাউণ্ডের? শেষপর্যন্ত ভারী গোলমাল করেছিল, আরো একশো উপরি দিতে হবে কাজ হলে, নইলে দুজনেই বিপদে পড়তাম। বলে, 'কোনো কথাই শুনছি না' এবং সেটা ও মিথ্যে হুমকি নয় তা বুঝতে অসুবিধা হয় নি। তখন দরকার হলো ঐ অরিরিক্ত একশো ডলারটা। গোড়া থেকে এ পর্যন্ত আমার খরচ

হয়েছে দুশো পাউণ্ডের মতো সুতরাং পুরস্কারটা না পেলে এ আমি দিতে পারি না।

তিক্ত হাসি হাসলেন ফন বোর্ক। বললেন, আমার আত্মসম্মান সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা আপনার নেই দেখছি। বইটা দেবার আগেই আপনি টাকাটা চাইছেন। বেশ, আপনার কথাই থাকুক। টেবিলে বসে একটা চেক লিখে চেক-বই থেকে ছিঁড়ে নিলেন সেটা। কিন্তু দিলেন না। বললেন,—'যখন ব্যাপারটা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন আমিই বা কেন আপনাকে বিশ্বাস করতে যাবো? বুঝলেন? আবার মাথা ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে আমেরিকানটির দিকে তাকিয়ে বললেন,—ওই রইলো চেকটা টেবিলের ওপরে। ওটা আপনাকে দেবার আগে আমি প্যাকেটটা পরীক্ষা করে দেখবো।

একটাও কথা না বলে আমেরিকানটি প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন। সুতোটা খুলে ফেলা হলো, তারপর মোড়কটা। একটার নিচে আবার একটা কাগজ। একটা ছোট্ট নীল বই তাঁর সামনে। অবাক চোখে নীরবে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে। মলাটটার ওপর সোনালি হরফে লেখা : 'মৌমাছি পালনের কার্যকরী পদ্ধতি।' এই নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক লেখাটার দিকে গোয়েন্দা-প্রবরটি জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন মুহূর্তকাল। আর কে যেন পরমুহূর্তেই লৌহকঠিন বন্ধনে তাঁর ঘাড়ের পেছনটা চেপে ধরল, আর ক্লোরোফর্মে ভেজানো একটা স্পঞ্জও তার নাকের ওপর রাখল।

আর এক গ্লাস, ওয়াটসন! শার্লক হোম্‌স্ ইম্পিরিয়াল টোকের বোতলটা এগিয়ে ধরে। মোটাসোটা শোফরটি এতোক্ষণ টেবিলে বসেছিল, খানিকটা ঔৎসুক্যের সঙ্গে বাড়িয়ে দিল গ্লাসটা। বললো, বড় ভালো মদ, হোম্‌স্।

হ্যাঁ, হোম্‌স্ বললেন—অতি চমৎকার ওয়াটসন। চেয়ারে বসা হোম্‌স্ বলেছেন, শোয়েনব্রান প্রাসাদের ফ্রান্‌জ্ জোসেফের আধার থেকে এসেছে। জানলাটা খুলে দাও তো, ক্লোরোফর্মের গন্ধটা সহ্য করতে পারছি না।

সিন্দুকটা আধখোলা অবস্থায় ছিল, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে হোম্‌স্ তাড়াতাড়ি গুচ্ছ-গুচ্ছ দলিল বার করে পরীক্ষা করলেন, তারপর সযত্নে ফন বোর্কের থলেতে ভরলেন।

জার্মানটি সোফায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে চলেছে। তার হাত পা বাঁধা, হোমস বললেন,—হাড়াহুড়োর কিছু নেই ওয়াটসন, কোনোরকম বাধারই সম্ভাবনা নেই। ঘণ্টা বাজাও তো দেখি, মার্থা ছাড়া এ বাড়িতে এখন আর কেউ নেই। তার ভূমিকায় যে অভিনয় সে করেছে তা তারিফ করবারই মতো। প্রথমে যখন এ মামলা হাতে নিই, তখনই আমি ওকে এখানে বহাল করি। এই যে মার্থা, শুনে খুশি হবে যে সব ঠিক আছে, কোথাও কোনোরকম অসুবিধা হয় নি। মার্থা বললো—খুশি হলাম শুনে মি. হোম্‌স্। তবে ওঁর দিক দিয়ে বললে বলতে হবে, মনিব হিসেবে ওঁর মধ্যে দয়া—মায়ার অভাব ছিল না। ওঁর ইচ্ছে ছিল আমি গতকাল ওর স্ত্রীর সঙ্গে জার্মানিতে যাই। কিন্তু তা হলে তো আপনার মতলব-মতো কাজ হতো না। কী বলেন?

হোমস বললেন—তা তো হতোই না, মার্থা। যতোক্ষণ তুমি এখানে ছিলে আমার কোনো ভাবনা ছিল না। আজ যে সংকেত তুমি পাঠিয়েছিলে বেশ কিছুক্ষণ আমি সেটার অপেক্ষায় ছিলাম।

মানে সেক্রেটারিটি এসেছিলেন স্যার।

জানি। তাঁর গাড়ি তো আমাদের পাশ দিয়ে গেল—হোম্‌স্ বললেন।

মনে হচ্ছিল স্যার, উনি বুঝি আর যাবেনই না! আমি তো জানি, উনি না গেলে আপনার অসুবিধা হতো, যাই হোক্, আধঘণ্টা-টাক অপেক্ষা করবার পর তোমার আলো নিভে যেতে দেখি, বুঝতে পারি যে পথ পরিষ্কার। কাল লন্ডনে ক্ল্যারিজের হোটেলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোরো। মার্থা বিদায় নিলো।

ওয়াটসন বললেন,—তুমি তো অবসর নিয়েছিলে হোম্‌স্। শুনেছিলাম যে তুমি সাইথ ডাউনস্-এর একটা ছোট গোলাবাড়িতে তোমার মৌমাছি পালন নিয়ে আর বইপত্র নিয়ে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করছো।

ঠিকই শুনেছো ওয়াটসন, হোম্‌স্ বললেন—আর, এইটাই হলো আমার এই বিশ্রামের ফসল, আমার পরবর্তী জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। বইটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সেটার নাম ইত্যাদি সব পড়তে লাগলেন মৌমাছি পাললেন কার্যকরী পুস্তিকা এবং মৌরাণীকে নিঃসঙ্গ করে রাখার ব্যাপারে কিছু মন্তব্য। এ আমার একক কীর্তি। এ যা দেখছো এ হলো রাতের পর রাত আর দিনের পর দিন প্রচুর পরিশ্রমের ফল। যেরকম যত্নের সঙ্গে লন্ডনের অপরাধীদের ওপর লক্ষ্য রেখে এসেছিলাম তেমন ভাবেই এই ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীদের লক্ষ্য করে প্রচুর পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থ।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু কেমন করে তুমি আবার এই মামলায় জড়িয়ে পড়লে?

হোম্‌স্ বললেন—শুধু যদি বৈদেশিক মন্ত্রী হতেন তো হয়তো তাঁকে ফেরাতে পারতাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আমার নগণ্য কুটিরে—কী জানো ওয়াটসন, এই যে ভদ্রলোকটি সোফায় শুয়ে, আমাদের দেশের প্রচুর ক্ষতি করেছিলেন ইনি। ঠিক নিয়ম মতো অর্থাৎ যেমনটি হওয়ার কথা প্রতিনিধিদের সন্দেহ করা হচ্ছিল, সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হচ্ছিল না। প্রমাণ পাওয়া গেছিল যে এক শক্তিশালী গুপ্ত কেন্দ্রীয় শক্তি এর পেছনে আছে। এ কাজ নেবার জন্যে প্রচুর চাপ আসছিল চারদিকে থেকে আমার ওপর। এতে আমার সময় লেগেছিল দু-বছর। রটিয়ে দিলাম যে আমি তীর্থ করতে শিকাগো গেছিলাম। এবং বাফেলোর এক আইরিশ গুপ্ত সমিতি থেকে স্নাতকত্ব পেয়েছিলাম। স্কিবারিনের পুলিশকে বিশেষ ঝঞ্ঝাটে ফেলেছিলাম। ফন বোর্কের এক কর্মচারীর নজরে পড়ে গেছিলাম তখন। আর সে যখন উপযুক্ত বিবেচনা করে আমার সুপারিশ করলো তখন আর কোনো অসুবিধা করলোই না। সেই থেকেই আমি ওঁর বিশ্বাসভাজন হয়ে এসেছি এবং এ সত্ত্বেও ওঁর সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল হওয়ার ব্যাপারে ওঁর পাঁচ পাঁচ জন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীকে গ্রেপ্তাররের ব্যাপারেও বাধার সৃষ্টি হয় নি। ওদের ওপর লক্ষ্য রাখছিলাম আমি। তাই যথা সময়েই পুলিশে খবর দিয়েছিলাম। এই সে স্যার, কেমন বোধ করছেন, ভালো তো?

এই শেষের প্রশ্নটা তিনি করেছিলেন স্বয়ং বোর্ককে। অনেক বার খাবি খেয়ে, চোখ পিট-পিট করে তিনি চুপচাপ হোম্‌সের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি ফেটে পড়ে জার্মান ভাষায় প্রচুর গালাগালি শুরু করলেন। ক্রোধে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। এই গালাগালির মধ্যেও হোম্‌স্ দ্রুত তার অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত যখন ফন বোর্ক ক্লান্ত হয়ে থামলেন, তখন হোম্‌স্ বললেন,—শুনতে মিষ্টি নয় বটে, কিন্তু স্বীকার করতে হবে জার্মান ভাষায় প্রকাশ ক্ষমতা অন্যান্য ভাষায় থেকে অনেক বেশি। তারপর একটা কাগজের ওপর চোখ পড়তেই বলে উঠলেন—আরে, এটা দিয়ে যে দিব্যি আর একটা পাখিকেও খাঁচায় পোরা সম্ভব হবে! এসব দুষ্কর্ম যার টাকায় হচ্ছে তার ওপর বহুদিন ধরেই আমি লক্ষ রেখে আসছি, কিন্তু সে যে এতো বড় একটা শয়তান তা আমি আন্দাজ করতে পারি নি। মি. ফন বোর্ক, অনেক কিছুরই আপনার জবাবদিহি করবার আছে।

খানিকটা চেষ্টার পর বন্দি সোফার ওপর একটু উঁচু হয়ে বসে বিস্ময় ও ঘৃণামিশ্রিত এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে হোম্‌সের দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে বললেন, এর শোধ নেব আমি, অ্যাল্টামন্ট, তাতে যদি আমার সারাটা জীবন কেটে যায় তবুও ছাড়বো না। বাঁধনের দড়ি খোলবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন আর চিৎকার করে গালাগালি দিতে লাগলেন হোম্‌স্‌কে।

হোম্‌স্ তখন হাসতে হাসতে বললেন—আমি অ্যাল্টামন্ট নই।

কে তবে আপনি—ফন বোর্ক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন।

হোম্‌স্ বললেন,—আমি কে সে খবরে কিছু এসে যায় না। তবে, এতোই যখন আপনার কৌতূহল তাহলে বলি, আপনার পরিবারের সঙ্গে এটাই আমার পরিচয় নয়। অতীতে আমি জার্মানিতে প্রচুর কাজ করেছি এবং আমার নামও হয়তো আপনার অজানা নয়।

কঠিন গলায় ফন বোর্ক বললেন—নামটা কী শুনি!

হোম্‌স্ বললেন,—আপনার আত্মীয় হাইনরিখ যখন রাষ্ট্রদূত ছিলেন, আমিই তকন আইরিন অ্যাডলার আর বোহেমিয়ার রাজার মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করি। নিহিলিস্ট ক্লপম্যান-এর হাতে মৃত্যু থেকে আমিই বাঁচাই কাউন্ট ফনকে আর আপনার মা-র বড় ভাই ফন ও সু গ্রাফেলস্টাইনকে। আমিই—

পরম বিস্ময়ে ফন বোর্ক মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন—কিন্তু তেমন মানুষ তো একজনই আছেন।

হোম্‌স্ বললেন—ঠিকই বলেছেন, আমিই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্। তবে, মি. ফন বোর্ক, এমন একটা গুণ আপনার মধ্যে আছে জার্মানদের মধ্যে যেটা সুদুর্লভ। তা হলো আপনি একজন পাকা খেলোয়াড়। এবং নিশ্চয়ই আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না, কারণ আপনি ভেবে দেখবেন, কতো লোককেই আপনি বোকা বানিয়েছেন, এবার শেষ বারের মতো আমার হাতে বোকা বনেছেন! আর যাই হোক আপনি আপনি আপনার দেশের জন্যে যথাসাধ্য করেছেন, আর আমি আমার দেশের জন্যে যথাসাধ্য করেছি, এর চেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার আর কী হতে পারে। আর তাছাড়া বাজে লোকের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে তো ভালো হল!

গাড়িতে ওঠানোর সময় হাত পা বাঁধা অবস্থায় দারুণ ছট্‌ফট্ করতে লাগলো ফন বোর্ক্। বলতে লাগলো আমাকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট আপনার নেই। আপনি বে-আইনী ভাবে আমাকে আটকে রেখেছেন।

হোম্‌স্ বললেন, মি. বোর্ক, শান্ত হয়ে আপনি সুবিচারের জন্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলুন। সেখান থেকে আপনি আপনার বন্ধু ব্যারণ ফন হেলিংকে ডেকে পাঠাতে পারবেন।

ড. ওয়াটসন আর শার্লক হোম্‌স্ এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মেতে উঠলেন। আর ওদিকে গাড়ির পেছনে পা-হাত বাঁধা অবস্থায় শুয়ে বন্দি ফন বোর্ক বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করে চলেছেন।

হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, এবার পাঁচশো পাউন্ডের যে চেকটা আছে সেটা তাড়াতাড়ি ভাঙাতে হবে, কারণ চেক যে কেটেছে, চেকটা যাতে ভাঙানো না যায় সে চেষ্টা সে করতেই পারে যদি সম্ভব হয়।